উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,০৩১.৮১ (-৫০০.৩৮)

নিফটি : ২৫,২২৭.৯৫ (-১৫৯.৪৫)



বিক্ষোভে উত্তাল বাংলাদেশ, মৃত ১ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৫°	৩০°	১৪°	৩১°	১৬°	৩১°	১৪°



ঠান্ডা মাথায় খতম লস্কর কমান্ডার ৭



লক্ষ্য বদলা ও বদল, আজ শুরু হচ্ছে টেস্ট সিরিজ ১১

শিলিগুড়ি ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 19 November 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 180

সাদা চোখে সাদা কথায়

শাসকের সঙ্গে পার্থক্য স্পষ্ট না হলে বিকল্প হওয়া স্বপ্নমাত্র

গৌতম সরকার



গণতন্ত্রে ভোট আছে, দল আছে, নেতা আছে। বিকল্প আছে তো? ২০২৯-এ কেন্দ্রে ফিরে আসা নিয়ে সংশয়ে আছে নয়াদিল্লির দীনদয়াল মার্গ। কিন্তু প্রশ্নটা হল, বিকল্প কোথায়? আদৌ বিকল্প আছে কি? গণতন্ত্রে শাসক সবসময় জনগণের সমর্থন চায়। কিন্তু জনগণের প্রশ্ন শুনতে সবসময় আগ্রহী থাকে না। বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করতে চায়, কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়ে বিরোধিতার প্রয়োজনীয়তা ভুলে যায়।

সিপিএম বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করছে বলে একসময় বাংলায় হইচই করত তৃণমূল। শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে সেই একই অভিযোগে দুষ্ট হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। এখন বিরোধীশূন্য বাংলা তৈরির ব্রত নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী-শমীক ভট্টাচার্যরা। টেলিভিশনের বুমে, চায়ের দোকানে, টেলিভিশনের স্টুডিওতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে বিপন্ন হচ্ছে যুক্তিবোধ। শাসক বা বিরোধী- কেউ যুক্তির ধার ধারছে না। শুধু গলার জোরে নিজের বক্তব্যের বা কৃতকর্মের সাফাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দস্তুর।

অদ্ভুত সময়ের মধ্যে আছি। ধর্মীয় পরিচয়ের ভাষ্য জোরালো হলেও ধর্মের মূল নৈতিক শিক্ষাগুলি আড়ালে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রবাদের নামে জাতীয়তাবাদী আবেগে দেশপ্রেমের মাপকাঠি হয়ে উঠছে কে কত জোরে স্লোগান দিতে পারেন, কে কতটা অন্যের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক কিংবা বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। সনাতন ধর্মের কথা বলা হচ্ছে সর্বক্ষণ। অথচ সনাতন দর্শনের বহুত্ববাদ এবং আত্মজিজ্ঞাসাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

যে দেশে চার্বাক থেকে বৌদ্ধ, জৈন থেকে উপনিষদ, শংকর থেকে রামানুজ- এত রকম চিন্তার সহাবস্থান ছিল, সেখানে প্রশ্ন করাকে ধর্মের বিরোধিতা বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এরপর দশের পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা?
হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে...



জগদ্ধাত্রীর সন্ধ্যারতি। কলকাতায় দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।



ইউপি হবেই...

হিম্মত থাকলে আটকাক : দিলীপ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : এনকাউন্টার-রাজের পক্ষে মরিয়া সওয়াল পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের। খুন, ধর্ষণের মতো ঘটনায় দুষ্কৃতীকে নিকেশ করতে ৫ কেন ৫০০টা এনকাউন্টার হতে পারে বলে হুমকি দিলেন তিনি। এনকাউন্টার যে বাংলায় আরও হবে- সেই ইঙ্গিত আগে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে তাঁর পূর্বসূরি মঙ্গলবার বোঝালেন, এনকাউন্টার তো হবেই, সঙ্গে বুলডোজার চলবে।

এতে বাংলার নিজস্ব সত্ত্বা নষ্ট হচ্ছে, উত্তরপ্রদেশ মডেল চালু হচ্ছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনাতেও তিনি 'ডোন্ট কেয়ার।' দিলীপের ভাষায়, 'বাংলাদেশ হলে আপত্তি নেই, ইউপি (উত্তরপ্রদেশ) হলে অসুবিধা কী?' এরপর পঞ্চায়েতমন্ত্রীর আস্ফালন, 'ইউপি করব, গুজরাট করব। কারও বাপের হিম্মত থাকলে আটকাক! যাঁর অসুবিধা হচ্ছে বাংলায় থাকতে, তিনি বাংলাদেশে চলে যান। বিনা ভিসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। দরজা খুলে দেব।'

বিজেপি বাংলায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এক-দুই করে পাঁচজন ধৃতকে এনকাউন্টার করেছে পুলিশ। তাতে বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখানোর অভিযোগ উঠেছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে কোনও কোনও মহল সোচ্চার। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী দিলীপ মঙ্গলবার বুঝিয়ে দিলেন, কে কী বললেন বা পরিণতি কী হবে- সেসবের তোয়াক্কা করবে না তাঁদের সরকার।

সুকান্তর সুরে তিনি বলে দিলেন, 'প্রয়োজন হলে আরও কিছু হবে। শুধু এনকাউন্টার কেন? বুলডোজার চলছে কি না!' তিনি বোঝাতে চাইলেন,

এরপর দশের পাতায়

আর যা বললেন মন্ত্রী

যাঁর অসুবিধা হচ্ছে বাংলায় থাকতে, তিনি বাংলাদেশে চলে যান। বিনা ভিসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। দরজা খুলে দেব।

৫ কেন ৫০০টা এনকাউন্টার হতে পারে। সঙ্গে বুলডোজার চলবে।



বীর বিরসাকে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। রায়ডাক চা বাগানের গলফ কোর্স মাঠে। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রেলগেট বন্ধ আপাতত স্থগিত

স্বস্তিতে মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ীরা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : মহাবীরস্থান রেলগেট বন্ধের উদ্যোগ আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। বিকল্প ব্যবস্থা না করে কোনওভাবেই পাশাপাশি থাকা দুটি রেলগেট বন্ধ করা যাবে না বলে রেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই এই অবস্থান বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক। তাঁর কথায়, 'সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবেই আপাতত রেলগেট দুটি বন্ধের বিষয়ে নারাজ প্রশাসন। ওই পথে বিকল্প ব্যবস্থা করার কথা রেলকে জানানো হয়েছে।' যদিও এ নিয়ে রেলের তরফে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এবং কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম (এনজেপি)-এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।



শহরের যান চলাচলে গতি আনতে বাম জমানায় শিলিগুড়িতে প্রথম উড়ালপুল তৈরি হয়। টিকিয়াপাড়া মোড় থেকে মহাবীরস্থানের উপর দিয়ে রেলগেট পেরিয়ে উড়ালপুলটি ভেনাস মোড়ে গিয়ে মিশেছে। উড়ালপুল তৈরি হওয়ার পরও ওই পথে থাকা রেলগেট দুটি বন্ধ করা হয়নি। ফলে আজও মহাবীরস্থান এলাকায় টাউন স্টেশনের অদূরে পাশাপাশি দুটি রেলগেট রয়েছে। রেলকর্তাদের দাবি, একটি রেলগেট পরিচালনা করতে ২৪ ঘণ্টার জন্য তিনজন কর্মী প্রয়োজন। সেই হিসাবে দুটি রেলগেটের জন্য তিন শিফটে মোট ছ'জন কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁদের বেতন বাবদ প্রতি মাসে দু'লক্ষ টাকার বেশি খরচ হয় রেলের। রয়েছে আনুষঙ্গিক খরচও। এই পরিস্থিতিতে রেল কর্তৃপক্ষ রেলগেট দুটি দ্রুত বন্ধ করার জন্য কাটিহার ডিভিশনের উপর চাপ বাড়াচ্ছে।

শুধু মহাবীরস্থানের দুটি রেলগেটই নয়, শিবমন্দির, ফুলেশ্বরী ও ঠাকুরনগর ছাড়াও আরও কয়েকটি রেলগেটও বন্ধের তালিকায় রয়েছে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে শিবমন্দির ও ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ করা হয়েছে। ঠাকুরনগর এলাকায় ইস্টার্ন বাইপাসের উপর উড়ালপুল

এরপর দশের পাতায়

পুরভোটে প্রভাব পড়বে না, দাবি নেতার

তোলাবাজির কাঁটায় বিদ্ধ পদ্ম

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : তোলাবাজির অভিযোগে আলিপুরদুয়ারে যুব মোর্চার সভাপতিকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে দল। তবে শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, তোলাবাজির ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে সব জেলাতেই। ট্রাক থামিয়ে দাদাগিরি করার ছবি প্রকাশ্যে আসায় শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির বিভিন্ন নেতার বিরুদ্ধেও তোলাবাজির অভিযোগ মাথাচাড়া দিয়েছে। যদিও জেলা বিজেপির তরফে ওবিসি মোর্চার ওই সাধারণ সম্পাদককে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ঘটনা প্রকাশ্যে এলে ব্যবস্থা নিচ্ছে দল। কিন্তু শহরের একাধিক ওয়ার্ডে একাধিক নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। তার ছবি বা ভিডিও প্রকাশ্যে না এলেও দলের জেলা নেতাদের অনেকেরই বিষয়টি জানা। কিন্তু সেই নেতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। বরং অভিযোগ এলে অভিযোগকারীর সঙ্গে বসে আলোচনা করলেই সব মিটে যাচ্ছে। তাহলে তোলাবাজি বন্ধ হবে কীভাবে? এমন প্রশ্ন দলের একাধিক নেতা-কর্মীর।

জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মাধবী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দল অ্যাকশন মোডে রয়েছে। তোলাবাজির অভিযোগ প্রমাণিত হলে রেয়াত করবে না।' তবে তাঁর দাবি, বিজেপি এ রাজ্যে সদ্য ক্ষমতায় এসেছে। সেজন্য দলকে আরও কিছুটা সময় দিতে হবে। দল ক্ষমতায় এসে কি তাহলে আগে তোলাবাজিটাই শিখল? মাধবীর জবাব, 'সেরকম বিষয় নয়। নজর রয়েছে নেতৃত্বের।' বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহা বলেন, 'দল প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে। তবে পুরভোটে এর প্রভাব পড়ার কোনও বিষয় নেই।'

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে বালির ট্রাক মালিকের কাছ থেকে যুব মোর্চার এক নেতার ১০ হাজার টাকা নেওয়ার অডিও প্রকাশ্যে এসেছে। এনজেপি সংলগ্ন কয়েকটি ওয়ার্ডে দলীয় শৃঙ্খলার রেয়াত না করে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন কয়েকজন নেতা। তাঁদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ আগেও উঠেছিল।

এরপর দশের পাতায়

- ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে বালির ট্রাক মালিকের কাছ থেকে যুব মোর্চার এক নেতার ১০ হাজার টাকা নেওয়ার অডিও প্রকাশ্যে
- নিয়ন্ত্রিত বাজার সংলগ্ন কয়েকটি ওয়ার্ডেও ভারতীয় মজদুর সংঘ ও বিজেপির কয়েকজন জেলা নেতার নাম তোলাবাজিতে জড়িয়েছে
- ১১, ১২, ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে নানা কাজ করে দেওয়ার কথা বলে টাকা নেওয়ার অভিযোগ

খগেনকে হামলার ফাইল ফের খুলছে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৮ নভেম্বর : বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনার মামলা আবার খোলার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার রায়ডাক চা বাগানের গলফ কোর্স মাঠে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী তথা জনজাতি গৌরব দিবসের রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশকুমার জৈনকে এই নির্দেশ দেন তিনি। একই সঙ্গে ওই ঘটনায় জড়িত সমস্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে খগেন মুর্মুর ওপর হামলা চালিয়েছিল।

নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

গত বছর ৬ অক্টোবর বন্যাবিধ্বস্ত বামনডাঙ্গা চা বাগানে যাচ্ছিলেন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা। বাগানটির মডেল ভিলেজ থেকে ৫ অক্টোবর ভোরে লাগোয়া জলঢাকা নদীর প্লাবনে ১১ জন ভেসে যান। পরে সবার দেহ উদ্ধার হয়। ৬ অক্টোবর শমীক ভট্টাচার্য সহ দলের নেতারা বোটে করে বামনডাঙ্গার টন্ডু ডিভিশন লাগোয়া গাঠিয়া নদী পার হয়ে মডেল ভিলেজের উদ্দেশে রওনা হন। অন্যদিকে, সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক শংকর ঘোষের মতো নেতারা এরপর দশের পাতায়

ভুটানের হিমবাহে বিপদে উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

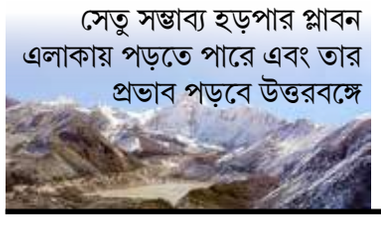


৬২০টি হ্রদের মধ্যে ১৭টিকে বিপজ্জনক চিহ্নিত করেছে ভুটান

থোরথোরমি হ্রদ ভাঙলে গবেষণার মডেল অনুযায়ী প্রতি সেকেন্ডে ১৬,৩৬০ ঘনমিটার জল বেরিয়ে আসতে পারে

২৯ অক্টোবর শিনতাফু বিপর্যয়ে প্রায় ৬১ লক্ষ ঘনমিটার জল সংকোশ নদীতে নেমেছিল

হিমবাহ হ্রদ ভাঙলে ভুটানে ১১ হাজারের বেশি মানুষ, ২,৫০০টি বাড়ি, ২৫০ কিলোমিটার রাস্তা এবং ৪০০টি সেতু সম্ভাব্য হড়পার প্লাবন এলাকায় পড়তে পারে এবং তার প্রভাব পড়বে উত্তরবঙ্গে



শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভুটানের পাহাড়ে জমে থাকা বরফের ভাণ্ডার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। অন্যদিকে বাড়ছে হিমবাহ গলে তৈরি হওয়া হ্রদের সংখ্যা ও আয়তন। এই দুই বিপরীতমুখী পরিবর্তনই নতুন করে বিপদের আশঙ্কা তৈরি করছে উত্তরবঙ্গের জন্য। কারণ, ভুটানের পাহাড়ে কোনও হিমবাহ হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে গেলে সেই জল নেমে আসতে পারে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত নদীগুলি দিয়ে। তার অভিঘাতে বিপন্ন হতে পারে নদী তীরবর্তী জনপদ, কৃষিজমি, সেতু, সড়ক এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

ভুটানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর হাইড্রোলজি অ্যান্ড মিটিওরলজির ২০২৬ সালের হিমবাহ হ্রদ ও হিমবাহ মূল্যায়নের পরিসংখ্যান সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২১ সালে ভুটানে হিমবাহ হ্রদের সংখ্যা ছিল ৫৬৭টি। ২০২৬ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৬২০। হ্রদগুলির সম্মিলিত আয়তন ৫৫.০৪ বর্গকিলোমিটার থেকে বেড়ে ৫৮.১৮ বর্গকিলোমিটার হয়েছে। অর্থাৎ, পাঁচ বছরে হ্রদের সংখ্যা বেড়েছে ৫৩টি এবং আয়তন বেড়েছে ৫.৭ শতাংশ। এর মধ্যে ১৭টি হ্রদকে সম্ভাব্য বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করেছে ভুটানের ওই সরকারি সংস্থা।

ভুটানের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। যদিও পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথা, 'ভুটানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা প্রতিনিয়ত খোঁজ রাখছি। কেন্দ্রীয় স্তরে তথ্য আদানপ্রদান যাতে আরও সহজ হয় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ হচ্ছে। ভুটান থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে যাতে দ্রুত আমাদের এলাকায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা যায় বা বিপদ মোকাবিলা করা যায় তারজন্য পরিকাঠামোও তৈরি করা হচ্ছে।'

ভুটানের বিপজ্জনক ১৭টি হ্রদের মধ্যে ন'টি রয়েছে ফো ছু অববাহিকায়, তিনটি চামখার ছুতে, দুটি মো ছুতে এবং বাকি তিনটি অন্য এলাকায়। এরপর দশের পাতায়

বাঘের নয়া এনক্লোজার শীঘ্রই

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ নভেম্বর : বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে বাঘের জন্য প্রায় ৬৫ হেক্টর জমিতে নতুন এনক্লোজার তৈরির পরিকল্পনা করেছে বন দপ্তর। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির (এনটিসিএ) পরামর্শ মেনে এই উদ্যোগ। ইতিমধ্যে জঙ্গলের মধ্যে উপযুক্ত জমির সন্ধান শুরু হয়েছে। তবে একলপ্তে এত বড় জমি পাওয়া এবং সেখানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলাই এখন বনকর্তাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। নতুন এনক্লোজার তৈরির পরিকল্পনার মধ্যেই পুরোনো এনক্লোজারের পরিকাঠামো নিয়ে এনটিসিএ-র পর্যবেক্ষণে একাধিক গাফিলতির বিষয় সামনে এসেছে।

বর্তমানে বক্সায় বাঘের জন্য যে এনক্লোজার রয়েছে, তার আয়তন মাত্র ২.২ হেক্টর। নতুনটি আয়তনে পুরোনোটির তুলনায় প্রায় ৩০ গুণ বড় হবে। সেটি পুরোনো এনক্লোজারের পাশেই তৈরি হবে, নাকি জঙ্গলের অন্য কোথাও, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেন, 'এনটিসিএ-র পরামর্শ মেনেই সব কাজ করা হবে। নতুন এনক্লোজার তৈরিতে সময় লাগবে। পুরোনো এনক্লোজার সংস্কারেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

বক্সায় বাঘিনীকে ঘিরে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরেই নতুন পরিকাঠামো তৈরির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সফরের দিনই বাঘিনীর নতুন ছবি প্রকাশ করেছে বন দপ্তর। গত ৮ নভেম্বর বাঘিনী এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বক্সায় আসেন এনটিসিএ এবং ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার শীর্ষ আধিকারিকরা। কয়েক দিন ধরে পরিকাঠামো পরিদর্শন করে তাঁরা একাধিক পরামর্শ দেন। তার মধ্যে অন্যতম হল এই বড় এনক্লোজার তৈরি করা। এনক্লোজারের জন্য এমন জায়গা প্রয়োজন, যেখানে ঘাসের জোগান রয়েছে। জলের ব্যবস্থা থাকলে ভালো, না হলে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করতে হবে। আশপাশে অন্য বন্যপ্রাণীর আনাগোনা থাকলে বাঘের স্বাভাবিক শিকারের সুযোগও তৈরি হবে। আগের মতো বাঘিনী (বিটিআরটিএফ-১)-কে দ্রুত জঙ্গলে 'হার্ড রিলিজ' না করে এবার বড় এনক্লোজারে দীর্ঘদিন রেখে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে 'সফট রিলিজ'-এর মাধ্যমে জঙ্গলে ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে বন দপ্তরের।

অন্যদিকে, ২৫ মাইলের পুরোনো এনক্লোজারটিও সংস্কার করা হবে। আগে হরিণ রাখার জন্য তৈরি ওই পরিকাঠামোতেই পরে বাঘের এনক্লোজার তৈরি হয়েছিল। এনটিসিএ-র পরিদর্শনে কংক্রিটের ঢালাই, লোহার ফেন্সিংয়ের ফাঁক এবং গেটের সমস্যার মতো একাধিক গাফিলতি ধরা পড়ে। সেগুলি মেরামতির পাশাপাশি সেখানে আরও ৪০টি ক্যামেরা বসানো হবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Last date of bid submission for Tender ID: 2026_WBPWD_5082362_1 is extended upto 25.11.2026 (14:00 Hrs.). Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: https://tenders.wb.gov.in. Sd/-EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T19998(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_1049086_1
DATED-11/11/2026
TENDER REFERENCE NUMBER: SPJPG/NIT01/2026-27
WORK TITLE: SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF GYMNASIUM EQUIPMENT / ARTICLES FOR DISTRICT POLICE HEADQUARTER. BID CLOSING DATE: 27/11/2026. FOR MORE DETAILS LOG ON TO: www.wbtenders.gov.in Sd/- Superintendent of Police, Jalpaiguri ICA-T19995(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.Q. No. 06 of 2026 – 27 OF A.E./P.W.D./ SLG. S.D.
[Tender ID : - 2026_WBPWD_5086611_1.]
Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Sub-Division, Siliguri from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. for the above said N.I.Q. Bid submission start Date: 17-11-2026 from 06:55 Hrs. Bid submission end Date : 25-11-2026 upto 02:30 Hrs. (Online) Details of N.I.Q.& other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- A. Lepcha, Assistant Engineer, P.W.D. Siliguri Sub-Division, Siliguri. ICA-T19992(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate/ Govt. of W.B.
Corrigendum Notice to e-N.I.T
No-WBIW/EE/NDID/e-NIT-10 of 2026-27
Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division, Raiganj Uttar Dinajpur invites Corrigendum Notice to e-N.I.T No - **WBIW/EE/NDID/e-NIT-10 of 2026-27, Sl. No. 02,** Vide Memo no – 903 dated. 17.11.2026 of the EE/NDID. Change of Document Download end date & bid submission end date in **25.11.2026 at 18:00 Hrs.** instead of **13.11.2026 at 17:00 hrs.** Technical bid opening date is **26.11.2026 at 14:00 hrs.** instead of **17.11.2026 at 14:00 hrs.** For details please visit website **www.tenders.wb.gov.in** & **www.iwd.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division. ICA-T19951(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work Sl No-1) Repairing of Culvert at ch: 4.80 km , Gairkata- Ramsai Road Gairkata Sub-division under Jalpaiguri Division, PWD in the District of Jalpaiguri during the year 2026-27. NIeT No11 of 2026_27 (1s call). Tender Id: 2026_WBPWD_5086699_1. Estimated Amount Put to Tender:Rs, 9,42,036.67 Bid submission closing date(online):27-11-2026 up to 12.30 Hrs. Technical Opening date (online) : 30-11-2026 at 12.30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD. ICA-T20000(2)/2026

স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ বোর্ডের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ
টেন্ডার নং.: **C-Com-Signage-4-2026।** তারিখ : **13-11-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত ৪টি রেলওয়ে স্টেশনে অর্থাৎ ডালখোলা-সামসি-কালিয়াগঞ্জ-জলপাইগুড়ি স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ বোর্ড-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা এবং দুই বছর ধরে এর রক্ষণাবেক্ষণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৩,৬২,২৩,৯১৫.১০ টাকা, **বায়নার মূল্যঃ** ৭,২৪,৫০০.০০ টাকা। ০৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় ই-টেন্ডার বন্ধ হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E./T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:-. 1. Repairing/replacement of damaged doors and windows of Quarter No. 05 and Quarter No.06 at Block-A, Mekhliganj Sub-Divisional Hospital Campus, Mekhliganj, Cooch Behar, including all allied works Teesta Bridge Construction Division, P.W.D, Mekhliganj, Cooch Behar. during the year 2026 – 2027 (3rd CALL). **Estimated amount put to Tender** Rs. 1,65,597.00 Tender Id-2026_WBPWD_5086664_1. e-NIT No.- 13 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD. Bid Submission start date (online) 18.11.2026 from 11:30 hrs Bid Submission closing date (online) 24.11.2026 upto 14:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj, Coochbehar. ICA-T19994(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_1049125_1
WORK TITLE: SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF GYMNASIUM EQUIPMENT/ARTICLES. BID CLOSING DATE: 27/11/2026. FOR MORE DETAILS LOG ON TO: www.wbtenders.gov.in SD/- SUPERINTENDENT OF POLICE, ISLAMPUR POLICE DISTRICT ICA-T19983(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_1049122_1
WORK TITLE: SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF GYMNASIUM EQUIPMENT/ARTICLES. BID CLOSING DATE: 27/11/2026. FOR MORE DETAILS LOG ON TO: www.wbtenders.gov.in SD/- SUPERINTENDENT OF POLICE, ISLAMPUR POLICE DISTRICT ICA-T19982(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_1049086_1
DATED-11/11/2026
TENDER REFERENCE NUMBER: SPJPG/NIT01/2026-27
WORK TITLE: SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF GYMNASIUM EQUIPMENT / ARTICLES FOR DISTRICT POLICE HEADQUARTER. BID CLOSING DATE: 27/11/2026. FOR MORE DETAILS LOG ON TO: www.wbtenders.gov.in Sd/-Superintendent of Police, Jalpaiguri ICA-T19986(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Commandant, Narayani Battalion, Coochbehar, from bonafide suppliers/ Firms/ Contractors/ Dealers/ Co-operative SSI Unit having Govt. Registered trade license for purchasing of gymnasium equipment of Govt. Order vide Memo No.364 WEL/GYM//WEL/GYM 33-2026 Dated: 30/10/2026 of Deputy Inspector General Of Police (Planning & Welfare), West Bengal of Narayani Battalion, Coochbehar. Tender Ref. No. WBP/NARAYANI BN./e-NIT-03/2026-27 Dated: 13/11/2026, Tender ID: 2026_WBP_5085751_1. The last date for submission of e-Tender is on 23/11/2026 upto 18:00 hrs. for other details please visit our office Notice Board & https://tenders.wb.gov.in Sd/- Commandant, Narayani Battalion, Coochbehar ICA-T19988(1)/2026

TENDER NOTICE
NIT :121 fund: 16TH FC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT : 121 is 21/11/26. The details of the NIT may be viewed & downloaded from https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. NO. WB/APD-I/ EO-ET/08/2026-2027, DATED: 18/11/2026,
Last date and time for bid submission-19/11/2026 at 18.00 hours.
For more information please visit : www.tenders.wb.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Alipurduar-I Panchyat Samiti
Panchkolguri :: Alipurduar

ABRIDGED E-TENDER NOTICE
Date Extension for NIT No-DHUPGURI/PO/NIT-002/2026-27 SI 4 and SI 5, DHUPGURI/PO/NIT 003/2026-27 SI 2, NIT NO-DHUPGURI/ PO/NIT-005/2026-27 SI 1 to 8 NIT NO-DHUPGURI/PO/NIT-006/2026-27 SI 1 SI 3 SI 4, from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. Also available in https://tenderswb.gov.in
Programme Officer, VB-GRAM - G & Block Development Officer
Dhupguri Development Block

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-892/2026, Dated - 13/11/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Horticulture and allied work at Raiganj Government Medical College and Hospital, Raiganj, District- Uttar Dinajpur, under the Jurisdiction of WBMSCL in the financial year 2026-2027." Last date of submission of bid (online) - 02.12.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on or after 19.11.2026 at 10.00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to ee2msc.hfw-wb@gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal ICA-T19949(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no. - NIT Reference No.:- WBMSCL/NIT-906/2026 Dated-17/11/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work "Construction of Connecting Pathway and Shed near the Patient Waiting Area at Falakata Super Specialty Hospital in the district of Alipurduar." Last date of submission of bid (online) - 27.11.2026 up to 3:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on 20.11.2026 at 11:00 AM request for Clarification, if any, may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary to the Govt. of West Bengal ICA-T20002(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E./T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:-. 1. Repairing/replacement of damaged doors and windows of Quarter No. 05 and Quarter No.06 at Block-A, Mekhliganj Sub-Divisional Hospital Campus, Mekhliganj, Cooch Behar, including all allied works Teesta Bridge Construction Division, P.W.D, Mekhliganj, Cooch Behar. during the year 2026 – 2027 (3rd CALL). **Estimated amount put to Tender** Rs. 1,65,597.00 Tender Id-2026_WBPWD_5086664_1. e-NIT No.- 13 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD. Bid Submission start date (online) 18.11.2026 from 11:30 hrs Bid Submission closing date (online) 24.11.2026 upto 14:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj, Coochbehar. ICA-T19994(3)/2026

বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ
টেন্ডার নোটিশ নং : ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-১৫-২৬-২৭, তারিখ : ১৪-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং : ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-১৫-২৬-২৭; **কাজের নাম :** নির্জাযোগ্য ও নিরাপদ বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ভূগর্ভস্থ কেবিলিংয়ের মাধ্যমে পূর্ব মালিগাঁও কলোনিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ২,৩৫,৩৩,৩২০/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ৪,৭০,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৭-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং কাজ
ই-টেন্ডার নং. সি-সিওএমএম-সাইনেজ-০২-২০২৬ তারিখ: ১৩-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত ০২ টি রেলওয়ে স্টেশনে অর্থাৎ আরারিয়া কোর্ট-ঠাকুরগঞ্জে স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ বোর্ডের যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং এবং সেই একই ০২ বৎসরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৮৬,১৯,৭১৯.৮৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৭২,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ওএইচই নবীকরণের কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৬-২৭-আরটি১ তারিখঃ ১৭-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** এডিইএন/ইষ্ট/আলিপুরদুয়ার জংশনের অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়িতে এলসি গেট নং. এএএন-১০৫ এর পরিবর্তে নতুন আরওবির নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত ওএইচই নবীকরণ কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১১,৬৬,৮৫৫.১৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২৩,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড ডিএস/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

২ লেনযুক্ত রোড ওভার ব্রিজের নির্মাণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং.সিপিএম-জিএস-এমএলজি-আরওবি-২০২৬-২১ তারিখঃ ১৪-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** ১) বৈরাগী থেকে বিহারের গলগণ্ডিয়া, কিষণগঞ্জকে সংযোজিত করা পথ দিয়ে অধিকারি থেকে গলগণ্ডিয়া স্টেশনের মধ্যে ৪৩/৯-৪৪/০ কিলোমিটারে স্থিত এলসি নং. - এস কে-২৪৭এর পরিবর্তে ২ লেনযুক্ত আরওবি নির্মাণের প্রস্তাব। ২) বারাপোগর থেকে উদ্রাগুড়ি, কিষণগঞ্জকে সংযোজিত করা পথ দিয়ে ঠাকুরগঞ্জ থেকে আলুয়াবাড়ি স্টেশনের মধ্যে ৬০/০-১ কিলোমিটারে স্থিত এলসি নং.-এসকে-২৬২এর পরিবর্তে ২ লেনযুক্ত আরওবির নির্মাণ। ৩)সিরসিয়া পথ দিয়ে বিহারের আরারিয়া, ফরবেসগঞ্জকে সংযোজিত করা পথ দিয়ে সিমরাহা থেকে ফরবেসগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে ৮৮/৮-৯ কিলোমিটারে স্থিত এল সি নং - কেজে-৫৮এর পরিবর্তে ২ লেনযুক্ত আরওবি নির্মাণের প্রস্তাব। **টেন্ডার রাশিঃ** ১৩৭,৯০,৭৩,৯১৮.৮৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৭৫,৮১,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ এবং সময় ০৫-১২-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায়। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র এবং সংশোধনী সহিত সম্পূর্ণ সবিশেষ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: **KIR/Engg./59 of 2026, তারিখ: 13-11-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিনি. ডিইএন/II/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ঢোলবাজা (ডিএলজেড), গড় বানাইলি (জিবিএন), গোগিপোথিয়া হল্ট (জিপিই), রানিপত্র (আরএনএক্স), হলদিয়াবিহার (এইচওডি), সাতার হল্ট (এসএটিআর), বাখমারা হাল্ট (বিএইচএমএ), মহিয়ারপুর (এমএইচপিআর), কান্তকোশ হল্ট (কেটিকেএস), কুমারীপুর হাল্ট (কেআরএমপি), বাঙ্গালবাড়ী (বিজেওয়াই), বিষানপুর হল্ট (বিএইচএনপি), ধচনা (ডিএইচএনএ), দিল্লি দেওয়ান গঞ্জ (ডিভিজে), ডালিমগাঁও (ডিএলএক্স), দন্ডখোবা (ডিএনকিউ), গোরফার (জিআরআর), খিটকিয়া (জেটিকে), ঝাউয়া (জেএইউ), কাচনা (কেএইউ), মানিয়ান (এমআইওয়াইএন), মীনাপুর (এমইএনপি), প্রাণপুর রোড (পিকিউডি) এবং সাহজা হল্ট (এসএজেএইচ)-এ স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ড্রেনের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ৬,৩৩,৬৪,৫৯১.৯৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১২,৬৭,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** শিলিগুড়ি জংশন - কাটিহার ডিভিশনের শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে ডিস্ট্রিবিউটেড টাইপ ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৭৬,২১,৫৬৩.৯৪ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৭,৫২,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিভিন্ন রেলে ভিপিএইচ লিজে দেওয়ার জন্যে ই-নিলাম
৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্য রাউন্ড ট্রিপের আধারে ই-নিলামের মাধ্যমে বিভিন্ন রেলে ভিপিএইচ লিজিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। বিবরণঃ পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্থান। রেট ইউনিটঃ প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে)।

অঙ্কন ক্যাটালগ নং. টিএসকে-ভিপিএইচ-৮৯

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./বিবরণ	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৯৬২-১৫৯৬১-ভিপি-১-ডিবিআরজি-এইচডব্লিউএইচ-২৬-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	৩১৩
এএ/২	১৫৯৩০-১৫৯২৯-ভিপি-১-এনটিএসকে-টিবিএম-২২-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১১-২০২৬ তারিখে ১৩.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১৩.৪০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্য প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

যুগশঙ্খ উত্তরবঙ্গের জন্য সারকুলেশন ম্যানেজের চাই। যোগাযোগ : 90642 13907

শিলিগুড়িতে প্রাইভেট গাড়ির জন্য Expert Driver চাই। কাজের সময়-8 am-7 pm. (বেতন-14 হাজার)। 7797709455. (C/124501)

●

শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ডিউটির জন্য জরুরি ভিত্তিতে কর্মঠ পুরুষ সিকিউরিটি গার্ড (বয়স ১৮-৪৫) আবশ্যক। বেতন : ₹ ১২,০০০/-।M: 9733348338, 8170837161. (C/124502)

●

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 9832268306 (C/124504)

অ্যাফিডেভিট

আমি দীপালতা নার্জিনারী স্বামী-শঙ্কর সাংমা আমার পুত্রের জন্ম সংশাপত্রে ভুলবসত: আমার নাম দীপালতা নার্জিনারী সাংমা লেখা হওয়ায় বিগত 06.11.2026-এ মাথাভাঙ্গা1st ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট নং 5369/26 বলে দীপালতা নার্জিনারী সাংমা থেকে দীপালতা নার্জিনারী হিসেবেই পরিচিত হলাম। (C/124479)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Raiganj Sub- division II, PWD invites online e- tender for 1 (One) no building work. ie. e-NIT No. 17/2026-27/AE/RSD-II, having Tender ID: 2026_WBPWD_5081965_1 Bid submission start date (online) 03.11.2026 from 5:30 p.m. Bid submission of closing date (online) 18.11.2026 12:30 p.m. For details please log on to website https://tenders.wb.gov.in or enquire at this office notice board. Corrigendum notice(s) of this/ this e-NIT if any will be published in the above website only. Sd/-Assistant Engineer (Civil) Raiganj Sub-DivisionII, PWD. ICA-T19997(1)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

I, Prasanjit Bishwajit Sarkhel, S/O Lt. Bishwajit Umeshchandra Sarkhel resident of Pradhan Nagar Siliguri do hereby declare that Prasanjit Sarkhel, Sarkhel Prasanjit Bishwajit & Prasanjit Bishwajit Sarkhel are the same & identical person via affidavit SL No. 02/26 Dated 17.11.2026 sworn before 1st class Judicial Magistrate, Siliguri. (C/124477)

●

Tripte Sarkar আমার কন্যা, তার জন্ম শংসাপত্রের রেজিস্ট্রেশন নং WB BR 2017/20111/I/9950 তাং 17-10-2017, কোচবিহার মিউনিসিপ্যালিটি প্রদত্ত যেখানে আমার নাম Sweta Sarkar-এর পরিবর্তে Rita Sarkar নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 13-10-2026, J.M. 1st Class 4th Court, শিলিগুড়ি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Sweta Sarkar এবং Rita Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। Rita Sarkar-এর পরিবর্তে Sweta Sarkar উপরোল্লিখিত জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম সংশোধন করার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। ওয়ার্ড নং 29 ইনডোর স্টেডিয়ামের নিকটে, M.M. দত্ত সরণি, থানা : শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং, পিন - 734004, পঃ বঃ। (C/123773)

●

আমার কন্যা Deep Sikha Barman, তার জন্ম শংসাপত্র নং WB-BR-2014/20111/I/1569, তাং 27-05-2014 যেখানে আমার এবং আমার স্বামীর নাম যথাক্রমে Purnima Barman W/O Bimal Barman নথিবদ্ধ হয়েছে। কন্যার উপরোল্লিখিত জন্ম শংসাপত্রে তার নাম Deep Sikha Barman নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার কন্যার পুরো এবং শুভ নাম Deep Sikha Das, যা তার রেশন কার্ড নং RKSY-1 1203548046 দেখানো হয়েছে। গত 07-11-2026, J.M. সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা উল্লেখিত Purnima Barman Das, Purnima Barman, Bimal Das এবং Bimal Barman, Deep Sikha Barman এবং Deep Sikha Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। Purnima Barman Das, W/O. Bimal Das এবং কন্যার সঠিক নাম Deep Sikha Das প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : খুখুমারি, পো : টাপুরহাট, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/123774)

আজ টিভিতে



পুলস্ত্যর ষড়যন্ত্রে মন্ত্রপূত নিমকাঠের খোঁজে ব্রজধামে দিতির লড়াই।
তারে ধরি ধরি মনে করি সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৪৫ আয় খুকু আয়, ১০.৪৫ রিটার্ন অফ অভিমন্যু, দুপুর ২.০০ টাইগার, বিকেল ৫.০০ ডিজে, রাত ৯.৩০ লভ এক্সপ্রেস
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ দুই পৃথিবী, বিকেল ৪.০০ প্রেমী, রাত ৮.০০ মহান, ১১.০০ অমানুষ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মহামতী সাবিত্রী, বেলা ১১.৩০ বৌমার বনবাস, দুপুর ২.০০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ দান প্রতিদান, সন্ধে ৭.৩০ আজকের সন্তান, রাত ১০.৩০ কড়ি দিয়ে কিনলাম
**ডিডি বাংলা :

আলিপুরদুয়ারের রায়ডাক চা বাগানে জনজাতি গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে চা শ্রমিকদের জমির অধিকার, স্থায়ী আবাস এবং আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের জোরালো প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আদিবাসী সমাজের মন জয়ে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক ঘোষণা ও একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেও, কোহিনুর সহ ডুয়ার্সের বন্ধ ও অচল চা বাগানগুলি চালুর সুসংহত পরিকল্পনার দিশা না মেলায় শ্রমিক মহলে হতাশার মেঘ কাটেনি।

চা বলয়ে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৮ নভেম্বর : চা বাগানের শ্রমিকদের জমির অধিকার, স্থায়ী বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা, আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের আশ্বাস। আদিবাসী সমাজের মন জয়ে বুধবার একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি ও উন্নয়নের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আলিপুরদুয়ারের রায়ডাক চা বাগানের গলফ ক্রস মাঠে জনজাতি গৌরব দিবসের রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একাধিক ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি আদিবাসীদের সমস্যার কথাও মন দিয়ে শোনেন। জাল তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র চিহ্নিত করে বাতিলের জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে যাঁরা এখনও বঞ্চিত, তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন আলিপুরদুয়ার-২ ও কুমারগ্রাম ব্লকে তিনটি পৃথক কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। সকালে হেলিকপ্টারে লোকনাথপুর আশ্রমের মাঠে অবতরণের পর সেখানকার তপশিলি উপজাতি ছাত্রী নিবাসে যান। আবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে পড়াশোনা, থাকা-খাওয়া এবং হস্টেলের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে খোঁজ নেন। পাশাপাশি রাজ্যের ৩২৪টি আবাসিক হস্টেলের পড়ুয়াদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করেন। আদিবাসী পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবারের জন্য হস্টেলের মাসিক অনুদান ১,৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,৩০০ টাকা করা হয়েছে বলে বলেন তিনি।

এরপর ময়নাবাড়ির হাতিপোঁতা মোড়ে বিরসা মুন্ডার মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মোড়টির নামকরণ করা হয় 'বীর বিরসা মুন্ডা মোড়'। বিরসা মুন্ডার নামে একটি রাস্তার নামকরণের কথাও জানান তিনি। পরে রায়ডাক চা বাগানের গলফ মাঠে জনজাতি গৌরব দিবসের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে আদিবাসীদের অধিকার ও বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিরসা মুন্ডা জল, জমি ও জঙ্গলের অধিকারের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা পূরণ করবে সরকার। প্রত্যেক আদিবাসীকে জমির অধিকার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বনভূমির পাট্টা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকদেরও জমির অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি স্থায়ী বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করা হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলায়



- চা বাগানের শ্রমিকদের জমির অধিকার ও স্থায়ী বাড়ির ব্যবস্থা করার আশ্বাস
- আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ এবং জাল এসটি শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ
- হস্টেলের অনুদান বৃদ্ধি, সরকারি প্রকল্পে বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তির আশ্বাস

আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধার পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। আদিবাসী সমাজকে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মন্ত্রীসভায় পাঁচজন আদিবাসী মন্ত্রী রয়েছেন। বিজেপি সরকার দেশের রাষ্ট্রপতি পদেও আদিবাসী প্রতিনিধিকে বসিয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে আদিবাসীরা বঞ্চিত হয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানের শেষপর্বে আদিবাসী শিল্পীদের গানের তালে তাঁদের সঙ্গে নাচে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

হতাশা কাটল না বন্ধ বাগানে

শামুকতলা, ১৮ নভেম্বর : চা শ্রমিকদের জমির অধিকার, স্থায়ী ঘর এবং আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার আলিপুরদুয়ারের রায়ডাক চা বাগানের গলফ কোর্স মাঠে জনজাতি গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর এই ঘোষণায় অবশ্য বন্ধ ও অচল চা বাগানগুলিতে হতাশার মেঘ কাটল না।

সভাস্থল থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে বন্ধ কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিকদের অপেক্ষা ছিল অন্য একটি ঘোষণার। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বাগান খোলার বিষয়ে কোনও দিশা দেখাবেন, এমন আশায় ছিলেন তাঁরা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে কোহিনুর বা জেলার অন্যান্য বন্ধ ও অচল চা বাগান নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট দিশা না মেলায় কিছুটা হতাশ শ্রমিকরা।

সরকারি হিসাবেই উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে মোট ২২টি বাগান বন্ধ। এর বাইরে বেশ কিছু অচল বাগান রয়েছে। শুধু ডুয়ার্সেই ১৩টি বাগান বন্ধ। আলিপুরদুয়ারে কালচিনি, রায়মাটাং, মধু, ভানোবাড়ি, বান্দাপানি, লক্ষাপাড়া ও রামঝোরা বাগান বন্ধ। এর বাইরে কোনও নোটিশ না দিয়ে কোহিনুর ও জয়বীরপাড়ার মালিকপক্ষ বাগান ছেড়েছে। ফলে ওই দুটি বাগানেও অচলাবস্থা চলছে। এছাড়া মেরিকো গোষ্ঠীর আটটি চা বাগানও নানা সমস্যায় জর্জরিত। সেখানে শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ফলে জেলার চা বলয়ে শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন পুজোর আগে বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের জন্য এককালীন পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু বন্ধ ও অচল বাগানের জন্য কোনও সুসংহত পরিকল্পনার কথা তিনি শোনাতে পারেননি।

বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কোহিনুর এবং জেলার অন্যান্য বন্ধ ও অচল চা বাগানের সমস্ত তথ্যই তুলে ধরেছি। মুখ্যমন্ত্রী অনেক দেরিতে অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছেছেন। সময় খুব কম ছিল, তাঁকে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে হয়েছে। চা বাগানের সমস্যা সমাধানে যে এই সরকার লাগাতার কাজ করছে এবং আগামীদিনেও করবে, তিনি সেই কথা বলেছেন। এই নিয়ে হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চা বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশা মোচনে কাজ করছেন এবং আগামীদিনেও সঠিক উদ্যোগ নেবেন। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিকদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের সফর ছিল



প্রকাশ চিকবড়াইকের সঙ্গে খোশমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার।

নিজেদের দুর্দশার কথা তুলে ধরার একটি বড় সুযোগ। কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিকরা এদিন সভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যার কথা বলতে চেয়েছিলেন। ওই চা বাগানের বিজেপি নেতা সুরজ পান্ডে বলেন, 'শ্রমিকরা আশায় ছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বাগান নিয়ে দু'এক কথা বলবেন। মুখ্যমন্ত্রী তেমন কিছু না বলায় তাঁদের মন খারাপ হয়েছে ঠিকই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শ্রমিকরা দেরিতে পৌঁছান। মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান শ্রমিকরা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের নমস্কার জানান এবং দাবিপত্র গ্রহণ করেন। আমরা আশা করছি মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই কোহিনুর চা বাগান নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ করবেন।'

কোহিনুর চা বাগানে বর্তমানে ৮৮৮ জন শ্রমিক রয়েছেন। খাতায়-কলমে দৈনিক ২৫০ টাকা মজুরি হলেও বাগানে কাজ না হওয়ায় তাঁদের রোজগার কার্যত বন্ধ। শ্রমিকদের চার মাসের মজুরি বকেয়া রয়েছে। স্টাফদের চার মাস এবং সাব-স্টাফদের দুই মাসের বেতনও আটকে রয়েছে। পুজোর আগে বোনাসের টাকা না মিটিয়েই মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে। সংসার চালানোর তাগিদে প্রায় অর্ধেক শ্রমিক কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন। বাকিদের অনেকে আশপাশের এলাকায় দিনমজুরি করে কোনওরকমে সংসার চালাচ্ছেন।

কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিক শিবু ঘোষের আশা ছিল, মুখ্যমন্ত্রী সভা থেকে বন্ধ বাগানগুলির সমস্যা নিয়ে কিছু বলবেন। বিশেষ করে তাঁদের বাগান চালু করার বিষয়ে তিনি কোনও উদ্যোগের কথা ঘোষণা করবেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে শ্রমিক পরিবারগুলির জীবনে কিছুটা স্বস্তি ফিরবে।

শ্রমিক কৃষ্ণা মাহালিও মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, বাগান বন্ধ থাকায় মহিলাদের সংসার চালানোর যে সমস্যা হচ্ছে, সেই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসবে। তিনি বলেন, 'বাগান খোলার ব্যবস্থা হলে শ্রমিক পরিবারগুলির আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হত।'

সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুন বলেন, 'এর আগে শ্রমমন্ত্রী এসে এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ চা বাগানগুলি খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হয়নি।'



মাছের খোঁজ। বুধবার ফুলবাড়িতে। ছবি : সূত্রধর

বহুতলের অবৈধ অংশ ভাঙল পুরনিগম

ভাইদের ফাঁসাতে গিয়ে নিজেই বিপাকে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : দুই ভাইকে বিপদে ফেলতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন এক ভাই। দুই ভাইয়ের অবৈধ নির্মাণ তো ভাঙা পড়েইছে, পুরনিগমের আর্থমুভারের ধাক্কায় ভাঙা পড়েছে অভিযোগকারী ভাইয়ের বেআইনি নির্মাণও। বুধবার এমনই ঘটনা ঘটেছে পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ার রাসবিহারী সরণিতে।

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুতলের নীচতলায় সিঁড়ির এক পাশে ইটের দেওয়াল তুলে ঘর তৈরি হচ্ছিল। দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এমন অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ তুলেছিলেন সুব্রত দত্ত। তিনি লিখিতভাবে ২০২৪ সালে পুরনিগমে অভিযোগ জানান। তদন্ত শুরু করে পুরনিগম। পুরনিগমের বিল্ডিং সেলের এক প্রতিনিধিদল বহুতলটিতে পৌঁছে বিল্ডিং প্ল্যান খতিয়ে দেখে। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নজরে পড়ে বিস্তর অনিয়ম। তাঁরা দেখেন, ওই বহুতলের সামনে ও পিছনের দিকে যতটা জায়গা ছাড়ার কথা ছিল, বাস্তবে তা করা হয়নি। সেইসঙ্গে বাড়ির ভেতরে নিয়মবহির্ভূতভাবেও বেশ কিছু নির্মাণ হয়েছে।

এরপরই পুরনিগমের তরফে বাড়ির মালিক তিন ভাইকে নোটিশও দেওয়া হয়। ২০২৫ সালে তাঁদের শুনানিতে ডাকা হয়। পরবর্তীতে চলতি বছরের মার্চ মাস নাগাদ ফের শুনানি হয়। সবশেষে অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলার কথা জানিয়ে পুরনিগমের তরফে নোটিশ পাঠানো হয়। তবে নোটিশ হাতে পেয়েও মালিকপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেনি। বহুতলের অবৈধ অংশের একচুলও ভাঙা হয়নি। এরপরেই পুরনিগমের তরফে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বুধবার পুরনিগমের তরফে অভিযান চালিয়ে ওই বহুতলের অবৈধ অংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।



হাকিমপাড়ার রাসবিহারী সরণিতে ভাঙা হয়েছে বহুতলের অবৈধ অংশ।

বিশাল পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে বাড়ির সামনের এবং পিছনের অংশে থাকা অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। এদিন অবশ্য একশো শতাংশ অবৈধ অংশ ভাঙা সম্ভব হয়নি। পুরকর্তারা জানান, পুনরায় অভিযান চালিয়ে বাকি অবৈধ অংশও ভেঙে ফেলা হবে। যদিও এ নিয়ে অভিযোগকারী কিংবা অন্য কেউ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে নির্মাণে ত্রুটি ধরা পড়েছিল। তারপরই এদিন অভিযান চালিয়ে অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলা হল।'

এদিকে, এদিন ওই বহুতলের অবৈধ অংশ ভাঙার কাজ চলাকালীন পিছনের দিকে থাকা একটি ফ্ল্যাটে ইটের টুকরো ছিটকে পড়ে। ভাঙা অংশ ছিটকে পড়ায় ওই ফ্ল্যাটের জলের পাইপ ফেটে যায়। এরপরই ওই ফ্ল্যাটের আবাসিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুরকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। অভিযান চলাকালে চারপাশে যাতে প্লাস্টিক টাঙিয়ে দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ রাখেন তাঁরা। ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা পূর্ণচন্দ্র সরকার বলেন, 'জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় আমরা বিপাকে পড়লাম।' স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, দুই ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই চালাতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন অভিযোগকারী ভাই।

মেয়েকে ফেরাতে থানায় বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : পরিবারের অমতে পছন্দের পাত্রকে লুকিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছেন সাবালিকা মেয়ে। মেয়েকে ফিরে পেতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল তাঁর পরিবার। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে খড়িবাড়ি থানায়। জানা গিয়েছে, ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকার ওই তরুণী পরিবারের অমতে নকশালবাড়ি এলাকার এক তরুণের সঙ্গে ২০২৫-এর ২২ ফেব্রুয়ারি লুকিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেন। বাড়ির সদস্যরা তা জানতেন না। সম্প্রতি ২৬ বছর বয়সি ওই তরুণীর জন্য পাত্র দেখা চলছিল। গত ১১ নভেম্বর মেয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলে খড়িবাড়ি থানায় নিখোঁজ সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ মেয়েকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি আদালতে তোলার পর বিয়ের বিষয়টি জানা যায়। তরুণী স্বামীর সঙ্গেই ছিলেন। ফের পরিবারের পক্ষ থেকে ১৭ নভেম্বর খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ করে বলা হয়, পরিবারের মেয়েকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের মেয়েকে ছেলের পরিবার বিক্রি করে দিয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। বুধবার খড়িবাড়ি পুলিশ ফের তরুণীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এলে পরিবার মেয়েকে ফিরে পেতে থানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। ঘণ্টা দুয়েক বিক্ষোভের পর পরিবারের সামনে পুলিশ তরুণীর জবানবন্দি নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়।

ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ফ্লোর যেন পার্কিং

খেলার জায়গায় ময়লার ভ্যান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : স্টেডিয়াম নাকি কোনও পার্কিং এরিয়া, হঠাৎ করে দেখলে বোঝার উপায় নেই। যেখানে জায়গা নির্দিষ্ট কেবল খেলার জন্য, সেখানে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে কেবল গাড়ি, বাইক-স্কুটার। একসময় শিলিগুড়ি শহরের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলে গিয়েছেন সানিয়া মির্জা থেকে রুশমি চক্রবর্তীর মতো বিখ্যাত টেনিস তারকারা। মহেশ ভূপতি ও সানিয়া মির্জার প্রদর্শনী ম্যাচ ঘিরে গোটা স্টেডিয়ামে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। যেই স্টেডিয়ামের খেলার জায়গাজুড়ে হাজারো উজ্জ্বল স্মৃতি রয়েছে, বর্তমানে সেখানে সকাল থেকে পার্ক করে রাখা হয় বাইক, স্কুটার। অভিযোগ, স্টেডিয়ামে থাকা তিন নম্বর বরো অফিস খুলতেই কর্মীদের একটা বড় অংশই খেলার জায়গায় বাইক, স্কুটার রেখে দেন। এমনকি পুরনিগমের জঞ্জাল নিয়ে যাওয়ার ভ্যান সেখানে রাখা হয় স্থায়ীভাবে।

কর্মীদের দু'চাকা ছাড়াও খোদ পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের ভ্যানও খেলার জায়গায় থাকে কেন? প্রশ্ন উঠতেই পুরনিগমের ভূমিকাও আতশকাঁচের তলায় আসছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রীড়াজগতের সঙ্গে যুক্ত শহরের বিশিষ্টরা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কোনও নজরদারি না থাকাতেই এই পরিণতির সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে অবশ্য পুরনিগমের কেউ মুখ খোলেননি। তবে সরব হয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'খেলার জায়গা গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা নয়। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নজরদারি করার পাশাপাশি সেটির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সঠিক পরিচালন ব্যবস্থার জন্য পুরনিগমকে সঙ্গে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমি ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করব।'



ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ফ্লোরে পুরনিগমের জঞ্জালের ভ্যান।

এদিকে, স্টেডিয়ামে সপ্তাহে চারদিন শিশুরা টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ নিতে আসে। মাসখানেক আগে কিকবক্সিং ও মাস তিনেক আগে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে সরব হয়েছেন বিশিষ্ট টেবিল টেনিস খেলোয়াড় অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মান্তু ঘোষ। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে ক্যাম্প শেষ করে দেখলাম, স্টেডিয়ামের ভিতরে টোটো, সাইকেল ঢোকানো হচ্ছে। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি লজ্জিত।' টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি সপ্তাহে ভাইকে নিয়ে আসেন মিলন বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'এমন পরিস্থিতি কাম্য নয়। খেলায় যাতে সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকে, সেটা দেখার দায়িত্ব সবার।'

বুধবার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ঢুকতেই দেখা গেল, খেলার ফ্লোরে একের পর এক বাইক, স্কুটার পার্ক করে রাখা। একপাশে দাঁড়িয়ে পুরনিগমের একাধিক জঞ্জাল তোলার ভ্যান। তার মধ্যেই এক কর্মী নির্দ্বিধায় বাইক নিয়ে বের হতে তৎপর। এভাবে খেলার জায়গায় বাইক কেন রাখা? প্রশ্ন করতেই ওই ব্যক্তির উত্তর, 'এখানেই আমাদের অফিস রয়েছে। বাইক রাখার কোনও জায়গা নেই। তাই খেলার জায়গায় রাখা।' কিন্তু আদতে বিনা অনুমতিতে কীভাবে বাইক, স্কুটার রাখা হচ্ছে, তার উত্তর দিতে পারছে না বরো অফিসের কেউই। এ প্রসঙ্গে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সম্পাদক কুন্তল রায়ের কথায়, 'আমরা ওই ফ্লোরে খালি পায়ে ঢুকি। সেখানে এভাবে পার্কিংয়ের কথা শুনে অবাক লাগছে।' একই বক্তব্য ক্রীড়া সংগঠক অনুপ বসুরও। ক্ষোভের সুরে বললেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের খেলার মাঠে বাইক, স্কুটার রাখলে যেমনটা হয়, ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ফ্লোরে রাখাটাও একই ব্যাপার। এ ধরনের মানসিকতাকে আমি ধিক্কার জানাচ্ছি।'

নতুন রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

নকশালবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : মাত্র তিনদিনেই উঠছে রাস্তার পিচ। ফলে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ স্টেশনপাড়ার ভীম বস্তি এলাকায় নির্মিত নতুন রাস্তাটির কাজ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। কাজের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হন এলাকাবাসী। বুধবার তাঁরা এ নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বাসিন্দাদের অভিযোগ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে তৈরি এই নতুন রাস্তার পিচ মাত্র তিনদিনের মধ্যেই উঠতে শুরু করেছে। এ ছাড়া নির্মাণের জায়গায় কাজের কোনও বোর্ড লাগানো হয়নি।

এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, যতটা প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণে পিচ দেওয়া হয়নি। ভালোমতো রোলার চালানোও হয়নি। ফলে পিচের আস্তরণ পাতলা হয়ে পাথর বেরিয়ে পড়ছে এবং ঘাস উঠে আসছে।

এলাকার বাসিন্দা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য রেণুকা হামাল বলেন, 'পাড়ার সকলেই যখন পুজো নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় রাতের অন্ধকারে ঠিকাদারি সংস্থা কাজ করে চলে গিয়েছেন।' পুরো বিষয়টি নিয়ে এলাকার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সদস্য অরুণ ঘোষকে ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এদিকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসার অজয় ওরাওঁ বলেন, 'শীঘ্রই সংস্থাকে শোকজ করে কাজটি পুনরায় করাব।' যদিও নিম্নমানের কাজের অভিযোগ মানতে চাননি ঠিকাদারি সংস্থার সঞ্জীব কুমার।

ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : টোটো সহ চোলাই বাজেয়াপ্ত করল মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার মাটিগাড়ার হিমুল এলাকায় একটি টোটো আটক করে তল্লাশি চালান পুলিশকর্মীরা। তল্লাশিতে টোটো থেকে চোলাই বাজেয়াপ্ত হয়। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মানিক পাল ও দুলাল দত্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া চোলাই কাওয়াখালির কলমজোত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

বদলি ৮১

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : উৎসব শেষ হতেই রাজ্যে একসঙ্গে ৮১ জন ইনস্পেকটরের বদলির নির্দেশ জারি করল রাজ্য পুলিশ। এর মধ্যে ৫০ জন বিভিন্ন থানায় আইসি পদে ছিলেন, বাকিরা ট্রাফিক ইনস্পেকটর।

শিলিগুড়ি থানার আইসি পদে থাকা প্রবীর দত্তকে ইসলামপুর জেলা পুলিশের মিসিং পার্সন ব্যুরো পদে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য পুলিশের আইবি ইনস্পেকটর পদে থাকা জয়দীপ ঘোষকে শিলিগুড়ি থানার আইসি করা হয়েছে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ইনস্পেকটর পদে থাকা বিশ্বাশ্রয় সরকারকে দার্জিলিং সদরের আইসি করা হয়েছে। এই পদে থাকা সৌতিক মজুমদারকে কালনার ইনস্পেকটর পদে বদলি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক ইনস্পেকটর পদে থাকা মিংমা শেরপাকে আলিপুরদুয়ারের ট্রাফিক ইনস্পেকটর করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় শিলিগুড়িতে আসছেন আলিপুরদুয়ারের ট্রাফিক ইনস্পেকটর বিনোদ প্রসাদ।

সফর পিছোল

নকশালবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : রাজ্যপাল আরএন রবি-র নকশালবাড়ি সফরের নিধারিত সময়সূচি বদল হল। আগামী ২২ নভেম্বর তাঁর নকশালবাড়ির সারদা বিদ্যামন্দিরে আসার কথা ছিল। তবে বিশেষ কারণে সেই সফর পিছিয়ে আগামী ২৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার করা হয়েছে। এদিন নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে। রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে স্কুল প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন এলাকায় প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : পার্সোনাল লোন পাইয়ে দেওয়ার নামে এক মহিলার সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার রাতে এক ফিন্যান্স সংস্থার কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মানিক পালকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অভিযোগ, লোন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ওই কর্মী মহিলার প্রয়োজনীয় নথি ও মোবাইলে আসা ওটিপি হাতিয়ে নেন। তাঁর অজান্তে ৮২ হাজার ৯০০ টাকার একটি আইফোন কেনার জন্য ঋণ করানো হয়। অথচ ঋণের টাকা না দিয়ে মহিলাকে মাত্র ৩৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

বন্যপ্রাণ রক্ষার পাঠ দিচ্ছে বেঙ্গল সাফারি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পড়ুয়াদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করছে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে বেশকিছু স্কুলে বন্যপ্রাণ সম্পর্কিত কুইজ ও কর্মশালা করা হয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে পড়ুয়ারা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। যে পড়ুয়াদের বন্যপ্রাণ সম্পর্কে আগ্রহ বেশি, তাদের সাফারি ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে চালু রয়েছে পড়ুয়াদের নিয়ে 'জু রেঞ্জার প্রোগ্রাম'। সেখানে স্কুল পড়ুয়াদের পরিবেশ রক্ষার জন্য বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেন, তা বোঝানো হচ্ছে।

প্রকৃতি যদি সুস্থ না থাকে, তবে মানুষের পক্ষে একদিন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই মুশকিল। তাই পরিবেশ রক্ষায় পড়ুয়াদের আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। বেঙ্গল সাফারির উদ্যোগে স্কুলে স্কুলে এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে নবীন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে। এই কর্মসূচির ফলও মিলছে। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণির ছাত্র মণীশ মণ্ডল জানাল, সে বেঙ্গল সাফারিতে গিয়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সম্পর্কিত অনেক কিছু জেনেছে। একতিয়াশাল তিলেশ্বরী হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী জয়া রায় স্বীকার করেছে বেঙ্গল সাফারির এই উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



বেঙ্গল সাফারিতে উপস্থিত স্কুল পড়ুয়ারা।

স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বেঙ্গল সাফারির এই কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্কুলের প্রধানরাও। একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত বলেন, 'স্কুলের বেশিরভাগ পড়ুয়া বন্যপ্রাণ নিয়ে আগ্রহী। বেঙ্গল সাফারির তরফে স্কুলের আগ্রহী পড়ুয়াদের ন



সুখী পরিবার।। দার্জিলিং ম্যালের মহাকাল মন্দিরে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ি পাড়াপাড়ার স্বর্ণপ্রসূন মজুমদার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পরবাসে যাবেন পদ্ম নেতারা

জনসংযোগ বাড়াতে ২৫ দিনের কর্মসূচি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : জনসংযোগে বড় পদক্ষেপ করল বিজেপি। দলের সাংসদ, বিধায়ক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় ও প্রবীণ নেতাদের টানা ২৫ দিনের 'পরবাস' কর্মসূচিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। 'সেবাদূত' নামের এই বিশেষ কর্মসূচিতে নিজের জেলা ছেড়ে ভিনজেলার বিধানসভা এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতে হবে নেতাদের। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে এই অভিযান চলবে ২৫ ডিসেম্বর, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন পর্যন্ত।

দলীয় সূত্রে খবর, এই কর্মসূচির জন্য কড়া নিয়মাবলি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ১০-২০টি গাড়ির কনভয় বা বিলাসবহুল জীবনযাপন ছেড়ে একেবারে সাধারণ কর্মী বা বুথ মণ্ডল সভাপতির বাড়িতে, প্রয়োজনে ধর্মশালায় রাত্রিবাস করতে হবে নেতাদের। বিশেষ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া টানা ২৫ দিন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকা ছেড়ে বেরোনো যাবে না। সেই জন্যই দলের অনেকে একে 'পরবাস' বলে অভিহিত করেছেন।

রাজ্যজুড়ে এই কর্মসূচির সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী। তিনি বলেন, '৩৬৫ দিনই বিজেপি মানুষের পাশে থাকে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের নেতারা নিজের জেলা ছেড়ে অন্য জেলার বিধানসভায় গিয়ে টানা ২৫ দিন থাকবেন এবং মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা সাধারণ মানুষ ঠিকমতো পাচ্ছেন কি না, তা খতিয়ে দেখবেন।' বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি জেলা থেকে মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি ও প্রবীণ কার্যকর্তা বাছাই করা হবে। রাজ্য সভাপতি, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।



- 'সেবাদূত' কর্মসূচিতে ভিনজেলার বিধানসভা এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতে হবে নেতাদের
- ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি শেষ হবে ২৫ ডিসেম্বর অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে
- কর্মসূচি চলাকালীন নেতারা মানুষের অভিযোগ শুনবেন ও সরকারি প্রকল্প খতিয়ে দেখবেন
- এজন্য প্রতিটি জেলা থেকে মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি ও প্রবীণ বিজেপি কার্যকর্তা বাছাই করা হবে

সংশ্লিষ্ট বিধানসভার স্কুল, কলেজ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, হাসপাতাল, পাঠাগার, ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনগুলির পরিকাঠামোগত সমস্যা খতিয়ে দেখা হবে। বন্ধ হয়ে যাওয়া গ্রন্থাগার বা অবহেলিত হেরিটেজ ভবন ও জলাশয় সংরক্ষণের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া হবে। আদিবাসী, রাজবংশী সহ বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে বসে তাঁদের সমস্যার কথা শুনবেন নেতারা। এলাকার প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছেন কি না, তা জেনে পদক্ষেপ করা হবে।

মণ্ডল স্তরের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ ও হাসপাতাল পরিষ্কার করার পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ এবং সাংগঠনিক বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫ ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে এই ২৫ দিনের অভিযানের সমাপ্তি ঘটবে। সেদিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মসূচির সাফল্য ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা বা ছোট সভার মাধ্যমে এই কর্মসূচির ইতি টানবেন নেতারা। তাতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ হাতের নাগালে পাবেন নেতা-মন্ত্রীদের, অন্যদিকে এলাকার উন্নয়ন বাস্তবে কতটা হয়েছে, তাও স্পষ্ট বোঝা যাবে। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলও পরখ করার সুযোগ থাকবে।



তিনধারিয়ার পথে ছুটছে টয়ট্রেন। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

আদিবাসী শিশুকে খুন, আটক কিশোর

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : ছ'বছরের এক আদিবাসী শিশুকে খুনের অভিযোগ উঠল ১৩ বছরের এক কিশোরের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার শিশুটির মা ধানখেতে কাজে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে, তার মামা রায়ডাকে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বাড়ি থেকে ফোনে শিশুটির নিখোঁজ হওয়ার খবর পান তিনি। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শিশুটির খোঁজ শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সন্দেহ হয়, শিশুটির সঙ্গে নিয়মিত খেলাধুলা করত এমন এক কিশোরের ভূমিকা থাকতে পারে।

এরপর ওই কিশোরের খোঁজ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় তাকে দেখতে পায় পরিবারের সদস্য ও পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে সে শিশুটিকে জঙ্গলের পাশের নদীর পাড়ে ফেলে আসার কথা স্বীকার করে বলে অভিযোগ।

শিশুটির মামার দাবি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ভাগ্নের গলায় আঘাত করে তাকে নদীর পাড়ে ফেলে রেখে যায় অভিযুক্ত। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ সেখান থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ১২টা নাগাদ চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কী কারণে এই ঘটনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

ঘুম উইন্টার ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : শীতের আমেজে বিভিন্নরকমের উদযাপনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত হবে ঘুম উইন্টার ফেস্টিভাল। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর আয়োজিত এই উৎসব শুরু হবে আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে। এই উপলক্ষ্যে ডিএইচআর-এর তরফে 'স্বচ্ছতা ও গ্রিন মিশন' বিভাগে সংবর্ধিত করা হবে সুইডেনের বাসিন্দা এরিক আহলস্ট্রম-কে। তিনি 'প্লগিং' (প্লগিং হল জগিংয়ের পাশাপাশি রাস্তার আবর্জনা কুড়িয়ে পরিষ্কার করার একটি বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব ফিটনেস আন্দোলন) আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত।

'বিশেষ পরিচিতি' বিভাগে বর্ধমান রাজপরিবারের বর্তমান বধূ নন্দিনী মহাতাবকে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ঐতিহ্য রক্ষায় অবদানের জন্য সংবর্ধিত করা হবে। ঘুম উইন্টার ফেস্টিভাল উপলক্ষ্যে ডিএইচআর-এর বিভিন্ন স্টেশনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে পর্যটন মরশুমে পাহাড়ে প্রাইভেট গাড়ির চাপ বাড়তে থাকায় প্রায়শই যানজট তৈরি হচ্ছে। টয়ট্রেনের লাইনের পাশে গাড়ি পার্কিং করার ফলেও সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ডিএইচআর-এর তরফে জানানো হয়েছে, টয়ট্রেনের লাইনে যাতে কেউ পার্কিং না করেন, সেজন্য পর্যটক ও চালকদের সচেতন করা হচ্ছে।

সেমিনার

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : মঙ্গলবার কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে বুকস্টলে আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে ২২ নভেম্বর বাঘা যতীন পার্কে ওপেন সেমিনারের আয়োজন করবে সংগঠনের শিলিগুড়ি লোকাল কমিটি। এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে বলেন, 'বইয়ের উপর আঘাতের প্রতিবাদ শুধু মিটিং, মিছিলে আটকে রাখব না। শহরের শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ- সকলের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে, কীভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা যায়।'

শিলিগুড়িতে জমির খোঁজ শুরু

সব জেলায় গোশালা বানাবে রাজ্য

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় প্রকল্প ভিবি-জি রাম জি (বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন-গ্রামীণ) বা ১২৫ দিনের প্রকল্পের টাকায় তৈরি হতে চলেছে সরকারি গোশালা। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আপাতত একটি করে গোশালা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর। সেই নির্দেশিকা মেনে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে গোশালা তৈরির জন্য জমি চেয়ে জেলা প্রশাসনকে চিঠি পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের শিলিগুড়ির আধিকারিক তুফান মাইতি বলেছেন, 'জমির জন্য বলা হয়েছে। ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্পে গোশালা তৈরি হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দিয়ে তা পরিচালনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাতে যেমন বেওয়ারিশ গোরু থাকার জায়গা পাবে, তেমনই দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাবে সেগুলি।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, কমবেশি ১-২ একর এলাকাকে ঘিরে দেওয়া হবে। গোরুর পাল সেখানে জল এবং খাবার খেতে পারবে সেই ব্যবস্থা রাখা থাকবে। ১২৫ দিনের প্রকল্পের শ্রমিকদের মজুরি দিয়েই সেই কাজ করানো হবে। বাড়তি আরও টাকার প্রয়োজন হলে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে খরচ করবে। গোশালাগুলি নির্মাণের পর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হাতে। গোশালায় আশ্রয় নেওয়া গোরুগুলির নিয়মিত চিকিৎসা ও খাবারের ব্যবস্থা করবে ওই গোষ্ঠীগুলিই। শুধু খরচই নয়, এই প্রকল্পকে স্বনির্ভর করে তুলতে আয়ের রূপরেখাও তৈরি করা হয়েছে। গোশালা থেকে প্রাপ্ত দুধ এবং গোবর থেকে জৈব সার তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করা হবে। এর ফলে একদিকে যেমন গোশালার পরিচালন ব্যয় উঠে আসবে, তেমনই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয়ের পথও প্রশস্ত হবে।

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সরকারি তহবিল ব্যবহার করে এমন উদ্যোগ এই প্রথম। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। সরকারি প্রকল্পের টাকায় গোশালা নির্মাণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। দার্জিলিং জেলা সিপিএমের সম্পাদক সমন পাঠকের বক্তব্য, 'গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পকে ব্যবহার করে আসলে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ধোঁয়া তোলার চেষ্টা করছে শাসকদল।'



- রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে গোশালা তৈরির নির্দেশ
- শিলিগুড়িতে গোশালা তৈরির জন্য জমি চেয়ে জেলা প্রশাসনকে চিঠি পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর
- গোশালা থেকে প্রাপ্ত দুধ এবং গোবর থেকে জৈব সার তৈরি করা হবে

যদিও গেরুয়া শিবির এবং প্রশাসনের তরফে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'কোনও রাজনীতি নেই। বরং সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রাণীকল্যাণ এবং গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।'

জুয়ার আসরে গ্রেপ্তার ৫

চোপড়া, ১৮ নভেম্বর : চোপড়া থানার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দাড়িয়াগছ এলাকায় জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার রাতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জুয়ার বোর্ড থেকে নগদ ১২ হাজার ১৭০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এলাকায় জুয়ার আসর বসার খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। ঘটনায় ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক ধৃতদের প্রত্যেককে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

৪২টি মোষ উদ্ধার

চোপড়া, ১৮ নভেম্বর : পণ্যবাহী লরির ভিতরে ধানের তুষের বস্তার আড়ালে চলছিল মোষ পাচারের কারবার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পাচারের আগেই ৪২টি মোষ উদ্ধার করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। বুধবার সোনাপুরের অয়েল ইন্ডিয়া মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে নাকা চেকিংয়ের সময় লরিটিকে আটক করে পুলিশ। এই ঘটনায় লরির চালক ও খালাসিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত দুজনের বাড়ি অসমে।

জখম মহিলা

বাগডোগরা, ১৮ নভেম্বর : চিতাবাঘের আক্রমণে জখম হয়েছেন এক মহিলা। মঙ্গলবার থানঝোরা চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ডলি মণ্ডল নামে এক মহিলাকে আক্রমণ করে চিতাবাঘটি। ঘোষপুকুর রেঞ্জের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। মহিলার ডান পায়ে থাবা বসায় চিতাবাঘটি। হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাঁকে বাড়িতে পাঠানো হয়।

অভিযুক্ত বিজেপি নেত্রীর পাশে বিধায়ক

জমি খালি করতে মিলছে 'হুমকি'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : জমি বিবাদকে ঘিরে কালীপুজোর দু'দিন আগে এক ব্যক্তির ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ফুলবাড়ির বিজেপি নেতা-নেত্রীদের নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। গত ৬ নভেম্বর ফুলবাড়ি ১ ও ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক মামণি দাস সহ ১৬ জনের নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই ঘটনার পর ১২ দিন পার হয়ে গেলেও একজন ছাড়া পুলিশ সেভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এমন পরিস্থিতিতে পরিবার নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলার বাসিন্দা আনওয়ার ইসলাম। জমি খালি করার জন্য হুঁশিয়ারি দিয়ে ফোন আসছে বলে আনওয়ারের অভিযোগ। যদিও ওই পরিবারের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জমি দখল করে রাখা নিয়ে পালটা থানায় মামলা হয়েছে।

এদিকে, পুলিশের তরফে ওই ব্যক্তির বাড়ির সামনে দুজন নিরাপত্তারক্ষীকে ২৪ ঘণ্টা পাহারা দেওয়ার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দোষীরা কবে শাস্তি পাবেন, সেই প্রশ্ন তুলছেন আনওয়ার ইসলাম।

অবশ্য বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনায় দলের কেউ যুক্ত নন বলে দাবি করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। শিখা বলেছেন, 'মামণি দাস বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় যুক্ত নন বলে আমি জানি। উনি মহিলা হয়ে কেন ঘরবাড়ি ভাঙতে যাবেন? পুলিশ প্রশাসন সবটা দেখছে। কোনও ধরনের অনৈতিক কাজ আমাদের সরকার বরদাস্ত করে না। যাঁরা বাড়ি ভাঙচুর করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

গত ৬ অগাস্ট অনেকজন আনওয়ারের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল। গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সেই বিষয়টি নিয়ে আনওয়ার থানায় মামণি সহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।



আনওয়ারের বাড়ির সামনে পুলিশি পাহারা। বুধবার।

কিন্তু বিজেপি নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে থানা অভিযোগ নেওয়ায় দলের নেতা-কর্মীরা ৭ নভেম্বর রাতে এনজেপি থানার সামনে যান। সেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে থানায় আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। পরে বিজেপি নেতা-কর্মীরা থানার সামনে থেকে চলে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। আনওয়ারের কথায়, 'আমরা পৈতৃক জমিতে থাকি। সেখানে ক্ষমতায় আসার পর আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু জমির বিষয়ে আমি কিছু না বোঝায়, অভিযোগকারীদের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কেননা জমি বিবাদ সবটা আদালতের দেখার কথা। কারা ঘর ভেঙেছে জানি না।' তাঁর সংযোজন, 'জমি দখল নিয়ে আনওয়ারের পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়া সত্ত্বেও কেন পুলিশ পদক্ষেপ করছে না জানি না।' পুলিশের এক কর্তা জানান, দুটি অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চলছে।



কাজে আসে না এক্স-রে মেশিন। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে।

বিকল এক্স-রে মেশিন, ভোগান্তি হাসপাতালে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বিকল খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের একমাত্র ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন। জরুরি এই পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে পরিষেবা না পেয়ে বাধ্য হয়ে বেসরকারি প্যাথলজি ল্যাব থেকে গাঁটের কড়ি খরচ করে এক্স-রে করাতে হচ্ছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে দ্রুত মেশিনটি সারাইয়ের দাবি জানিয়েছেন রোগীরা। সরব হয়েছে বামেদের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই।

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের উপর সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী ব্লক সহ বিহারের বহু রোগী চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন গড়ে ১০-১৫ জন রোগীর এক্স-রে করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ ৩৫ দিন ধরে মেশিনটি অচল হয়ে থাকায় সেই পরিষেবা সম্পূর্ণ স্তব্ধ। বুধবার হাসপাতালের তিন নম্বর ঘরে গিয়ে দেখা গেল, এক্স-রে রুমের দরজা বন্ধ। বাইরে পোস্টারে লেখা রয়েছে 'এক্স-রে আউট অফ অর্ডার'। এক্স-রে টেকনিসিয়ান প্রতাপ সরকার জানালেন, একাধিকবার টেকনিসিয়ান মেশিনটি মেরামত করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং ফের বিকল হয়ে গিয়েছে।

এদিকে, সরকারি পরিষেবা না মেলায় রোগীদের পকেটে টান পড়েছে। খড়িবাড়িতে বেসরকারি কোনও ল্যাবে এক্স-রে করাতে অন্তত ৪০০ টাকা খরচ হচ্ছে বলে তাঁরা জানাচ্ছেন। ভালুকগাড়ার বাসিন্দা বিক্রম বিশ্বাস ক্ষোভের সুরে বলেন, 'চিকিৎসক এক্স-রে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে এসে শুনি মেশিন খারাপ। অগত্যা বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে টাকা দিয়ে এক্স-রে করাতে হল।'

শুধু সাধারণ মানুষ নয়, এক্স-রে মেশিন খারাপ থাকার মাশুল গুনতে হচ্ছে জনপ্রতিনিধিদেরও। খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ জানান, সম্প্রতি তাঁর ডান হাতে চোট লেগেছিল। চিকিৎসকের পরামর্শে এক্স-রে করাতে গিয়ে দেখেন হাসপাতালের মেশিন বিকল। জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁকেও বাইরে থেকে ৪০০ টাকা দিয়ে এক্স-রে করাতে হয়েছে।

সম্প্রতি ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সহ সভাপতি আবু মান্নানের পায়ে চোট লাগে। তিনি বলেন, 'হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন খারাপ থাকায় ৬০০ টাকা দিয়ে শিলিগুড়ি গিয়ে এক্স-রে করতে হয়েছে।' গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সংগঠনটি। সংগঠনের নেতা বিট্টু জয়সোয়াল বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনটি খারাপ। কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। গ্রামের গরিব ও প্রান্তিক মানুষদের চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। আমরা চাই অবিলম্বে মেশিনটি সংস্কার করে পুনরায় চালু করা হোক।'

যান্ত্রিক গোলযোগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) শফিউল আলম মল্লিক। তিনি বলেন, 'প্রথমদিকে ভোল্টেজের সমস্যার কারণে মেশিনের বোর্ড পুড়ে গিয়েছিল। সেটি সারানোর পর ফের মেশিনের ফিলামেন্ট খারাপ হয়ে যায়। গোটা বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে।' খুব দ্রুত বিশেষজ্ঞ টেকনিসিয়ান এসে মেশিনটি মেরামত করে দেবেন এবং পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

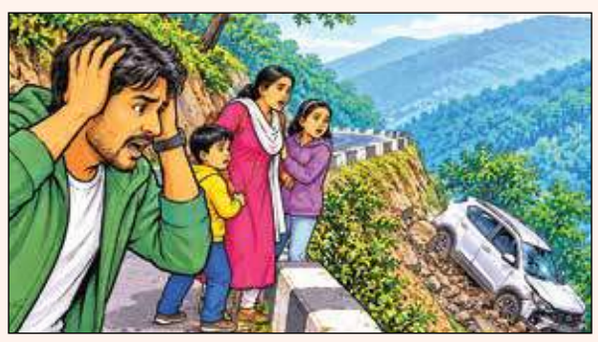
খড়িবাড়ি

শোনেননি স্ত্রীর কথা, গাড়ি নিয়ে সোজা খাদে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : ৪ বছরের অভিনব ও ১০ বছরের অ্যানাকে নিয়ে পাহাড়ে ঘুরতে এসেছিলেন আকাশ ও নেহা। কিন্তু এমন বিপদে পড়তে হবে, কল্পনাও করতে পারেননি কেউ।

স্বামীর প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালানো নিয়ে আপত্তি করেন স্ত্রী। তবে স্ত্রীর কথায় কান দেননি আকাশ। স্বামী গাড়ির গতি না কমানোয় মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থির অস্থির করছিল নেহার। এক সময়ে গাড়ি থামিয়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে নেমে যান স্ত্রী। এরপরই মেজাজ হারিয়ে আরও দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে শুরু করেন চালকের আসনে বসে থাকা আকাশ। ১০০ মিটার এগোতে না এগোতেই রাস্তা থেকে সোজা খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। প্রায় ১৫০ ফুট গভীর খাদে পড়েও অবশ্য বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন আকাশ সিং (৩৮) নামে বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি। মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনায় পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তবে, স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানদের হোমস্টেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারজনকে নিয়ে যদি গাড়িটি খাদে পড়ত, তাহলে বড় বিপদ হতে পারত, বলছেন স্থানীয়রা।



পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিন আগে বিহারের সমস্তিপুর থেকে ওই দম্পতি দুই সন্তানকে নিয়ে নিজস্ব গাড়িতে সিটং বেড়াতে আসেন। মঙ্গলবার বিকেলে আকাশ তাঁর গাড়ি নিয়ে স্ত্রী এবং দুই শিশু সন্তান সহ মংপু বেড়াতে গিয়েছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফেরার সময় স্ত্রী নেহা সিং পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় ভয় পেয়ে আকাশকে গাড়ি ধীরে চালাতে বলেন। কিন্তু আকাশ স্ত্রীর কথায় গুরুত্ব না দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এই নিয়ে গাড়িতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। নেহা আকাশকে বলেন, 'আমি নেমে যাবে। গাড়ি থামাও।'

আকাশ যোগীঘাটের ঢালু জায়গায় পৌঁছানোর ঠিক আগেই গাড়ি দাঁড় করান। নেহা দুই সন্তানকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যান। এক মুহূর্ত দেরি না করে আকাশ প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে রওনা দেন। কিছুটা দূরে যেতেই রাস্তা থেকে প্রায় ১৫০ ফুট নীচে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। কাছেই দুজন পুলিশকর্মী ছিলেন। তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লোকজন ডাকেন। পাশাপাশি রংলি রংলিয়ট থানায় খবর দেওয়া হয়। স্থানীয়রাই গাড়ি থেকে আকাশকে উদ্ধার করে মংপু গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। গাড়ির চালক কলারবোনে সামান্য চোট পেয়েছেন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ওই পরিবারকে মধ্যরাতে সিটংয়ের হোমস্টেটে পৌঁছে দেয়। রংলি থানায় বসে আকাশের স্ত্রী বলছিলেন, 'ভাগ্যিস বাচ্চা দুটোকে নিয়ে নেমে গিয়েছিলাম। তা না হলে কী যে বিপদ হত!'



মুছল নাম

পূর্বতন সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ভবনের একটি দপ্তরের নাম রাখা হয়েছিল স্বাস্থ্যসাথী ভবন। সম্প্রতি সেই নাম মুছে ফেলা হয়েছে। ওই ভবনের নাম দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ভবন-২। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রকল্পের নামানুসারে ভবনের নাম থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়।'



এনকাউন্টার নথি

রতন শেখ গুলি চালানোর পর জবাবি গুলি চালিয়েছে পুলিশ, এনকাউন্টারের নথিতেও এমনটাই উল্লেখ করেছে পুলিশ। বীরভূম জেলা পুলিশ নথিতে দাবি করেছে, রতন বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। ফের উঠে দাঁড়িয়ে গুলি চালান।



বিশৃঙ্খলার তদন্ত

এসআরএফটিআইয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ও ৪ অক্টোবরের ঘটনার তদন্তে গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে বলে বুধবার বিবৃতি দিয়ে জানাল কর্তৃপক্ষ। সেপ্টেম্বরের ঘটনার রিপোর্ট ২৭ নভেম্বরের মধ্যে জমা পড়ার কথা।



নৌসেনা দিবস

নৌসেনা দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার বিশাখাপত্তনম থেকে কলকাতায় আসছে যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সুমেধা। হুগলি নদী দিয়ে আসার সময় জাহাজটিকে নেতাজি সুভাষ ডকের ১১-নম্বর বার্থে নোঙর করা হবে।

বইপাড়ায় ধুন্ধুমার

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : বইপাড়ায় বই নিয়ে দিনভর মুখোমুখি সংঘাতে জড়াল এবিভিপি ও এসএফআই। বুধবার এসএফআইয়ের বুক স্টল বসানো নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় কলেজস্ট্রিট চত্বরে। প্রথমে এসএফআইয়ের বুক স্টলের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ, তারপর বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে গো-ব্যাক স্লোগান এবং সন্ধ্যায় বুকস্টল লক্ষ্য করে পচা ডিম,চেয়ার, ঢিল, চকোলেট বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠল এবিভিপির বিরুদ্ধে। বারবার পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে। শেষমেশ সন্ধে সাতটার আগেই বুক স্টল থেকে বই গুছিয়ে ফেলতে হয় এসএফআই সদস্যদের। ডিম, ঢিল, চকলেট বোমা থেকে বাঁচতে মাথায় চেয়ার ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এসএফআই কর্মী-সমর্থকদের।

বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দকে অপমান এবং আরএসএস প্রধান মোহন ভগবতের ছবি বিকৃত করার অভিযোগ তুলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এবিভিপি। এসএফআই'কে 'ভারত বিরোধী' তকমা দিয়ে তারা যাতে কোনওভাবে বুক স্টল বসাতে না পারে, সেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় তারা। নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবছরও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজস্ট্রিট ক্যাম্পাসের সামনে বুক স্টল বসিয়েছে এসএফআই। মঙ্গলবার পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আর এদিন দিনভর এসএফআই ও এবিভিপির ধুন্ধুমারের সাক্ষী থাকল বইপাড়া।

এদিন বিকেল নাগাদ স্টল উদ্বোধন করতে যান প্রবীণ বাম নেতা বিমান বসু। এসএফআইয়ের বুক স্টলে রাষ্ট্রবাদী বই নেই বলে বার বার অভিযোগ করেছে এবিভিপি। এর জবাবে ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্ত', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আগুনের পরশমণি' সহ একাধিক বই তুলে ধরে দেখাতে থাকেন বিমানবাবু। তিনি বলেন, 'যারা মেধাকে পোড়ায়, পায়ে মাড়ায় তারা আর যাই হোক সভ্য সমাজের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়

বিমানকে গো-ব্যাক

নয়। শুধু বই পড়ে নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়।'

বক্তব্য চলাকালীনই স্লোগান দিতে থাকেন এবিভিপির সদস্যরা। তারপরই বিমানবাবুকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করা হয়। এবিভিপির নেতা অরুণাভ দত্ত বলেন, 'বিমানবাবু মণীষা মুখোপাধ্যায় কোথায় গেলেন? ওর সাদা পাঞ্জাবিতে নন্দীগ্রাম, সিতাইয়ের রক্ত লেগে আছে।' সন্ধ্যায় পুলিশের সামনে ফের বিক্ষোভে জড়ায় দুইপক্ষ। এসএফআইয়ের অভিযোগ, বুক স্টল লক্ষ্য করে এবিভিপির দিক থেকে ঢিল, পচা ডিম, চকোলেট বোমা ছোড়া হয়েছে। পালটা এবিভিপি'র সদস্য স্বাধীন হালদার মোবাইলে ছবি দেখিয়ে অভিযোগ করেন, 'এসএফআই'য়ের দিক থেকে আগে ডিম ছোড়া হয়েছে।'





সকালে বইয়ে সাজানো কলেজস্ট্রিট সন্ধেবেলায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। বুধবার কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

প্রকল্প রূপায়ণে নয় বেসরকারি পরামর্শদাতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : সরকারি প্রকল্পের কাজ শুরু করার আগে বেসরকারি পরামর্শদাতা নিয়োগ বন্ধ করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। কাজে স্বচ্ছতা আনতে এবং গরমিল ঠেকাতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। অর্থ দপ্তরের কঠোর নির্দেশ, বেসরকারি পরামর্শদাতা সংস্থাগুলির ওপর এখন থেকে আর কোনও নির্ভরতা চলবে না। অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা প্রয়োজন হয়। কিন্তু এখন থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরামর্শদাতা সংস্থা বা পেশাদার সংগঠনগুলিকে আর কোনওভাবেই নিয়োগ করা যাবে না। একমাত্র আইআইটি, আইআইএম বা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণামূলক সংস্থাগুলিকে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। নবান্নে অর্থ দপ্তরের সদ্য প্রকাশিত এই জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

ওই নির্দেশিকায় এও বলা আছে, পরামর্শদাতা নিয়োগের আগে যোগ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে একটি প্যানেল তৈরি করতে হবে। যা অনুমোদন করবেন দপ্তরের প্রধান সচিব। প্যানেলভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজের বরাত দেওয়ার আগে দরপত্র আহ্বান করতে হবে। দরপত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হবে। আর এই আর্থিক মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান সচিবকে। ৭৫ লক্ষ টাকার সীমা ছাড়ালে ওই কাজে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া আবশ্যিক বলে জানানো হয়েছে।

শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ-বার্তা শমীকের

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : রাজ্যের শিল্পায়নে এবার বিদেশি বিনিয়োগের বার্তা দিল অস্ট্রেলিয়া। বুধবার ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার ফিলিপ গ্রিন সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে শমীক জানান, রাজ্যের শিক্ষা, পরমাণুশক্তি, সৌরশক্তি, খনি সহ একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে চায় অস্ট্রেলিয়া। সেই ব্যাপারে এদিন তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। ভবিষ্যতে এব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আরও আলোচনা হবে।

পালাবদলের পর রাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তৎপর হয়েছে বিজেপি সরকার। সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ হিসেবে শমীকও এব্যাপারে উদ্যোগী। সিঙ্গুরে টাটাকে ফেরানোর ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এর বাইরে কুমার মঙ্গলম বিড়লার সঙ্গেও রাজ্যে বিনিয়োগের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন শমীক। গোয়েঙ্কা, আম্বানিদের মতো শিল্পপতিদের সঙ্গে রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। হলদিয়া পেট্রোকেমে ৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। একাধিক শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীরা রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে একাধিকবার দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার ও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও বলেছেন, 'রাজ্যের ক্ষমতায় পরিবর্তনের পর বিনিয়োগ ও শিল্প সম্ভাবনা বেড়েছে বলেই অস্ট্রেলিয়ার মতো বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এরাজ্যে বিনিয়োগ করতে চাইছে।'

এদিন হাইকমিশনারের সঙ্গে আলোচনায় উঠে এসেছে রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি।

শমীক বলেন, 'এই রাজ্যে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ফিলিপ। সৌরশক্তি, পরমাণু বিদ্যুৎ, খনি থেকে কয়লা সহ বিভিন্ন খনিজ উত্তোলনেও বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে তারা।' ইতিমধ্যেই দেশে আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ট্রেলিয়া বিনিয়োগ করেছে। পরমাণু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম রপ্তানিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে। কয়লা সহ বিভিন্ন খনিজ উত্তোলনের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলীয় প্রযুক্তির পারদর্শিতা স্বীকৃত। সেদিক থেকে ভবিষ্যতে পুরুলিয়ায় বিরল মৃত্তিকা মৌল উত্তোলন, দেউচাপাচামির মতো কয়লা খনির কাজে অস্ট্রেলিয়ান বিনিয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

> **এই রাজ্যে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ফিলিপ। সৌরশক্তি, পরমাণু বিদ্যুৎ, খনি থেকে কয়লা সহ বিভিন্ন খনিজ উত্তোলনেও বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে তারা।**
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

চার্চে তিন বেলে 'অ্যালার্ম'

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : চার্চ চত্বরে কোনও অচেনা বা সন্দেহভাজন জমায়েত দেখলেই পরপর তিনবার বেল বাজিয়ে অ্যালার্ম দিন! রাজ্যে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত কিছু ঘটনার পর এবার নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে এমনই অভিনব সতর্কবার্তা জারি করল বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবা।

বড়দিন যখন দোরগোড়ায়, তখন উৎসবের আনন্দের বদলে একপ্রকার আতঙ্কের ছায়াই যেন গ্রাস করেছে সংখ্যালঘু এই সম্প্রদায়কে। সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য খ্রিস্টান মিশনারিগুলির বিরুদ্ধে বেআইনি ধর্মান্তরণ ও 'দেশবিরোধী' কাজের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে খ্রিস্টান সমাজ। এই আবহে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবা একটি নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, চার্চে তিনবার বেল বাজার অর্থই হল জরুরি বিপদ সংকেত। এই আওয়াজ শুনলে স্থানীয়দের অবিলম্বে চার্চে এসে পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে সিসিটিভি বসানো এবং পুলিশকে আগাম জানানোর কথাও বলা হয়েছে।

কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : চোরবাগান কাণ্ডে নতুন করে তৎপর হলেন তদন্তকারীরা। বুধবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে ধৃত দুই ঘোষকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হল। এদিন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ঘটনার দিন কে বা কারা মণ্ডপ ভেঙে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন তাই নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। সূত্রের খবর, এই বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট হতে এদিন কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়া হয়। নমুনা সংগ্রহের পর তা ফরেন্সিকেও পাঠানো হয়েছে। চোরবাগানের ঘটনায় এখনও তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যে বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতীর নেতৃত্বাধীন সিট তিনবার বৈঠক সেরেছে। ঘটনার এক মাস কেটে গিয়েছে। সিটের হাতে নবান্নে রিপোর্ট জমা পড়তে আর দেড় মাস বাকি রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

অধ্যক্ষকে ঘেরাও

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধের অভাব, তার প্রতিবাদ করায় আট ইন্টার্নকে শোকজ। এই দুই ইস্যুতে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলকাতা মেডিকেল কলেজ। শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার এবং জরুরি ওষুধের জোগান স্বাভাবিক করার দাবিতে অধ্যক্ষের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়া ও ইন্টার্নরা।

'অভিযোগের প্রমাণ দিন, না হলে ক্ষমা চান'

খ্রিস্টান সংগঠনের চ্যালেঞ্জ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : খ্রিস্টান সংগঠনগুলির তরফে এবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও রাজ্য সরকারকে খোলা চ্যালেঞ্জ জানানো হল। সম্প্রতি ধর্মান্তরণ ও দেশ বিরোধী মনোভাবের অভিযোগ করে রাজ্যের খ্রিস্টান সমাজের একাংশের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তারপরেই সেই অভিযোগের যথার্থতা দাবি করে সরব হয়েছে বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবা, ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ খ্রিস্টান স্কুলসের শীর্ষ কর্তারা।

এদিন এক প্রেস বিবৃতিতে বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবা রাজ্য সম্পাদক হেরোদ মল্লিক বলেছেন, 'মাননীয় শমীক ভট্টাচার্য খ্রিস্টান সমাজের মূল প্রশ্নগুলি সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। অথচ খ্রিস্টান সমাজের পক্ষে আপত্তিজনক এবং মানহানিকর অভিযোগগুলি বারবার প্রকাশ্যে এনে খ্রিস্টান সমাজকে অপমানিত করছেন। শমীক ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে হেরোদ বলেছেন, 'হয় অভিযোগের প্রমাণ দিন, না হলে ভুল স্বীকার করে খ্রিস্টান সমাজের কাছে ক্ষমা চান।'

সম্প্রতি কলকাতার একটি খ্রিস্টান কলেজের অধ্যক্ষর বিরুদ্ধে ধর্মান্তরণের অভিযোগ করেছিলেন শমীক। শুধু তাই নয়, শমীকের দাবি, মিশনারি পরিচালিত এক স্কুলের আধিকারিকের টেবিলে পাকিস্তানি পতাকা ছিল, এই ঘটনাকে দেশদ্রোহিতার দৃষ্টান্ত বলে দাবি করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শমীক। অপর একটি স্কুলে বিজেপির এক মহিলা কর্মীকে গেরুয়া শাড়ি পরা নিয়ে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ নিষেধ করার অভিযোগ করে সংশোধন না হলে ওই স্কুলকে চলতে দেব না বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তিনি। যদিও শমীকের এইসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছিল বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবা ও ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ খ্রিস্টান স্কুলস। বরং তাঁদের পালটা দাবি, পরিবর্তনের পর রাজ্য জুড়ে খ্রিস্টানদের ওপরে যে হামলা চলেছে সে বিষয়ে পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করছে না প্রশাসন। এই প্রসঙ্গেই সরকারের নীরবতার প্রশ্নে দল ও সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সমালোচনা করে প্রেস বিবৃতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের শায়েস্তা করতেই কি সংবিধান গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে?

অভিযোগ গত ৪-৫ মাসে খ্রিস্টানদের প্রার্থনা সভায় অন্তত ৫০টির বেশি বর্বর হামলা চালানো হয়েছে। সে বিষয়ে দায়ের হওয়া এফআইআরগুলির বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা অবিলম্বে জানাতে হবে সরকারকে। প্রমাণ ছাড়া ঢালাও অভিযোগ করে যেভাবে একটি সম্প্রদায়কে কালিমালিপ্ত এবং সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করা হচ্ছে এদিন তারও প্রতিবাদ করেছেন হেরোদ ও ফাদাল মলয় ডি কস্তা।

সাতদিনে জোড়াফুল মমতার : অভিষেক

পালটা কটাক্ষ আখরুজ্জামানের

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : জোড়াফুল প্রতীক ও দলের নাম নিয়ে তৃণমূলের দুই শিবিরের টানাপোড়েনের মধ্যেই বুধবার ঋতব্রত শিবিরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'সাতদিন দাঁড়ান। জোড়াফুল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল, আছে, থাকবে।'

এদিন সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির জগদ্ধাত্রীপুজোয় যোগ দিতে গিয়ে মমতা-তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'কীভাবে পুলিশ থানায় হলফনামা জমা দিয়েছে বড় পর্দায় সবাইকে সাক্ষী রেখে দেখাব। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকিটা বলবেন।'

অভিষেকের চ্যালেঞ্জ অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছেন গণতান্ত্রিক তৃণমূলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান। তাঁর কটাক্ষ, 'সাতদিন পর জোড়াফুল প্রতীক পাবেন ভেবে খুশি থাকুন। তারপর যেদিন দেখবেন প্রতীক পাবেন না, সেদিন নির্বাচন কমিশন, বিরোধী দলনেতা, সুপ্রিম কোর্ট- কাকে আক্রমণ করবেন সেটাও ঠিক করে রাখুন।'

তাঁর দাবি, 'আমরা প্রায় ১৩ লক্ষ হলফনামা জমা দিয়েছি। বেশিরভাগ বিধায়কের সই আমাদের পক্ষে রয়েছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী সব প্রমাণের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন প্রতীক ও তহবিল আমাদেরই দেবে।' মদন মিত্রের খোঁচা, 'ক'দিনের মধ্যে প্রতীকটা পাই। তারপর বাংলাজুড়ে একটাই কথা শুনবেন, ওহ লাভলি।'

তৃণমূলের দুই শিবির ইতিমধ্যেই



সাতদিন দাঁড়ান। জোড়াফুল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল, আছে, থাকবে। কীভাবে পুলিশ থানায় হলফনামা জমা দিয়েছে বড় পর্দায় সবাইকে সাক্ষী রেখে দেখাব। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকিটা বলবেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাচন কমিশনের কাছে ট্রাকভর্তি হলফনামা জমা দিয়ে এসেছে। কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে শেষমেশ কারা তৃণমূল নাম ও জোড়াফুল প্রতীক পাবে, তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত। সম্প্রতি হলফনামা জমা দেওয়ার তথ্য নিয়ে ঋতব্রত শিবিরকে আক্রমণ করেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর অভিযোগ, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের জমা দেওয়া নথির বেশিরভাগই ভুয়ো। জাল নথি তৈরির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে মমতা-তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির আঁতাত রয়েছে বলে এদিনও অভিযোগ করেছে গণতান্ত্রিক শিবির। আখরুজ্জামান বলেন, 'দিল্লির বদান্যতায় এখনও জেলের বাইরে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।' পালটা ঋতব্রতপন্থীদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর তৈরি করা শিবির বলে আক্রমণ করেছেন মমতা শিবিরের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর কটাক্ষ, 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল বিজেপির বি টিম। তাঁদের মদতেই তৃণমূলকে ভাঙার চেষ্টা করছেন।'

তবে দু'পক্ষের দাবিকেই নস্যাৎ করে দিয়েছে পদ্ম শিবির। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, 'যাঁদের কোনও কাজ নেই তাঁরা অভিষেকের সঙ্গে বিজেপির যোগ খুঁজে পাচ্ছেন। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।' প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর দাবি, 'সরকারে আসার আগে বিজেপির যে টোন ছিল তা বদলে যাচ্ছে।'

কল্যাণের আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : সরকারি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি তুললেন গণতান্ত্রিক তৃণমূলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান। তাঁর অভিযোগ, গত ১৫ বছরে আইনজীবী হিসেবে সরকারি মামলা লড়ে বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়েছেন কল্যাণ। এমনকি, তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও সরকারি টাকা লুটের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তদন্ত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা আইনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠিও দিয়েছেন আখরুজ্জামান। পালটা আক্রমণে নেমে আখরুজ্জামানের বিরুদ্ধেই ইডি-কে ৪০ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ তুললেন কল্যাণ।

রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামানের প্রশ্ন, 'কলকাতা হাইকোর্টের সামান্য এক আইনজীবী কীভাবে গত পনেরো বছরে এত ফুলেফেঁপে উঠলেন? ২০১১ সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদান্যতায় আইনজীবী হিসেবে সরকারি টাকা নয়ছয় করেছেন।' তাঁর আরও অভিযোগ, কল্যাণের ছেলে, মেয়ে ও জামাই-সহ গোটা পরিবারই সরকারকে লুটেপুটে খেয়েছে। আখরুজ্জামানের দাবি, গতবার আয়কর রিটার্নে ৫০ কোটি টাকা আয় দেখিয়েছেন কল্যাণ। এত টাকা কোথা থেকে এল। পরে কল্যাণ বলেন, 'হাইকোর্টে গরিব মানুষের জন্য আমার থেকে বেশি মামলা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ লড়েনি। কত মামলা বিনা পয়সায় করেছি কোনও ধারণা নেই। রাজনীতি না করলে ওসব লোকের আমার নাম মুখে নেওয়ার যোগ্যতা নেই।'

প্রসূনের নামে পোস্টার

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : বিড়ম্বনা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার কলকাতা ও হাওড়ায় তাঁকে বিদ্রুপ করে পোস্টার পড়ল। গঙ্গার দুই পাড়ে সমাজবাদী পার্টির নাম করে ওই পোস্টারগুলিতে লেখা, 'সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্কর্মা সাংসদ'। তাঁর পদত্যাগের দাবি করা হয়েছে। এদিন সকাল থেকে কলকাতার প্রেস ক্লাব চত্বর, ময়দান, হাওড়ায় এই ধরনের পোস্টারে ছেয়ে যায়। কোনও পোস্টারে সাংসদকে 'নিখোঁজ' বলে উল্লেখ করা হয়।

কোনও পোস্টারে লেখা, 'প্রসূনবাবু সুযোগসুবিধা নিয়েছেন। তাহলে জনগণকে কেন বঞ্চিত করছেন। অবিলম্বে ইস্তফা দিন।' আবার কোনও পোস্টারে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'সাধারণ মানুষের ভোটে জিতেছেন তো সাধারণ মানুষের কী হবে? তাদের সেবা কে করবে? আপনাকে পদত্যাগ করতে হবে।' যদিও সমাজবাদী পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব এই ধরনের পোস্টার দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে। দলের রাজ্য সভাপতি শ্রীকান্ত ঘোষ বলেন, 'আমরাই পোস্টার দিয়েছি। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্মরণসভায় গিয়ে উনি বলেছিলেন, রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি। তাহলে রাজনীতির নামে সাধারণ মানুষের ভোটে জিতে এসে সুবিধা নিচ্ছেন কেন? পদত্যাগ করুন।' তবে এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি সাংসদ।

নির্ঘণ্ট প্রকাশ

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : প্রাথমিক ও জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক মূল্যায়নের সূচি বেঁধে দিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। বুধবার পর্ষদের সচিব বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ৭ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মূল্যায়ন পর্ব চলবে। সব জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

স্কুলে রান্নার সরঞ্জামে প্রশ্ন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : রাজ্যের ২৭,৭৪২টি স্কুলকে রান্নার সরঞ্জাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও জেলা শাসকদের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা তৈরি করে আবেদন জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের সমস্ত জেলার মিড-ডে মিলের দায়িত্ব পেয়েছে ইসকনের অন্নামৃত ফাউন্ডেশন। সেখানে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের পরিকাঠামো উন্নত করতে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শিক্ষা মহলের একাংশ।

শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্ত, নির্বাচিত স্কুলগুলির জন্য রান্নার সরঞ্জাম ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডিক্রাফটস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে কেনা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় টাকা আসবে কেন্দ্রের পিএম পোষণ প্রকল্প থেকে। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, 'ইসকনের নিজস্ব পরিকাঠামো আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে নতুন জিনিসপত্র কেনার কোনও মানে হয় না। কিছুদিন পর ইসকন দায়িত্ব নিলে ওগুলি স্কুলেই পড়ে থাকবে।'

যদিও পিএম পোষণের এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানান, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর স্কুলগুলিকে রান্নার সরঞ্জাম কিনে দেওয়া হয়। এটাও সেই রুটিন মেনেই করা হচ্ছে। ইসকন দায়িত্ব নিলেও সেক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগবে। তার আগে যেসব স্কুলে রান্নার জিনিসপত্র খারাপ হয়ে গিয়েছে, সেগুলি বদলানো প্রয়োজন। যদিও প্রধান শিক্ষকদের সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'বহুদিন ধরেই স্কুলগুলির এই টাকা পাওয়ার কথা ছিল। এখন দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ৬০ হাজারের বেশি স্কুল আছে। সেখানে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ২৭ হাজার স্কুলে। দেখে মনে হয়নি পড়ুয়াদের সংখ্যা বিচার করে এই টাকা দেওয়া হয়েছে।'

রোগী সেজে পর্দাফাঁস

বর্ধমান, ১৮ নভেম্বর : রক্তের নমুনা দিলেন, অথচ পরীক্ষা হল না! কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাতে এল মনগ

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৮০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

পাকিস্তান বিড়ম্বনা

সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় হিসেবে পাকিস্তানকে উঠতে-বসতে গালমন্দ, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের জন্য বারবার ইসলামাবাদের সমালোচনা ভারতের দস্তুর। চিরশত্রু দুই দেশের শত্রুর দমন চাই-ই চাই ভাষ্য সিনেমা, গল্প, উপন্যাস থেকে খেলার ময়দান ও যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে। ১৯৬৫-র যুদ্ধে ভারতীয় সেনার লাহোর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে ভেঙে দু'টুকরো করে দেওয়া, ১৯৯৯-এ কার্গিলে অভূতপূর্ব বিজয় কিংবা হাল আমলে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক এবং অপারেশন সিঁদুরে ভারতের বিজয়গাথা মিথে পরিণত হয়েছে। এসবের সুবাদে পাকিস্তানকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখার পরিসরও বেড়েছে।

বিজেপির সমালোচক, নিন্দুকদের সরাসরি পাকিস্তানের দালাল, পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলা দল বলে হামেশা কটাক্ষ করা হয়। পাকিস্তানের মতো সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ দেশটিকে ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগ ব্যবহার করে বীরত্বের দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত- সেই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার নয়। অথচ বিজেপির এই রোগ কংগ্রেসের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। বিজেপির তুলনায় কংগ্রেস কম জাতীয়তাবাদী নয়, সুযোগ পেলে তা জাহির করতে নেমে পড়ছে হাত শিবির।

নয়াদিল্লিতে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) বৈঠকে অন্য বিদেশি প্রতিনিধিদের পাশাপাশি পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। ইসলামাবাদ তাতে সায়ও দিয়েছে। পাক জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী মুসাদিক মাসুদ মালিক ওই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আসছেনও। কূটনীতির আন্তর্জাতিক প্রোটোকল মেনে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানানোয় কেন্দ্রের সমালোচনা শুরু করেছে কংগ্রেস।

দলটি প্রচার করছে, পাকিস্তানের মন্ত্রীকে ডেকে বিরিয়ানি খাওয়াবে কেন্দ্রীয় সরকার। কংগ্রেস নেতারা জানতে চাইছেন, পহলগাম হামলার পর এমন কী হল যে, পাকিস্তানের মন্ত্রীকে আদর-আপ্যায়ন করে ডেকে আনা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের অবশ্য বক্তব্য, ভারতের পাকিস্তান নীতিতে কোনও পরিবর্তন হয়নি। আন্তর্জাতিক মঞ্চের নিয়ম মেনে এসসিও-র সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের বক্তব্য, পাকিস্তানের সভ্যতা, সংস্কৃতির শিকড় ভারতের থেকে খুব আলাদা নয়। তাই পাকিস্তান মঞ্চে উপস্থিত থাকলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কংগ্রেস তাতে কান না দিয়ে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিজেপির বেলাগাম প্রচারের মোকাবিলায় ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনার কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং পাকিস্তানকে ভেঙে দু'টুকরো করার স্মৃতি উসকে প্রমাণ করতে মরিয়া যে, দেশাত্মবোধের মাপকাঠিতে তারা পিছিয়ে নেই।

এই রেষারেষিতে আদতে দেশের লাভ হচ্ছে কি না, তার কোনও সদুত্তর মেলেনি। ভারত-পাকিস্তান ন্যারেটিভে অনেকবার ভোট ময়দানে বিজেপি বাজিমাত করেছে। কংগ্রেসও অতীতে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সুফল ভোটে ঘরে তুলেছিল। কিন্তু বিজেপির রাষ্ট্রবাদী ভাবধারা প্রচারে পাকিস্তান বিদ্বেষ অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এই অবস্থায় বিজেপির জুতোয় কংগ্রেসের পা গলানোর চেষ্টা সফল হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

কেন-না, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ধারক-বাহক হিসেবে জনপরিসরে এখনও অধিক গ্রহণযোগ্য বিজেপি। ভোটে জিততে সময়ে সঠিক স্লোগান এবং রণকৌশল নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। মোদি জমানায় কংগ্রেস কাজটি যে একেবারে পারছে না তা নয়। বরং এসআইআর বিতর্ক, ভোটচুরি, জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে অন্য বিরোধী দলকে নিয়ে কংগ্রেসের লড়াই জনমনে কিছুটা দাগ কেটেছে।

চিন এবং পাকিস্তান সামরিক এবং রণকৌশল সংক্রান্ত ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোয় ভারতের বিপদ বাড়ছে বলে রাহুল গান্ধি সংসদে বলেছিলেন। কিন্তু এসসিও বৈঠকে ইসলামাবাদ-বেজিংয়ের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেস তেমন সোচ্চার নয়। কেন্দ্রে যখন যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, পাকিস্তান নীতিতে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। গুলির লড়াইয়ের পাশাপাশি খেলা, কূটনৈতিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান সবই চলেছে সমান্তরালভাবে।

তবে পহলগামে হামলার প্রেক্ষাপটে একদিকে শত্রুতা বজায় রাখা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক কূটনীতির দোহাই দিয়ে আলোচনায় বসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো বিড়ম্বনার বিষয় তো বটেই। কংগ্রেসের বক্তব্যে সে কারণে গুরুত্ব আছে ঠিকই। কিন্তু বিজেপির দেখানো পথে কংগ্রেসের হাঁটাও সমীচীন নয়।

অমৃতধারা

ঈশ্বর সব মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রভাব থাকবে, সেটার প্রয়োজনীয়তা নেই। এইজন্যই আমরা মানুষ নিজের দুঃখে পীড়িত আছি। যদি আপনি কর্ম করেন, তাহলে নিজের কর্মের প্রতি ভক্তির ভাব থাকা অতি আবশ্যক। তখন সেই কর্ম একমাত্র সার্থক হতে পারে। একজন সাংসারিক মানুষ, যিনি কিনা সৎভাবে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত নন, তার জীবনে কোনো আশা রাখাই উচিত নয়। যদি আমাদের ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিকে সৎ এবং ভালো কাজে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে সমাজের ভালো কাজের জন্য ব্যয় করা উচিত। নৌকাকে সর্বদা জলের উপরেই থাকা উচিত কিন্তু জলকে নৌকার উপর থাকা উচিত নয়।

- রামকৃষ্ণ

জলবায়ু সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তব স্থিতি

বিশ্বজুড়ে জলবায়ুসংকট মোকাবিলায় রাষ্ট্রগুলির প্রতিশ্রুতি বাড়ছে, কিন্তু বাস্তবায়নের গতি প্রশ্নের মুখে।



অতনু বিশ্বাস



তুরস্কের আন্তালিয়ায় সিওপি৩১ সম্মেলনস্থলের প্রবেশপথে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও অংশগ্রহণকারীরা।–ফাইল চিত্র

আপাতভাবে জলবায়ু রক্ষার তাগিদে আবারও একত্রিত হয়েছেন দুনিয়া-- বিজ্ঞানী, পরিবেশকর্মী এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা। তুরস্কের আন্তালিয়ায় ৯ নভেম্বর শুরু হয়েছে সিওপি৩১ সম্মেলন। সিওপি হল কনফারেন্সে অফ দ্য পার্টিজ। এখানে দেশগুলি এক-একটা অংশীদার। এছাড়াও রয়েছে কিছু বেসরকারি পার্টি। তবে সম্মেলনের গুরুত্ব কমেছে, কারণ এতে অংশ নিচ্ছে না বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী এবং ধনীতম দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও যাচ্ছেন না তুরস্কে। বিশ্বের সব চাইতে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ হল চিন, তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে যে ট্রাম্প বা জিনপিংয়ের মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী নেতারা যদি উপস্থিত না থাকেন, তবে এই জলবায়ু সম্মেলনের গুরুত্ব আসলে কতটুকু?

জলবায়ু পরিবর্তন নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর বৈশ্বিক সমস্যা। ফলে দুনিয়ার তাপমাত্রা বাড়ছে লাগামছাড়াভাবে। অগ্নিকাণ্ড, টর্নেডো, সাইক্লোন, খরা, বন্যার প্রকোপ বাড়ছে দুনিয়াজুড়ে। সমস্যা অবশ্যই বিচ্ছিন্ন কোনও দেশের নয়। কারণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনও নির্দিষ্ট দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, বেছে বেছে কয়েকটি দেশের তাপমাত্রা বাড়ে না, ঘূর্ণিঝড়ও বিচার করে না যে তা তছনছ করছে কোন দেশকে।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে প্রথম সিওপি সম্মেলন হয় ১৯৯৫ সালে। বার্লিনে। তারপর থেকে প্রায় বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে এই সিওপি সম্মেলন। সবাই মিলে আলোচনা করে জলবায়ু সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা। ১৯৯৭-এর কিয়োটো প্রোটোকল এবং ২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি এরই ফসল। এগুলি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ। প্যারিস চুক্তি বিশ্বের প্রায় সব দেশকে আনতে পেরেছিল কার্যত একই আলোচনার টেবিলে। তবুও, যত দিন যাচ্ছে সিওপি সম্মেলনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান হয়ে উঠছে আরও স্পষ্ট। ৩১তম সিওপি-তে এসে এই ব্যবধান বুঝতে চোখের নীচে আতশকাচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সিওপি সম্মেলনে দেওয়া হয় বিস্তর প্রতিশ্রুতি। তার সময়সীমা একটি বড় সমস্যা তো বটেই। সাধারণত সম্মেলনের পার্টিরা, বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের সরকার, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ২০৫০ সাল বা তার পরবর্তী কোনও সময়ের জন্য। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই জরুরি সিদ্ধান্তের এবং কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজন দ্রুত। যেমন, হয়তো আগামী ৫ বছরের মধ্যে। এই দীর্ঘমেয়াদি সময়সীমার আরেকটি সমস্যা হল, যারা আজ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করছেন, ২০৫০ সালে তাঁরা সম্ভবত আর ক্ষমতায় থাকবেন না বেশির ভাগ দেশেই। এবং তাই তাঁদের কাছে তখন জবাবদিহি চাওয়ারও সুযোগ থাকবে না। আবার ধরা যাক, কোনও দেশ যদি প্যারিস চুক্তিতে ঠিক করে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়, তবে এমন কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা নেই যারা তাদের শাস্তি দিতে পারবে।

সিওপি সম্মেলনের একটা বড় সুবিধা হল যে, প্রায় ২০০টি দেশ এবং আর অন্য কিছু পক্ষ অংশ নেয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়। ফলে ছোট এবং দরিদ্র দেশগুলোও সুযোগ পায় নিজেদের মতামত তুলে ধরার। অন্যথায় এমন সুযোগ পাওয়া তাদের জন্য বেশ কঠিনই হত। তবে এই সুবিধাটাই সিওপি-র মতো সম্মেলনের একটা দুর্বলতার জায়গাও বটে। সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় বলে এটি অনিচ্ছুক সরকারগুলোকে সুযোগ করে দেয় চুক্তির ভাষাকে দুর্বল করার বা প্রক্রিয়াটিকে শ্লথ করে দেওয়ার। আসলে এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া সবচেয়ে অনিচ্ছুক পক্ষগুলোকেই দিয়ে দিতে পারে শর্ত নির্ধারণের ক্ষমতা।

জীবাশ্ম জ্বালানি দুনিয়ার কার্বন নিঃসরণের এক বড় কারণ। হাজার চেষ্টা করেও জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বন্ধ করা হয়ে পড়ছে কঠিন। আসলে এনিয়ে বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই বেশ স্পষ্ট। যেমন, উদাহরণটি নেওয়া যাক দু'বছর আগে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত সিওপি২৯-এর। আজারবাইজান নিজেই একটি বড়সড়ো জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশ। এমন একটি দেশে জলবায়ু বিষয়ক আলোচনার আয়োজন কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকে। জানা গিয়েছে যে, সিওপি২৯-এ জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলোর লবিস্ট উপস্থিত ছিলেন অন্তত ১,৭৭৩ জন-- এইসব কোম্পানির হয়ে তদ্বির করার জন্য। এই সংখ্যাটি তিনটি দেশকে ছেড়ে দিয়ে বাকি দেশগুলির মোট প্রতিনিধির প্রায় সমান। তাই পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক ছিল যে, রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি-মুন পর্যন্ত আয়োজক দেশগুলোর কাছে দাবি জানান সংস্কার এবং সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তিন দশক ধরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসছে, তৈরি হয়েছে কিয়োটো প্রোটোকল ও প্যারিস চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোও। তবু প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়নের ব্যবধান কমছে না। বিশ্বের দুই বৃহত্তম গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুপস্থিতি, জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের লবিস্টদের প্রভাব এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জলবায়ু অর্থায়নের অনিশ্চয়তা সেই প্রশ্ন আরও জোরালো করেছে। সম্মেলন বাতিল নয়, বরং সিদ্ধান্তের বাস্তব প্রয়োগ, দ্রুত অর্থায়ন এবং জবাবদিহির ব্যবস্থা জোরদার করাই এখন জরুরি। আন্তালিয়ার চলতি সিওপি৩১-এ সেই বিতর্ক সামনে এসেছে; এখন নজর থাকবে ঘোষণার বদলে বাস্তব ফলের দিকে।

ঐতিহাসিকভাবেই উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ খুবই কম। অথচ জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো সমস্যাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে এইসব দেশকেই। দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের প্রয়োজন বিপুল অর্থ। কার্বন নিঃসরণের মাত্রা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এই অর্থ জোগানের দায় বর্তায় উন্নত দেশগুলোর ওপরই। একে 'অনুদান' হিসেবে দেখলে চলবে না, এ তাদের 'দায়'। সিওপি২৯-এ ঠিক হয়েছিল যে, ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রতি বছর জোগাবে অন্তত ৩০০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু যাদের ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে বা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে আজ, তাদের জন্য দশ বছর পরে সহায়তার প্রতিশ্রুতি কেবল একটি কাল্পনিক আশ্বাস বা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বছরের পর বছর ধরে, সিওপি সম্মেলন যেন পরিণত হয়েছে এক জমকালো অনুষ্ঠানে। বিভিন্ন দেশের প্যাভিলিয়ন ও আয়োজিত উপস্থাপনা, বক্তৃতা এবং নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী ও সরকারগুলির পক্ষে হয়তো বেশ কার্যকর। কিন্তু জলবায়ু-সংক্রান্ত আলোচনার চাইতে যদি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এইসব পার্শ্ব আয়োজন, তবে এই সম্মেলনটি পরিণত হয় জলবায়ু বিষয়ক এক বাণিজ্যমেলায়। কূটনীতি সেখানে হয়ে পড়বে গৌণ।

তাহলে কি সিওপি সম্মেলনের প্রয়োজন নেই? বন্ধ করে দেওয়া উচিত এই বাৎসরিক উৎসব? না, সেটাও বিবেচনার কাজ হবে না। এটি জোগান দেয় এমন একটি বৈশ্বিক মঞ্চের, যেখানে এমনকি একটি ছোট দেশও তুলে ধরতে পারে নিজেদের অবস্থান। এর গুরুত্ব বড় কম নয়। প্যারিস চুক্তি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে কতটা প্রয়োজন এ ধরনের সম্মিলিত কাঠামোর। প্যারিস চুক্তি হয়েছে বলেই তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি-- এই লক্ষ্যমাত্রা এখনও বেঁচে আছে জনগণের চিন্তায় আর আলোচনায়। দেশগুলো অন্তত বাধ্য হচ্ছে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করতে। সিওপি-র মতো বৈশ্বিক সম্মেলন না থাকলে, জলবায়ু কূটনীতি পরিণত হতে পারে কেবল কয়েকটি শক্তিশালী উন্নত দেশের মধ্যে গোপন দরকষাকষিতে-- উন্নয়নশীল দুনিয়ার সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

তাই সিওপি সম্মেলনে পুরোপুরি বর্জন না করে বরং তার যথাযথ সংস্কারই হবে সঠিক পথ। বিশ্বের প্রয়োজন কার্বন নিঃসরণ কমানো আর প্রতিশ্রুত অর্থ যাতে দেওয়া হয় ঠিকঠাক, তা নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে, উন্নয়নশীল দেশগুলোরও প্রয়োজন একটি মঞ্চ, তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তুলে ধরার মতো। প্রতিশ্রুতি নিয়ে অন্তহীন আলোচনার পরিবর্তে দেখতে হবে যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না ইতিমধ্যেই দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর।

সুতরাং, চলমান সিওপি৩১-কে কেবল প্রতিনিধি সংখ্যা, নথিপত্রের দৈর্ঘ্য বা প্যাভিলিয়নের জাঁকজমক দিয়ে বিচার করা ঠিক হবে না। বরং, এর মূল্যায়ন হওয়া উচিত সম্মেলনের পর কি ফলাফল হচ্ছে তার ভিত্তিতে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বিশ্বজুড়ে, তাঁদের কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এই বিশাল ও জটিল আলোচনা প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি। তাঁরা চান কার্যকর এবং দ্রুত ফলাফল।

আমরা গত তিন দশক ধরে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছি জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন আয়োজনের ক্ষেত্রে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে থাকা মানুষের আচরণ ও হিসাবনিকাশ বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা তেমন কোনও উৎকর্ষ দেখাতে পারিনি। হয়তো মানবজাতির ইতিহাসের এই সবচেয়ে বড় সমস্যার মোকাবিলায় সিওপি-র মতো বার্ষিক আনুষ্ঠানিকতা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হল এটা নিশ্চিত করা যে সিওপি সত্যিই হয়ে উঠছে অর্থবহ।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতায় রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ

১৯১৭



দেশের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৫



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গীতিকার, সুরকার সলিল চৌধুরী।

আলোচিত



রাম কোনও ব্যক্তি নন। রাম একটি আদর্শ, নৈতিকতা এবং জীবনযাপনের পদ্ধতি। তিনি নৈতিকতার প্রতীক। প্রত্যেক ভারতীয়ের মধ্যে এবং তাঁদের সংস্কারের মধ্যে রাম রয়েছেন। হয়তো আমার এই কথায় অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু রামের নির্যাস প্রত্যেক ভারতীয়ের রক্তে মিশে রয়েছে, তিনি যে ধর্মেরই মানুষ হন না কেন। রামকে শুধুমাত্র ব্যক্তি হিসাবে দেখলে তাঁর গুরুত্ব বোঝা সম্ভব নয়। তাঁর তাৎপর্য আরও গভীর। তিনি আসলে জীবনকে দেখার এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত একটি দর্শন।

-জাভেদ আখতার

ভাইরাল/১



ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় 'জোমলো ফেস্ট ২০২৬'-এর কনসার্টে একটি কাগজের টুকরো উড়ন্ত ড্রোনের পাখায় লাগে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক তরুণীর চুলে আটকে যায় ড্রোনটি। আতঙ্কিত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় ড্রোনটি ছাড়িয়ে নেন ওই তরুণী।

ভাইরাল/২



উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচে বুলডোজারে চড়ে কনের বাড়িতে হাজির হলেন বর। তাঁর পাশে বসে রয়েছেন কয়েকজন বরযাত্রী। বরের অভিনব আগমনের ঘটনা চাউর হতেই গ্রামশুদ্ধ লোক ছুটে আসে তাঁকে দেখতে। ভিডিও দেখে নেটাগরিকদের মজার প্রতিক্রিয়া।

জনমন জনমত

প্রযুক্তিতে আসুক শৈশবের গল্প

১৬ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত মাধবী দাসের 'রামায়ণ ও শৈশবের হারানো গল্প' শীর্ষক উত্তর সম্পাদকীয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া এবং স্মার্টফোনের আগ্রাসনে শৈশব থেকে মহাকাব্যের গল্প শোনার চল যে হারিয়ে যাচ্ছে, লেখিকা তা সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন। তবে এই আক্ষেপের পাশাপাশি একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষিত নিয়ে আমাদের ভাবার সময় এসেছে।

আমরা কেবল গল্প বলার হারানো ঐতিহ্য নিয়ে শোক করছি, কিন্তু আধুনিক প্রজন্মের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহাকাব্যকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। মহাকাব্যগুলিকে শুধু নস্টালজিয়া বা ধর্মীয় আখ্যান হিসেবে না দেখে আজকের দিনের সংকটগুলোর নিরিখে প্রাসঙ্গিক করে তোলা প্রয়োজন। যেমন— রামায়ণের বনবাস পর্বকে যদি আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের একটি আদি পাঠ হিসেবে শিশুদের কাছে তুলে ধরি, অথবা রাম-ভরতের ভ্রাতৃত্ববোধকে আধুনিক জীবনের মানসিক স্বাস্থ্য ও সম্পর্কের টানাপোড়েনের আলোকে ব্যাখ্যা করি, তবে বর্তমান প্রজন্ম অনেক বেশি একাত্ম হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির সঙ্গে লড়াই করে নয়, বরং প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেই এই শিকড়ে ফেরার লড়াইটা করতে হবে। যে স্মার্টফোন বা স্ক্রিন-টাইমকে আমরা খলনায়ক বানাচ্ছি, তাকেই মাধ্যম করা যায়। বাংলায় উন্নত মানের পডকাস্ট, ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল কমিক্স বা অডিও-স্টোরির মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই গল্পগুলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র বড় বাজেটের চলচ্চিত্রের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে অভিভাবকদের উচিত প্রযুক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করে শিশুদের নতুন মোড়কে পুরোনো মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া।

কালের নিয়মে ঠাকুরদা-ঠাকুমার কোলে বসে গল্প শোনার সুযোগ হয়তো আগামী দিনে আরও কমবে। কিন্তু গল্পের নির্যাসটুকু বাঁচাতে হলে নস্টালজিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে আমাদেরই আরও বেশি সৃজনশীল ও আধুনিক হতে হবে।

রুমা রায়, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই–মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

‘নয়া খাওয়া’য় কৃতজ্ঞতার লোকায়ত পাঠ

রাজবংশী সমাজের নবান্নে নারীস্মৃতি, পূর্বপুরুষ ও প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার আচার জড়িয়ে রয়েছে।



শ্রাবন্তী রায়



নবান্ন শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার ছবি। নতুন ধানের ঘ্রাণে সূচিত এই উৎসব বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। তবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে নবান্ন পালনের রীতি কিছুটা আলাদা। এই উৎসবের পরিচিত নাম 'নয়াখাই' বা 'নয়া খাওয়া'। নতুন ধানের প্রথম ফলন ঘরে তোলা এবং সেই অন্ন গ্রহণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই পরব। উত্তরবঙ্গের বহু এলাকায় অগ্রহায়ণের প্রথম দিনে তা পালনের রীতি রয়েছে। তবে অঞ্চল ও পরিবারভেদে আচারের ধরনে পার্থক্য দেখা যায়।

নয়া খাওয়ার সঙ্গে ধানের আগ নেওয়ার রীতির সম্পর্ক থাকলেও দুটি আচার এক নয়। ধান পাকার পর শুভদিন দেখে খেত থেকে প্রথম শিষ কেটে ঘরে তোলার অনুষ্ঠানকে রাজবংশী সমাজের একাংশে 'আগ নেওয়া' বা 'নবধান' বলা হয়। এই অনুষ্ঠানে মহিলাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খেতের এক কোণে ধানের গোছা বেঁধে ফুল দিয়ে সাজানো হয়। গৃহস্থবাড়ির মহিলারা ধানকে বরণ করে প্রথম শিষ কাটেন। কোনও কোনও এলাকায় কুলোর উপর ধূপ, প্রদীপ, গাঁদা ফুল, কলা, পানসুপারি ও নৈবেদ্য সাজানো হয়। শাঁখ ও উলুধ্বনি দিয়ে ধানের গুচ্ছ ঘরে আনা হয়। কোথাও গৃহদেবতার আসনে তা রেখে নতুন চালের ভোগ দেওয়া হয়। আবার কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে কিছু এলাকায় 'ধানের ফুল আনা' নামে পৃথক লোকাচারও পালিত হয়। এই রীতিগুলির পর নতুন ধানের ভাত গ্রহণের পথ সুগম হয়। ফলে ধান ঘরে তোলার আনন্দের পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনেরও প্রকাশ ঘটে।

নয়া খাওয়ার দিনে নতুন ফসলের অংশ প্রথমে নিবেদন করা হয় দেবদেবী ও পূর্বপুরুষের উদ্দেশে। নতুন ধানের আতপ চাল, চিঁড়া, দই, কলা ও পায়েসের মতো উপাচার অনেক পরিবারে ব্যবহৃত হয়। কোথাও নতুন শাকসবজি ও ডাল রান্না করে নিবেদন করা হয়। এরপর পরিবারের সদস্যরা নতুন চালের ভাত খান। সঙ্গে থাকে মাষকালাইয়ের ডাল, শাক এবং অঞ্চলভেদে মাছ বা মাংসের পদও। এই আয়োজনের পিছনে নারীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন ফসলের উপাচার তৈরি থেকে শুরু করে নানা নিয়ম পালন, সব ক্ষেত্রেই তাঁদের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি কাজ করে। মা, ঠাকুমা ও পরিবারের প্রবীণ নারীদের কাছ থেকে মুখে মুখে এই জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে।

উৎসবের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল পশুপাখির জন্য অন্ন নিবেদন। কিছু এলাকায় 'মাহাবারিক' নামে পরিচিত পাখির উদ্দেশে আলাদা করে খাবার রাখা হয়। কোথাও ছোট পাত্রে, কোথাও কলার ডোঙায় ভাত, শাকসবজি ও জল সাজিয়ে তা বাড়ির বাইরে বা খোলা জায়গায় রেখে আসার রীতি রয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় শিয়াল, কুকুর ও গোরুর জন্য খাবার রাখার রীতির উল্লেখ রয়েছে। নিবেদিত খাবার পরে মানুষ গ্রহণ করেন না। এই রীতির মধ্যে নতুন ফসলের একটি অংশ প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে। পূর্বপুরুষ, গৃহদেবতা ও মাঠের প্রাণীদের স্মরণ করার পর পরিবারের সবাই মিলে নতুন অন্ন গ্রহণ করেন। আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সেই আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হয়।

কৃষিনির্ভর রাজবংশী জীবনে ধান তাই কেবল ফসল নয়, গৃহলক্ষ্মীর প্রতিরূপ। নতুন অন্নের উৎসব যেমন কৃষকের পরিশ্রমের স্বীকৃতি, তেমনই নারীর স্

কমল খিলা দে, ধ্বনি ইউপি'তে

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : অযোধ্যার পর এবার বিজেপির নজরে মথুরা! উত্তরপ্রদেশে টানা তৃতীয়বার সরকার গড়ে হ্যাটট্রিক করার লক্ষ্যে এবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি থেকেই নয়া স্লোগান বাঁধল গেরুয়া শিবির— 'রাধে রাধে কমল খিলা দে'।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে মথুরায় দলের দু'দিনের 'চিন্তন বৈঠক' শেষে এই স্লোগানটি প্রকাশ্যে আনেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী। রাজ্যের ২ কোটির বেশি সাধারণ সদস্য এবং আড়াই লক্ষ সক্রিয় কর্মীকে চাঙ্গা করতেই এই নতুন রণধ্বনি। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়ন এবং নারী সুরক্ষা— এই তিন স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েই এগোবে প্রচার।

অযোধ্যার পর মথুরাকে বিশ্বমানের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর যোগী সরকার। পাশাপাশি, বারাণসীতে রোপওয়ে ও নতুন স্টেডিয়াম এবং লখনউ-নয়ডায় মেট্রো সম্প্রসারণের কাজও চলছে জোরকদমে। নীচুতলার ক্ষুব্ধ কর্মীদের মান ভাঙিয়ে ফের ময়দানে নামাতে বিশেষ নজর দিচ্ছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

দেশে প্রথম বার্ড ফ্লু টিকা

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : পোলট্রি শিল্পে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ ঠেকাতে দেশে এই প্রথম সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি হল বিশেষ প্রতিষেধক। ভোপালের গবেষণাকেন্দ্র 'আইসিএআর-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাইসিকিউরিটি অ্যানিম্যাল ডিজিজেস'-এর তৈরি এই টিকা এইচ৫এন১ ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা দেবে। আগামী ২০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আনুষ্ঠানিকভাবে এটি দেশের উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

দেশে ফেরত জওয়ান

শিলং, ১৮ নভেম্বর : মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে অসাবধানতাবশত বাংলাদেশে ঢুকে পড়া এক বিএসএফ জওয়ানকে আটক করেছিল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার দুপুরের এই ঘটনার পর দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার পর্যায়ের ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে ওই জওয়ান নিরাপদে ভারতে ফিরে এসেছেন।

বিদেশি নেতার মন্তব্যে শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : হায়দরাবাদে ভারত সামিট ২০২৬-এ ইতালীয় রাজনীতিবিদ জিয়াকোমো ফিলিবেকের সরকার-বিরোধী মন্তব্য ও স্লোগানের ভিডিও সরানোর আর্জি নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা শুক্রবার শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশি প্রতিনিধির হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে এই জরুরি শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে।

আলাস্কাতেও ডেমোক্র্যাটরা

আলাস্কা, ১৮ নভেম্বর : আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান দুর্গ আলাস্কাতেও জয়ী হলেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মেরি পেল্টোলা। ১৮ বছর পর এই আসন ছিনিয়ে নেওয়ায় মার্কিন সেনেটে ডেমোক্র্যাটদের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৬-তে এবং রিপাবলিকানরা থমকে গেল ৪৪টি আসনে।



সহাস্য আলাপচারিতা... ব্রিটেনের যুবরাজ উইলিয়ামের সঙ্গে করিনা কাপুর, সঈফ আলি খানরা। বুধবার মুম্বইয়ে।

অর্থনীতি নিয়ে সন্দিহান রাহুল, ক্ষুব্ধ বিজেপি

নিউ ইয়র্ক ও নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : ভারত আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে বলে মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি খোলামেলা আলাপচারিতায় তিনি বলেন, 'এক দশক আগে ভারতের আর্থিক মডেল ফল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মতো কর্মসূচিগুলি ভারতের ভেঙে পড়া আর্থিক মেরুদণ্ডের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।' রাহুলের সাফ কথা, 'মোদ্দা কথাটি হল, ভারত আর্থিক বিপর্যয়ের দোরগোড়ায়। এটাই বাস্তব। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে। সংবাদমাধ্যম এটা উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভারতে বেকারত্ব সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শিক্ষাব্যবস্থাতেও বিরাট সমস্যা রয়েছে।'

জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভ প্রসঙ্গে রাহুলের সাফ কথা, 'যেদিন থেকে নির্বাচনে রিগিং শুরু হয়েছে সেদিন থেকে রাজনীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ১৪ কোটি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। নির্বাচনি ব্যবস্থায় কারচুপি হয়েছে। আমার কাছে প্রমাণ আছে।' নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কার না করলে আর কোনও কাজ হবে না বলেও জানান রাহুল।

রাহুলের অভিযোগ, 'ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসা। কারণ তারাই কর্মসংস্থান তৈরির ইঞ্জিন ছিল। আর ছিল কৃষি। কিন্তু সেই মেরুদণ্ডটিই ভেঙে গিয়েছে। পরিষেবার মাধ্যমে আপনি কিছুতেই মানুষের হাতে কাজ দিতে পারবেন না। সবাইকে ভবিষ্যৎ দিতে পারবেন না।'

বক্তৃতায় এদিনও আদানি-আম্বানির বিরুদ্ধে সুর চড়ান রাহুল। তাঁর প্রশ্ন, 'ভারতে বেসরকারি বিনিয়োগ নেই কেন? কেন শুধুমাত্র আদানি, আম্বানির ব্যবসাই ফুলেফেঁপে উঠছে? কেন টাটাকে আক্ষরিক অর্থেই আদানি অধিগ্রহণ করে ফেলছেন?' লোকসভার বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি বলেছেন, রাহুল গান্ধি ভারত বিরোধী প্রচারের নেতা। দেশের উন্নতি এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর সহজাত বিদ্বেষ রয়েছে। বিদেশে গেলেই তিনি দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেন।'

> **ভারত আর্থিক বিপর্যয়ের দোরগোড়ায়। এটাই বাস্তব। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে। সংবাদমাধ্যম এটা উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভারতে বেকারত্ব সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।**
>
> রাহুল গান্ধি



নেতা ও শ্রোতা... কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া-অধ্যাপকদের সঙ্গে রাহুল গান্ধি।

বিদায় জানাতে উঠে বন্দে ভারতে আটক

কানপুর, ১৮ নভেম্বর : আত্মীয়দের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে স্বয়ংক্রিয় দরজার গেরোয় আটকে পড়ে চরম নাকাল হতে হল একই পরিবারের এক ডজন মানুষকে। বারাণসী-নয়াদিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে চেপে তাঁদের পাড়ি দিতে হল প্রায় ১৪০ কিমি দূরের ইটাওয়া জংশন পর্যন্ত।



রবিবার কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে ২২৪১৫ নম্বর বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে ওঠেন মহিলা ও শিশু সহ ওই বারোজন। পরিজনদের সিটে বসিয়ে দেওয়ার মাঝেই ট্রেনের স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ হয়ে যায়। নির্দিষ্ট স্টেশনের আগে এই দরজা খোলে না। ফলে কানপুরে আর তাঁদের নামা সম্ভব হয়নি।

ভিতরে আটকে পড়াদের অনুরোধ সত্ত্বেও সুরক্ষাবিধির কারণে চলন্ত ট্রেনের দরজা খোলা যায়নি। টুন্ডলা নিয়ন্ত্রণকক্ষের নির্দেশে সকাল ১০টা ৪৯ মিনিটে ইটাওয়া জংশনে ট্রেনটি থামানো হয়। সেখানে স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট পিএম মীনা, রেল সুরক্ষা বাহিনী ও রেল পুলিশের যৌথ দল তাঁদের নিরাপদে নামায়।

বিনা অনুমতিতে ও টিকিট ছাড়া ট্রেনে ওঠার দায়ে বাণিজ্যিক বিভাগ প্রত্যেকের থেকে তিন হাজার টাকা করে জরিমানা আদায় করে। মোট ৩৬ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে এবং রেলের কড়া সতর্কবার্তা শুনে অবশেষে বাড়ি ফেরার অনুমতি পান তাঁরা।

আবেগাপ্লুত নমো

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : দেশের বিশেষ করে পঞ্জাবের মাদক সমস্যার কথা বলতে গিয়ে আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার ফিলিপিন্স থেকে ফিরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে বসেন তিনি। খবর, দেশের তরুণ প্রজন্মকে মাদকের গ্রাস থেকে রক্ষা করার কথা বলতে গিয়ে আবেগের তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মোদি জানান, দেশ থেকে মাওবাদী সমস্যা দূর করা যেতে পারে তাহলে মাদক সমস্যাও দূর করা সম্ভব।

কটূক্তিতে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : খাস এজলাসে দেশের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে আইনজীবী প্রবীণ সিঙ্ঘলের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২০ জানুয়ারি তাঁকে হাজির থাকতে বলা হয়েছে।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আগে পুতিনের তোপে পশ্চিম

চিনে ট্রাম্পের লাল কার্পেট

বেজিং, ১৮ নভেম্বর : ভ্লাদিমির পুতিনের পর এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প। দক্ষিণ চিনের শেনজেন শহরে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকনমিক কো-অপারেশন (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে এসে লাল কার্পেট অভ্যর্থনা পেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সম্মেলনের ফাঁকে বৃহস্পতিবার এই শহরেই বেনজির ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করবেন জিনপিং, ট্রাম্প ও পুতিন। তার আগে বুধবার ফিলিপিন্সের ম্যানিলা থেকে শেনজেনে পৌঁছোতেই বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ঐতিহ্যবাহী চিনা নৃত্য, সামরিক ফ্লাইওভার ও পুষ্পস্তবকের পাশাপাশি রানওয়েতেই ট্রাম্পকে জড়িয়ে ধরেন জিনপিং। গত সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনে চিনা প্রেসিডেন্টকে ঠিক এভাবেই স্বাগত জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। এদিন যেন সেই উষ্ণতার প্রতিদান দিল বেজিং। বুধবার জিনপিং এবং তাঁর স্ত্রী পেং লিউয়ান এক জমকালো ভোজসভার আয়োজন করেন। তার আগে ট্রাম্প, পুতিন এবং জিনপিং হাসি মুখে একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

এবারের এপেক সম্মেলনের সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছে ট্রাম্প, জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। প্রথমবার তিন শক্তিধর রাষ্ট্রনেতা একমঞ্চে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসতে চলেছেন। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, ইরানের পরিস্থিতি, বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উঠে আসবে। তবে কূটনৈতিক মহলের আশঙ্কা, এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে 'গ্রেট পাওয়ার পলিসি' (বৃহৎ শক্তির নীতি) প্রাধান্য পেতে পারে। অর্থাৎ, ছোট দেশগুলির মতামত উপেক্ষা করেই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিতে পারে সুপার পাওয়ারগুলি। কিভের প্রতিনিধি ছাড়াই ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি।

ট্রাম্পের পৌঁছোনোর আগেই শেনজেনে পুতিনের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন জিনপিং। পশ্চিমি দেশগুলির বাণিজ্য-আধিপত্যবাদ এবং ওয়াশিংটনের উন্নত এআই চিপ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার কড়া সমালোচনা করেন চিনা প্রেসিডেন্ট। পুতিনের সঙ্গে বেজিংয়ের সম্পর্ককে 'পাহাড়ের মতো স্থির এবং ঝড়েও অটুট' বলে আখ্যা দেন তিনি। অন্যদিকে, ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার উপর পশ্চিমি আর্থিক নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কনীতিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে দাবি করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। পুতিন বলেন, 'আধিপত্যবাদী শক্তিগুলি উদীয়মান অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমিয়ে রাখতে চাইলেও নিষেধাজ্ঞা জারির কৌশল সফল হয়নি।'

চিন-মার্কিন শুল্কযুদ্ধ এবং সম্প্রতি চিনা গুপ্তচরের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগে এনভিডিয়া কর্তার পদত্যাগের ঘটনা ঘিরে দুই দেশের মধ্যে চাপা উত্তেজনা রয়েছে। তবে এই আবহের মাঝেই ট্রাম্পকে স্বাগত জানিয়ে জিনপিং বার্তা দেন, 'পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সমতার ভিত্তিতে চিন ও আমেরিকার মধ্যে একটি গঠনমূলক ও কৌশলগতভাবে স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমি আগ্রহী।' এদিনের অনুষ্ঠানে ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যেও আলাদাভাবে সৌজন্য বিনিময় হয়। ২০২৫-এর অগাস্টের পর এই প্রথমবার সামনাসামনি সাক্ষাৎ করলেন দুই নেতা। সম্মেলনের ফাঁকে ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মধ্যেও একান্ত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। সব মিলিয়ে তিন বিশ্বনেতার উপস্থিতিতে নতুন ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে গোটা বিশ্ব।



এক মঞ্চে তিন বিশ্বনেতা... জিনপিং-পুতিনের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার শেনজেনে।

- ট্রাম্প, পুতিনের সম্মানে জমকালো ভোজসভার আয়োজন সস্ত্রীক জিনপিংয়ের
- চিন-রাশিয়া সম্পর্ক পাহাড়ের মতো স্থির, দাবি চিনা প্রেসিডেন্টের
- কিভের প্রতিনিধি ছাড়াই ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্তের আশঙ্কায় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি

বিক্ষোভে উত্তাল বাংলাদেশ, মৃত ১

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের জল্পনার মাঝেই ফের অশান্তির আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিপাড়ায় আওয়ামী লিগ সমর্থকদের বিক্ষোভের পর বুধবারও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ডামাডোলের মাঝেই ঢাকার বারিধারা থেকে আওয়ামী লিগ জমানার প্রাক্তন মন্ত্রী নজরুল ইসলাম হিরুকে পুলিশ আটক করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিপাড়ায় মঙ্গলবার পুলিশের সঙ্গে আওয়ামী লিগ সমর্থকদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা টুঙ্গিপাড়া থানায় এবং গোপালগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপি সাংসদ এসএম জিলানির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বুধবার সকালেও রাস্তার ওপর আধপোড়া পুলিশের গাড়ি পড়ে থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে, পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় দুটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলে ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা ২৫ বছর বয়সি এক কনডাক্টরের পুড়ে মৃত্যু হয়।

পাশাপাশি ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে বুধবার সকাল থেকে গাজিপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান হাজার হাজার পোশাক শ্রমিক। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। পালটা পুলিশকে তাড়া করে তাদের একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। বাধ্য হয়ে গাজিপুরের ১০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয় এবং ৩৯টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গাজিপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশ ২-এর সুপার মহম্মদ আমজাদ হোসেইন বলেন, 'সকালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বিজিবি মোতায়েন রয়েছে।'

এছাড়া ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে আওয়ামী লিগের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তন গুঞ্জনের মাঝেই আওয়ামী লিগ কর্মীদের শপথগ্রহণ এবং শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে ওপার বাংলার পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে।



অশান্তির আগুন... বুধবার বাংলাদেশের গাজিপুরে।

- আটক আওয়ামী লিগ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী হিরু
- টুঙ্গিপাড়ায় পুলিশের সঙ্গে আওয়ামী লিগের সংঘর্ষ, থানায় আগুন
- পিরোজপুরে বাসে অগ্নিসংযোগে এক কনডাক্টরের মৃত্যু

রিল-মেকাররা সাংবাদিক নয়

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : হাতে একটা বুম আর মোবাইল থাকলেই কি সাংবাদিক হওয়া যায়? না, যায় না! সুপ্রিম কোর্টে এবার স্পষ্ট ভাষায় সে কথাই জানিয়ে দিল দিল্লি পুলিশ। তাদের সাফ কথা, বিক্ষোভ বা স্পর্শকাতর জায়গায় পেশাদার সাংবাদিকরা যে অবাধ স্বাধীনতা পান, স্রেফ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিউ কুড়োনোর জন্য আসা কনটেন্ট ক্রিয়েটর বা রিল-মেকারদের সেই একই অধিকার দেওয়া সম্ভব নয়।

দিল্লি পুলিশ শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছে, ১০ অক্টোবর রাজধানীতে সিজেপি-র বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে পুলিশের রীতিমতো কালঘাম ছুটেছিল। অনেকেই হাতে ক্যামেরা ও



বুম নিয়ে ছদ্ম-সাংবাদিক সেজে বিক্ষোভে ঢুকে পড়েছিলেন। এঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় কনটেন্ট তৈরি করে টাকা রোজগার করা। ভিড়ের মধ্যে সত্যিকারের সাংবাদিক আর এই রিল-মেকারদের আলাদা করা পুলিশের পক্ষে কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। পুলিশ স্পষ্ট জানিয়েছে, সাংবাদিকতার বদলে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরলেই তাকে মিডিয়ার লোক হিসেবে ধরা যায় না।

ঠান্ডা মাথায় খতম লস্কর কমান্ডার

শ্রীনগর, ১৮ নভেম্বর : জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে লস্কর-ই-তৈয়বার শীর্ষ কমান্ডার মহম্মদ লতিফ ভাট। ১৫ লক্ষ টাকা মাথার দাম থাকা 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জঙ্গির মৃত্যুতে দক্ষিণ কাশ্মীরে স্বস্তি মিলল। এই সাফল্যের পরেই সিআরপিএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং সমাজমাধ্যমে এক রহস্যময় পোস্টে জওয়ানদের অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, 'অভিনন্দন তোমাদের। কিছু খাবার ঠান্ডা খেতেই সবচেয়ে ভালো লাগে, এমনকি ঠান্ডা আবহাওয়াতেও।' সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, লতিফকে খতম করে দীর্ঘদিনের বদলা নেওয়ার ইঙ্গিত দিতেই এই উপমা ব্যবহার করেছেন তিনি। কাশ্মীর পুলিশের এক্স হ্যান্ডল থেকে বার্তা, 'তুমি পালাতে পারো কিন্তু লুকোতে পারবে না।'

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার ভোরে কুলগামের জাঙ্গালপোরা এলাকায় একটি মসজিদে আত্মগোপন করে থাকা লতিফকে ঘিরে ফেলে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং রাষ্ট্রীয় রাইফেলস-এর যৌথ বাহিনী।

কুলগামের আখরানে সিআরপিএফ চেকপোস্টে হামলাসহ উপত্যকার একাধিক নাশকতার মূল চক্রী ছিল ২২ বছরের এই লতিফ। অভিযান চলাকালীন ধর্মীয় স্থানটির পবিত্রতা বজায় রাখতে সর্বোচ্চ সতর্কতা নেয় বাহিনী। কুলগামের পুলিশ সুপার আনায়ত আলি এবং রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার ভিডিও কলের মাধ্যমে লতিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাকে আশ্বস্ত করে বলা হয়, 'অস্ত্র ছেড়ে বেরিয়ে এসো, গোটা জীবন পড়ে রয়েছে।' কিন্তু সেই প্রস্তাব খারিজ করে লতিফ জানান, 'আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই, আমি আল্লাহর কাছে যেতে চাই।'

রাত আড়াইটে নাগাদ ভিতর থেকে গুলি চালাতে শুরু করলে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে বাহিনী। ঘন ধোঁয়ায় টিকতে না পেরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই যৌথ বাহিনীর গুলিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, কুলগামেরই স্থানীয় বাসিন্দা লতিফ কলেজছুট হওয়ার পর কাঠের মিস্ত্রির কাজ করত এবং পরবর্তীকালে লস্করে যোগ দেয়। গত জুলাইয়ে অনন্তনাগে পুলিশকর্মী খুন এবং অগাস্টে কুলগামে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের নৃশংস হত্যার নেপথ্যেও মাস্টারমাইন্ড ছিল লতিফ। সোমবার তার সহযোগী উমর নিসার দার খতম হওয়ার পর থেকেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। অবশেষে বুধবারের ভোরে চিরতরে থামল উপত্যকার এই আতঙ্কের মুখ।



কুলগামে এনকাউন্টারের পর থমথমে এলাকা। ইনসেটে নিহত লস্কর জঙ্গি।

ছবি বিতর্ক

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর : কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধির সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'বিলংগিং-এ জার্নি অফ লাভ' বইয়ের পাতা ছিঁড়তে গিয়ে শিবসেনা সুপ্রিমো প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরের ছবি ছিঁড়ে বিতর্কে জড়ালেন শিন্ডে সেনার নেত্রী সাইনা এনসি। এই ঘটনায় উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের পাশাপাশি কংগ্রেসও নিন্দা করেছে তাঁর। শিন্ডে সেনার অভিযোগ, সোনিয়া গান্ধির বইতে সাভারকারের অবমাননা করা হয়েছে। সঞ্জয় নিরুপম, সাইনা এনসি প্রমুখ নেতানেত্রী বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার দাবি জানানোর পাশাপাশি বইয়ের কয়েকটি পৃষ্ঠা ছিঁড়তে শুরু করেন। ঝোঁকের বশে হঠাৎ বালাসাহেব ঠাকরের একটি ছবিও ছিঁড়ে ফেলেন সাইনা এনসি। পরে বুঝতে পেরে সেটি তখন রেখে দেন তিনি। ততক্ষণে জল গড়িয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী বর্ষা গায়কোয়াড়, উদ্ধব সেনার নেতা সঞ্জয় রাউত তাঁদের ভুয়ো শিবসৈনিক বলে তোপ দাগেন।

১৫ মাস পর দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্বের আশঙ্কা

সান ফ্রান্সিসকো, ১৮ নভেম্বর : প্রতিদিন সকালে অ্যালার্মের ঘুম ভেঙে নাকেমুখে গুঁজে অফিসে দৌড়ানোর দিন ফুরিয়ে এল বোধহয় বিশ্বখ্যাত এআই নির্মাতা সংস্থা অ্যানথ্রপিকের এক সুরক্ষা গবেষকের সাম্প্রতিক পূর্বাভাস চাকরিজীবীদের রাতের ঘুম উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট! গবেষক তাও লিনের দাবি, আগামী ১৫ মাসের মধ্যে মানুষের চেয়ে বহুগুণ দক্ষ অতিমানবীয় বুদ্ধিমত্তা বা 'সুপারহিউম্যান এআই' বাজারে চলে আসতে পারে। এর ধাক্কায় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ স্থায়ীভাবে কর্মহীন হয়ে পড়বেন, বেঁচে থাকার জন্য হয়তো পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে সরকারি ভাতা বা খয়রাতির ওপর!

মার্কিন অলাভজনক গবেষণা সংস্থা প্যালিসেড রিসার্চকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিন জানান, প্রায় প্রতিটি পেশার সেরা বিশেষজ্ঞদের অনায়াসে টেক্কা দেবে এই সুপার-ইন্টেলিজেন্ট প্রযুক্তি। যদিও এটি অ্যানথ্রপিকের প্রাতিষ্ঠানিক বক্তব্য নয়, তবুও এআই

সুপার হিউম্যান এআই আসছে

বিশেষজ্ঞের এমন সতর্কবার্তা মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার নয়। লিনের মতে, প্রযুক্তি এলেই রাতারাতি সবাই বেকার হবেন না। কারণ বাস্তব জগতের কাজ সামলানোর মতো উন্নত রোবট ও পরিকাঠামো তৈরি হতে সময় লাগবে। পরিসংখ্যানও কিন্তু অশনিসংকেত দিচ্ছে। অ্যানথ্রপিকের গবেষণা বলছে, কম্পিউটার ও গণিতের ৯৪ শতাংশ কাজ এআই দিয়ে করানো সম্ভব হলেও বর্তমানে ব্যবহার হচ্ছে মাত্র ৩৩ শতাংশ। তাতে ২০২২ সালের পর থেকে ২২–২৫ বছর বয়সি তরুণদের নিয়োগের গতি বেশ কমেছে। অন্যদিকে, ফোরকাস্টিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে শুধু আমেরিকাতেই প্রায় এক কোটি চাকরি বিলুপ্ত হতে পারে। চাকরির বাজারে এই আসন্ন মহাপ্রলয় সামলাতে বিশেষজ্ঞরা কর্মীদের নতুন করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবলেও, সাধারণ মানুষের আস্থা ঝুঁকছে সার্বজনীন মৌলিক আয়ে।

চলো যাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখুন



কখনও সাহেবদের অবকাশযাপনের ঠিকানা, কখনও কবি-শিল্পীদের আশ্রয়, কখনও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সাক্ষী। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা পুরোনো বাড়িগুলি আজও আগলে রেখেছে এক অন্য সময়ের গল্প। সেই বাড়িগুলির খোঁজে কালিম্পং, তাকদা, কার্সিয়াং ও দার্জিলিং ঘুরে আসার পরিকল্পনা করা যেতেই পারে।



পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে যদি কোনও পুরোনো সাহেবি বাংলোয় রাত কাটানোর সুযোগ মেলে, কেমন হবে? সকালে ঘুম ভাঙবে পাখির ডাকে। জানলার বাইরে মেঘের আনাগোনা, সামনে কাঠের বারান্দা, ঘরের ভিতরে পুরোনো আসবাব আর দেওয়ালে ঝোলানো সময়ের বিবর্ণ ছবি। আধুনিক হোটেলের পরিচিত বিলাসিতা নয়, বরং অন্য এক সময়ের জীবনযাপনের স্বাদ। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে এমন কিছু বাড়ি রয়েছে, যেগুলির দরজা পেরোলেই মনে হয় সময় যেন পিছিয়ে গিয়েছে কয়েক দশক। কোনওটি একসময় ব্রিটিশ সাহেবদের অবকাশযাপনের ঠিকানা, কোনওটি চা বাগানের আধিকারিকদের বাসস্থান, আবার কোনও বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছেন কবি-সাহিত্যিকরা, থেকেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। ইতিহাসের এই ঠিকানাগুলিকে ঘিরেই তৈরি হতে পারে এক অন্যরকম পাহাড় সফর।

এই সফরের প্রথম গন্তব্য হতে পারে তাকদা। দার্জিলিং শহরের ভিড় ছেড়ে একটু নিরিবিলি পাহাড়ি পরিবেশে কয়েকদিন কাটাতে চাইলে তাকদার বিকল্প কম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫১০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই জনপদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কুয়াশার গল্প। লেপচা ভাষায় তাকদা শব্দের অর্থ কুয়াশা বা ধোঁয়াশা। ব্রিটিশ আমলে এটি ছিল একটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। সেই সময়ের স্মৃতি আজও ছড়িয়ে রয়েছে এখানকার পুরোনো বাংলোগুলিতে। ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে তৈরি প্রায় ১২টি ঔপনিবেশিক বাংলো



রয়েছে এখানে। স্থানীয়ভাবে এই বাংলোগুলি 'কুঠি' নামেও পরিচিত। কয়েকটি পুরোনো বাংলো আবার স্কুল ও গির্জায় রূপান্তরিত হয়েছে। অন্য কয়েকটি পর্যটকদের থাকার জন্য নতুন করে সাজানো হয়েছে।

তাকদার আসল আকর্ষণ এখানেই। সাধারণ হোটেলে না থেকে যদি পুরোনো কোনও বাংলোয় থাকার সুযোগ মেলে, তাহলে পাহাড়কে অনুভব করার অভিজ্ঞতাটাই বদলে যাবে। চারপাশে পাইন ও অন্য পাহাড়ি গাছ, দূরে চা বাগান, সকালে ঘন কুয়াশা আর সন্ধ্যায় নির্জনতা। বাংলোর বারান্দায় বসে চায়ের কাপ হাতে কাটিয়ে দেওয়া যায় অনেকটা সময়। এখানে বেড়াতে গেলে পেশক চা বাগান, তিনচুলে, লামাহাটা এবং দেলচেন পেমা ছোয়েলিং মঠ ঘুরে দেখা যেতে পারে। তাকদা থেকে পেশক ভ্যালির দিকে গেলে চা বাগানের বিস্তীর্ণ সবুজের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগও রয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে তাকদার দূরত্ব প্রায় ৭২ কিলোমিটার। দার্জিলিং থেকে দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। এনজেপি বা বাগডোগরা থেকেও গাড়িভাড়া করে পৌঁছানো যায়। তবে পুরোনো বাংলোয় থাকার পরিকল্পনা থাকলে আগে থেকেই বুকিং করে নেওয়া ভালো।

তাকদার পরের ঠিকানা কালিম্পং। এখানে পুরোনো বাড়ির গল্পে সবচেয়ে পরিচিত নাম মর্গ্যান হাউস। ডারপিন পাহাড়ের উপরে প্রায় ১৬ একর জমির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল ১৯৩০-এর দশকে। নির্মাতা জর্জ মর্গ্যান ছিলেন এক ইংরেজ ব্যবসায়ী। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস এবং অবকাশযাপনের জন্য তৈরি হয়েছিল এই প্রাসাদোপম বাংলো। পাথরের দেওয়াল, ঢালু ছাদ, উঁচু চিমনি এবং বড় বড় জানলার মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের পরিচিত বৈশিষ্ট্য। বাড়ির চারপাশের বিস্তীর্ণ সবুজ লন এবং পাহাড়ের অবস্থান এর সৌন্দর্য আরও বাড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর বাড়িটি সরকারের অধীনে আসে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের অধীনে মর্গ্যান হাউস পর্যটন আবাস হিসেবে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, এখানে গেলে বাইরে থেকে বাড়িটি দেখে ফিরে আসার প্রয়োজন নেই। ঘর বুক করতে পারলে এই ঐতিহাসিক বাংলোয় রাত কাটানো যায়। সন্ধ্যার পর বাড়ির করিডর, পুরোনো কাঠের মেঝে আর চারপাশের নিস্তব্ধতা অন্যরকম অনুভূতি তৈরি করে। বাড়িটিকে ঘিরে স্থানীয়দের মুখে নানা ভৌতিক গল্পও শোনা যায়। তবে রহস্যের গল্পের বাইরে এর আসল আকর্ষণ হল ইতিহাস আর স্থাপত্য।

কালিম্পংয়ের আর একটি ঠিকানা ক্রুকেটি হাউস। এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রুশ চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোরিখের পরিবার। নিকোলাসের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী হেলেনা রোরিখ ভারতে আসেন। পরে ১৯৪৭ সালে কালিম্পংয়ে এসে ক্রুকেটি হাউসে বসবাস শুরু করেন। জীবনের শেষ আট বছর তিনি এখানেই কাটিয়েছিলেন। শিল্প, দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তাচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল বাড়িটি। ঢালু ছাদ, কাঠের বারান্দা, বাগান আর পুরোনো পাহাড়ি বাড়ির পরিবেশ- সব মিলিয়ে ক্রুকেটি হাউসের নিজস্ব আকর্ষণ রয়েছে। কালিম্পংয়ের অন্য পর্যটনস্থলের তুলনায় এই জায়গার আকর্ষণ কিছুটা আলাদা। ইতিহাস ও শিল্পের প্রতি আগ্রহ থাকলে এই বাড়ির খোঁজ করা যেতে পারে। তবে এখানে ইচ্ছেমতো ঢুকে পড়ার সুযোগ নেই। আগে থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

কালিম্পংয়ের পুরোনো বাড়ির তালিকায় রয়েছে গৌরীপুর হাউসও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িতে কবি একাধিকবার এসেছেন। ১৯৩৮ সালে নিজের ৭৮তম জন্মদিনও পালন করেছিলেন এখানে। এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর 'জন্মদিন' কবিতার স্মৃতি। যে বাড়ির জানলা দিয়ে একদিন পাহাড়ের মেঘ দেখেছিলেন কবি, সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত কাটানোও এক ধরনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। তবে দীর্ঘদিন বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে উদ্বেগ ছিল। কয়েক বছর আগে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাড়িটির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

এবার সফর এগোতে পারে কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিংয়ের দিকে। কার্সিয়াংয়ের গিদ্দাপাহাড়ে রয়েছে নেতাজি সংগ্রহশালা। বাড়িটি একসময় শরৎচন্দ্র বসুর বাসভবন ছিল। পরে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে এখানে অন্তরীণ রাখে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও ১৯৩৬ সালে সাত মাস এই বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৭ সালেও কয়েকদিন এখানে কাটিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় এখান থেকেই এমিলি শেঙ্কলকে চিঠি লিখেছিলেন নেতাজি। বর্তমানে বাড়িটি সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। নেতাজির জীবন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নানা স্মৃতি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ থাকলে কার্সিয়াং সফরে এই জায়গাটি একেবারেই বাদ দেওয়া উচিত নয়। সংগ্রহশালাটি সাধারণত সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

কার্সিয়াংয়ের আর একটি আকর্ষণ চিমনি হেরিটেজ পার্ক। এখানে এখন আর কোনও পুরোনো বাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। রয়েছে শুধু একটি লাল ইটের উঁচু চিমনি। একসময় ব্রিটিশ আমলের একটি ডাকবাংলোর অংশ ছিল সেটি। আনুমানিক ১৮৩৯ সালে তৈরি সেই বাংলোটি প্রকৃতির গ্রাসে হারিয়ে গেলেও চিমনিটি টিকে রয়েছে। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ জেডি হুকার ১৮৪৮ সালে দার্জিলিং যাওয়ার পথে এই বাংলোয় রাত কাটিয়েছিলেন। সেই স্মৃতিকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে হেরিটেজ পার্ক। এখন সেখানে ফুলের বাগান, বসার জায়গা এবং জঙ্গলের মধ্যে হাঁটার পথ রয়েছে। পরিষ্কার আকাশ থাকলে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও শিলিগুড়ির সমতলের দৃশ্যও দেখা যায়। কার্সিয়াংয়ের পরিচিত দর্শনীয় স্থানগুলির বাইরে একটু অন্যরকম জায়গা খুঁজলে এই পার্কে ঘুরে আসতে পারেন।

দার্জিলিং শহরে পৌঁছে এই সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা উইন্ডামেয়ার হোটেল। চৌরাস্তার কাছে অবজার্ভেটরি হিলের উপর অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী হোটেলের শিকড় রয়েছে ব্রিটিশ আমলে। হোটেলটির যাত্রা শুরু হয়েছিল 'অ্যাডা ভিলা' নামে ইংরেজি বোর্ডিং হাউস হিসেবে। ১৮৪১ সালকে তারা নিজেদের ইতিহাসের সূচনাকাল হিসেবে উল্লেখ করে। একসময় কলকাতা থেকে পাহাড়ে আসা অভিজাত অতিথি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং চা বাগানের সাহেবরা এখানে থাকতেন। পরে সেটি হোটেলে রূপান্তরিত হয়। পুরোনো কাঠের আসবাব, ঐতিহ্যবাহী ঘর, ফায়ারপ্লেস এবং ইংরেজি বোর্ডিং হাউসের পরিবেশ এখনও হোটেলটির বিশেষ আকর্ষণ। এখানে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঘর রয়েছে। দার্জিলিংয়ের পরিচিত পর্যটনকেন্দ্রের কাছেই এমন ঐতিহ্যবাহী বাড়িতে থাকা নিঃসন্দেহে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হতে পারে।

দার্জিলিংয়ের লেবং কার্ট রোডে রয়েছে রয় ভিলা। চারতলা ইউরোপীয় ধাঁচের এই বাড়িটির নাম এসেছে তার আদি মালিক দ্বারকানাথ রায়ের নাম থেকে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একসময় বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। অসুস্থ সিস্টার নিবেদিতাকে তিনি ও অবলা বসু এখানে নিয়ে আসেন। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর এই বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সিস্টার নিবেদিতা। বর্তমানে এখানে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার। বাড়ির ভিতরে নিবেদিতার স্মৃতিবিজড়িত ঘর এবং তাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে স্থায়ী প্রদর্শনী রয়েছে। সাধারণত সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা এবং দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে।



দার্জিলিং শহরে বেড়াতে গেলে এই বাড়িটি ঘুরে দেখা যেতে পারে। চৌরাস্তা থেকে গাড়ি নিয়ে অথবা স্থানীয় পরিবহণে এখানে পৌঁছানো যায়।

দার্জিলিংয়ের আর একটি ঐতিহাসিক বাড়ি স্টেপ অ্যাসাইড। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ সালে এখানে ছিলেন। সেই সময় মহাত্মা গান্ধি সহ জাতীয় আন্দোলনের একাধিক নেতার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আলোচনা হয়েছিল। বাড়িটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একইভাবে দার্জিলিংয়ের অ্যাবি হাউস, বর্তমানে বোস ইনস্টিটিউটের একটি কেন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ১৯২২ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি এই বাড়িতে ছিলেন। পুরোনো বাড়ির সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চার এমন সংযোগ দার্জিলিংয়ের ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করে। তবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বা সংগ্রহশালায় যাওয়ার আগে দর্শনার্থীদের প্রবেশের নিয়ম ও সময় জেনে নেওয়া ভালো।

পরিকল্পনা

এই সফরকে সাজাতে চাইলে চার থেকে পাঁচদিনের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। প্রথম দু'দিন তাকদায় থেকে আশপাশের চা বাগান ও পাহাড়ি জনপদ ঘুরে দেখা। পরের দিন কালিম্পংয়ে গিয়ে মর্গ্যান হাউস, ক্রুকেটি হাউস এবং গৌরীপুর হাউসের খোঁজ নেওয়া। এরপর কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিং পৌঁছে নেতাজি সংগ্রহশালা, চিমনি হেরিটেজ পার্ক, উইন্ডামেয়ার এবং রয় ভিলা ঘুরে দেখা। শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে কালিম্পং, কার্সিয়াং ও দার্জিলিং- তিন জায়গাতেই পৌঁছানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এনজেপি ও বাগডোগরা থেকেও গাড়িভাড়া পাওয়া যায়। শহরগুলিতে হোটেল ও হোমস্টের নানা বিকল্প রয়েছে। তবে পুরোনো বাংলোয় থাকার পরিকল্পনা থাকলে আগে থেকেই বুকিং করে নেওয়া জরুরি। সব বাড়িতে থাকার সুযোগ নেই, আবার সব জায়গায় প্রবেশের অনুমতিও একই রকম নয়।

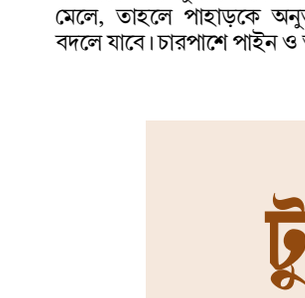
ভ্রমণের টুকিটাকি

উজবেকিস্তানে ইউপিআই



বিদেশে গিয়ে টাকা দেওয়া আরও সহজ হতে চলেছে ভারতীয় পর্যটকদের জন্য। উজবেকিস্তানে এখন থেকে ভারতীয়রা নিজেদের ইউপিআই-সক্ষম অ্যাপ ব্যবহার করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে অর্থ দিতে পারবেন। উজবেকিস্তানের জাতীয় আন্তঃসংযুক্ত কিউআর ব্যবস্থা 'ইউজেডকিউআর'-এর সঙ্গে ইউপিআইয়ের আন্তর্জাতিক পরিষেবার চুক্তি হয়েছে। ফলে দোকান, রেস্তরাঁ-সহ বিভিন্ন জায়গায় কিউআর কোড স্ক্যান করেই টাকা মেটানো যাবে।

লাক্ষাদ্বীপে বিশেষ বিমান



লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে নতুন সুবিধা আসছে। বেঙ্গালুরু থেকে আগাত্তি পর্যন্ত বছরের শেষের ছুটির মরসুমে পাঁচটি বিশেষ সরাসরি বিমান চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে এই পরিষেবা চালু হওয়ার কথা। বিমানযাত্রার সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা, খাবার এবং বিভিন্ন দ্বীপভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে সমন্বিত ভ্রমণ প্যাকেজ। ফলে দক্ষিণ ভারতের পর্যটকদের কাছে লাক্ষাদ্বীপ যাওয়ার পথ আরও সহজ হতে চলেছে।

বিমানবন্দরে অপেক্ষা নয়, জাপান ঘুরুন



জাপানের নারিতা বিমানবন্দরে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হলে আর শুধু বিমানবন্দরে বসে থাকতে হবে না। যাত্রাবিরতির সময় কাছাকাছি জাপানের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও স্থানীয় জীবন দেখার সুযোগ রয়েছে 'নারিতা ট্রানজিট অ্যান্ড স্টে' কর্মসূচিতে। মন্দির, পুরনো শহর, স্থানীয় খাবার থেকে কিমোনো পরার অভিজ্ঞতা— বিভিন্ন ধরনের সফরের ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি কিছু নির্দেশিত ভ্রমণে গাইডের জন্য আলাদা কোনও ফিও দিতে হয় না।

সুন্দরবনের জলে ভেসে

দীপোজ্যোতি চক্রবর্তী

বেশ কিছুদিন কোথাও যাওয়া হয়নি। শহুরে জীবনের একঘেয়েমি থেকে কয়েকটা দিন সমুদ্র, জঙ্গল কিংবা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে থাকতে পারলে বেশ হত। মনটা আনচান করছিল। হঠাৎ একদিন বন্ধু জয়দীপের ফোন। ২৩ থেকে ২৭ ফাঁকা আছো? যাব সুন্দরবন। প্রতিবারের মতো এবারও লঞ্চেই থাকা, খাওয়া, ঘুম, আড্ডা- সবটাই। সঙ্গী হিসেবে থাকছে অপু, অর্থাৎ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এবং প্রশান্তদা। তিনজনের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব প্রায় সিলভার জুবিলির পথে। ফলে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না।

এক সকালে চারজনে জয়দীপের গাড়িতে কলকাতা থেকে রওনা হলাম। ঘণ্টা তিনেক পর পৌঁছালাম গদখালি। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন বসিরভাই ও তাঁর দল। গাড়ি রেখে উঠে পড়লাম আমাদের বহুদিনের পরিচিত 'সোনার তরি' লঞ্চে। এর আগেও জয়দীপ ও সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে এই লঞ্চেই সুন্দরবন ঘুরেছি। গদখালির বাজার থেকে চারদিনের প্রয়োজনীয় রসদ তুলে নিয়ে শুরু হল আমাদের জলযাত্রা।

দশ-বারোজনের থাকার মতো লঞ্চে আমরা মাত্র চারজন। নতুন রঙে সেজে 'সোনার তরি' যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। ডেকে নতুন সোফা, মাঝখানে টেবিল, হাতে ডাবের জল- চারদিনের ঠিকানায় উঠেই বেশ রাজকীয় অনুভূতি।

বিদ্যা নদী পেরিয়ে গোসাবা, দুগাদুয়ানি হয়ে গুমতি নদীতে পৌঁছালাম। বালি আইল্যান্ডের বিদ্যা রেঞ্জ অফিসে বনকর্মীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম। ছোট্ট দ্বীপটিতে পরিবার নিয়ে থাকেন কয়েকজন বনকর্মী। ঘাট বাঁধানো পুকুরপাড়ে বসে চা খেতে খেতে তাঁদের জীবনযাপনের গল্প শুনছিলাম। সন্ধে নামার মুখে সেই নির্জন দ্বীপ দেখে মনে হল, যেন পৃথিবীর বাইরে কোনও জায়গায় এসে পড়েছি। নেই কোলাহল, নেই দূষণ। শুধু প্রকৃতির নিঃশব্দ উপস্থিতি।

এরপর গুমতি, বিদ্যা, গাজিখালি হয়ে দোবাকি খালে। দু'পাশে জনমানবহীন দ্বীপ। কেওড়া, বাইন, ধুধল, পশুর, হেতাল, গোলপাতা, গরান- ম্যানগ্রোভের অজস্র গাছ চোখে পড়ছিল। রাত কাটল নেতি ধোপানির কাছে ভগবান ভবানী খালে। ডেকে বসে বেশ রাত পর্যন্ত চলল আড্ডা। ক্লান্ত শরীর নিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙল। জানলা খুলতেই হাত কয়েক নীচে নদীর জল। কিছুক্ষণ পর লঞ্চ চলতে শুরু করল। ডেকে বসে ভোরের ঠান্ডা হাওয়া, জলের শব্দ, পাখির ডাক আর ধীরে ধীরে লাল হয়ে ওঠা সূর্য- সব মিলিয়ে চারপাশ যেন নিঃশব্দ এক ছবি। কারও মুখে কথা নেই। জয়দীপের ক্যামেরার শাটারের শব্দ আর অপুর দূরবীনের এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা। প্রকৃতিই যেন তখন কথা বলছে।

হঠাৎ জলের উপর লাফিয়ে ওঠা একটি ছোট মাছকে বড় ভেটকি মাছের গিলে নেওয়া দেখে অপু বলে উঠল, 'টু-ইন-ওয়ান'। নিস্তব্ধতা ভেঙে সবাই হেসে উঠলাম।

চামটা খাল, চামটা ক্যাম্প, ওয়াচটাওয়ার পেরিয়ে আবার নদীপথে। কোথাও হরিণ, কোথাও বালুচরে বিশাল কুমির, কোথাও নানা রঙের পাখি। লঞ্চ দিনে প্রায় ১২-১৪ ঘণ্টা চলত। ডেকেই হয়ে উঠেছিল আমাদের বসার ঘর, বারান্দা, জানলা- সবকিছু। নদী কেটে চলা, চোখের সামনে বদলে যেতে থাকা জঙ্গল আর একটানা বাতাস, এই ছিল আমাদের প্রতিদিনের জীবন।

সন্ধ্যার পর অবশ্য অন্য সুন্দরবন। রাতচরা পাখির ডাক, কীটপতঙ্গের শব্দ, নদীর কুলকুল আওয়াজ আর লঞ্চের মৃদু দুলুনি। ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের কামড়ে হাত-পা চুলকোলেও সেই অস্বস্তি তুচ্ছ মনে হত। তার চেয়ে প্রকৃতির মধ্যে রাত কাটানোর আনন্দ অনেক বেশি।

এক বিকেলে অজস্র টিয়াপাখির অস্বাভাবিক চিৎকার শুনে দূর থেকে দেখলাম একটি বাজপাখি একটি টিয়াকে ধরে রেখেছে। বাকি পাখিগুলি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। চোখের সামনে খাদ্যশৃঙ্খলের নির্মম দৃশ্য দেখে মন ভার হয়ে গেল। পরক্ষণেই মনে হল, এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

সন্ধ্যা নামলেই ডেকে বসত আড্ডা। প্রশান্তদার অসাধারণ মিমিক্রি, জয়দীপের ক্যামেরা আর অপুর রসবোধে কখন যে রাত গভীর হয়ে যেত, টেরই পেতাম না। সিনেমা, থিয়েটার, রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, আড্ডায় বাদ যেত না কিছুই।

শেষ দিনে সুধন্যখালি ওয়াচ টাওয়ারে গিয়ে শুনলাম, কয়েকদিন ধরে একটি বাঘ তার দুই শাবককে নিয়ে সেখানে জল খেতে আসছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও বাঘের দেখা পেলাম না। তাতে অবশ্য আফসোস হয়নি। কারণ সুন্দরবনকে যতটা কাছে থেকে দেখলাম, যতটা অনুভব করলাম, সেটাই যেন অনেক।

ফিরে আসার পথে মনে হচ্ছিল, আবার আসব। শরীর ও মনের ভরপুর অক্সিজেন নিতে।

শেষে একটি কথা না বললেই নয়। দেশের বিভিন্ন জঙ্গলে বাঘ দেখতে পর্যটকের ঢল দেখেছি। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে বাঘকেন্দ্রিক পর্যটন বহু মানুষের জীবিকার পথ খুলেছে। অথচ আমাদের সুন্দরবনে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির, অসাধারণ ম্যানগ্রোভ আর দেশি-পরিযায়ী পাখির এমন সমারোহ থাকা সত্ত্বেও এখনও তা সেই অর্থে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি। সুন্দরবনকে শুধু এক-দু'দিনের চড়ুইভাতির জায়গা নয়, আরও বড় করে দেখার সময় এসেছে।



ছোট্ট তারা



শিলিগুড়ির একটি এলাকার বাসিন্দা সার্থক দে অক্সিলিয়াম কনভেন্টের নার্সারির ছাত্র। সে ছবি আঁকায় নজর কেড়েছে।

মেডিকেলের প্রতিষ্ঠা দিবসে আশ্বাস জয়ন্তর

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস বুধবার পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে মেডিকেলের লেকচার থিয়েটারে এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। তিনি বলেন, 'আগের সরকারের আমলে আমি এখানকার উন্নয়নের জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। কোথায় কী সমস্যা, কী প্রয়োজন সেসব জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনও বিষয়েই আমার সঙ্গে কথা বলেনি।' কিন্তু সরকার বদলের পর পরিস্থিতি বদলেছে বলে জয়ন্ত দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নতুন কলেজ অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার দায়িত্ব

ক্যানসার ব্লকের কাজে গতি

নেওয়ার পরেই আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে দরবার করেছেন। ক্যাথ ল্যাবের বিষয়টি দীর্ঘদিন আটকে ছিল। হাসপাতাল সুপার বিষয়টি জানানোর পরেই দিল্লিতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রকে কথা বলে দু'সপ্তাহের মধ্যে ক্যাথ ল্যাবের ছাড়পত্র আদায় করেছি। ক্যানসার ব্লকের কাজও দ্রুততার সঙ্গে করা হচ্ছে।' এদিনের অনুষ্ঠানে কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি, হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান সহ অন্য চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী এবং কিছু ডাক্তারি পড়ুয়াও অংশ নিয়েছিলেন।

বিশ্বজিতের শেষকৃত্য

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : ব্যবসায়িক সংগঠন 'ফোসিন'-এর সাধারণ সম্পাদর বিশ্বজিৎ দাসের শেষকৃত্য হল বুধবার। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার তিনি প্রয়াত হন শিলিগুড়িতে। বুধবার সকালে হাসপাতাল থেকে তাঁর দেহ প্রথমে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে রেডক্রস সোস্যাইটি, সেন্ট জন, ফোসিনের কার্যালয়, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ হয়ে দেহ সিপিএমের দার্জিলিং জেলা দপ্তর অনিল বিশ্বাস ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রয়াত ব্যবসায়ী নেতা সিপিএমের সদস্য ছিলেন। পরে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য হয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, ক্রীড়াজগতের মানুষ এবং বামপন্থী নেতা ও অন্য বিশিষ্টরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। ২১ নভেম্বর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সভার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান নান্টু পাল।

ট্রাফিক পুলিশের অভিযান চলাকালীন কোর্ট মোড়ে ফুটপাথ দখলমুক্ত, টোটো ও বাস নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরল পুরোনো ছবি। ফের দখল, যানজট ও যত্রতত্র যাত্রী তোলায় পুলিশের অভিযানের ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অভিযান শেষে ফের দখল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : ট্রাফিক পুলিশের অভিযান চলাকালীন ঝকঝকে চেহারা কোর্ট মোড়ের। ফুটপাথ দখলমুক্ত, রাস্তার ধারে টোটোর জট নেই, বাস দাঁড়াচ্ছে নিয়ম মেনে, সিটি অটোর সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু পুলিশের অভিযান শেষ হতেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরল পুরোনো ছবি। ফের ফুটপাথ দখল, যত্রতত্র টোটো, রাস্তার মাঝেই যাত্রী তোলা বাস ও সিটি অটো। বুধবার দুপুরে কোর্ট মোড় থেকে বাগরাকোট সবজি বাজার পর্যন্ত ট্রাফিক পুলিশের অভিযান ঘিরে তৈরি হওয়া শৃঙ্খলা বিকেল গড়াতেই উধাও। ফলে প্রশ্ন উঠছে, নিয়ম ভাঙার বিরুদ্ধে অভিযান কি শুধুই সাময়িক, নাকি শহরের যানজট ও ফুটপাথ দখল সমস্যার স্থায়ী সমাধানও খুঁজবে প্রশাসন?

বুধবার দুপুরে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের তরফে কোর্ট মোড় থেকে বাগরাকোর্ট সবজি বাজার পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হয়। কোর্ট মোড়ে একটির বেশি বাস দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। সিটি অটোর সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। যত্রতত্র টোটো দাঁড়াতে দেখা যায়নি।

নিয়ম ভাঙলেই বাঁশি বাজিয়ে চালকদের সতর্ক করছিলেন ট্রাফিক পুলিশ কর্তারা। বাস ও সিটি অটোচালকদের জরিমানার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। অভিযানের সময় কোর্ট মোড় থেকে বাগরাকোর্ট



অভিযানের পর যথাপূর্বং কোর্ট মোড়। বুধবার বিকেলে।

সবজি বাজার পর্যন্ত রাস্তার চেহারা ছিল অনেকটাই স্বাভাবিক।

এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি টাউন ক্লাবের পাশে একদল তরুণকে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বলছিলেন, পুলিশ অভিযান চালালেও তাতে ধারাবাহিকতা থাকে না। অভিযান শেষ হলেই ফুটপাথ ফের দখল হয়ে যায়। যানবাহনও আবার যত্রতত্র দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলতে শুরু করে।

তরুণদের সেই বক্তব্য যেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সত্যি হয়ে ওঠে। দুপুরে বাগরাকোট সবজি বাজারের কাছে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে ওই দিক থেকে টোটো কোর্ট মোড়ের দিকে ঢুকতে না পারে। কিন্তু বিকেলের পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। এরপর দেদার টোটো বাগরাকোট হয়ে কোর্ট মোড়ে ঢুকতে শুরু করে।

শিলিগুড়ি আদালতের সামনে যে ফল বিক্রেতাদের ফুটপাথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা আবার সেখানে পসরা সাজিয়ে বসে পড়েন। দুজন হাতে টানা ভ্যানে ফল নিয়ে বিক্রি করতে শুরু করেন। পুলিশ সরিয়ে দেওয়ার পর ফের বসার কারণ জানতে চাওয়া হলে এক মহিলা ফল বিক্রেতা বলেন, 'এর আগেও পুলিশ বেশ কয়েকবার অভিযান করেছে। কিন্তু তারপর আমরা আবার বসে পড়েছি। দোকান না করলে খাব কী? প্রশাসন আমাদের স্থায়ী কোনও জায়গা দিক, যেখানে বসে ফল বিক্রি করে খেতে পারি।'



- বুধবার দুপুরে কোর্ট মোড় থেকে বাগরাকোট সবজি বাজার পর্যন্ত ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হয়
- একই সঙ্গে ওই এলাকায় বাস, সিটি অটো ও টোটোর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়
- অভিযান শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফের ফুটপাথ এবং রাস্তায় পুরোনো ছবি
- পুলিশের অভিযানে ধারাবাহিক নজরদারির অভাবই সমস্যা বাড়াচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে

কোর্ট মোড় থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের দিকে যাওয়ার রাস্তায় ফের টোটো দাঁড়িয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়। এক টোটো চালকের কথায়, 'কোর্ট মোড়ে দাঁড়ালে যাত্রী পাওয়া যায়। পুলিশ তো সব সময় থাকে না। সেই কারণে সুযোগ পেলে দাঁড়াই। ভাড়াও পেয়ে যাই।'

মঙ্গলবার ট্রাফিক পুলিশের তরফে হকার্স কর্নার এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছিল। বুধবারও রাস্তার দু'পাশ দখল করে থাকা দোকানদারদের মালপত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। ট্রাফিক পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'কোর্ট মোড়ে একটি করে বাস দাঁড়াবে। সেটি চলে যাওয়ার পর অপর বাস আসবে। সিটি অটোগুলি তিন-চারটির বেশি একসঙ্গে দাঁড়াতে পারবে না। কোনও টোটো দাঁড়াতে দেওয়া হবে না।'

কিন্তু অভিযান শেষ হওয়ার পর ফের পুরোনো চিত্র ফিরে আসায় পুলিশের পদক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যানজট, ফুটপাথ দখল ও যত্রতত্র যানবাহন দাঁড়ানোর সমস্যা দূর করতে নিয়মিত নজরদারি কতটা জরুরি, বুধবারের ঘটনাই তা ফের সামনে এনে দিল।

পুরনিগমের বৈঠকই সার

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : টানা প্রায় তিন মাস পর বৈঠকে বসল শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিল্ডিং কমিটি। বুধবারের বৈঠকে বিভিন্ন এলাকা থেকে জমা পড়া আবেদনের প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যদিও দিন শেষে একটিও বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পুরনিগমের তরফে দেওয়া হয়নি। পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কয়েকটি বিল্ডিং প্ল্যানের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে বন দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণেই আপাততভাবে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের বিষয়টি স্থগিত করে রাখা হয়েছে। পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'ইকো-সেন্সিটিভ জোনের বিষয়টি মাথায় রেখে কয়েকটি দপ্তরের তরফে পুনরায় সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হলেই বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হবে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।'

পুরনিগমে প্রশাসক নিয়োগের পর দু'দফায় বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় জুলাই মাসে প্রায় ৫০টি বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে অগাস্ট মাসের ১৩ তারিখে পুনরায় বেশকিছু বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে প্রশাসকের সময়কালে দু'দফায় প্রায় ১০০টি বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এই সময়কালে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন চেয়ে ১০০-র কাছাকাছি আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৯টি বিল্ডিং প্ল্যানের আবেদনের প্রেক্ষিতেই মূলত এদিন বৈঠক বসেছিল।

মিলল না ছাড়পত্র

পুরনিগমের বিল্ডিং কমিটিতে পুলিশ, বন, দমকল, পরিবেশ, বিদ্যুৎ দপ্তর সহ একাধিক দপ্তরের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই এদিন পুরনিগমের কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপকের অফিস ঘরে বৈঠক হয়। ম্যারাথন বৈঠকে আবেদনগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়। পুর কর্তারা জানাচ্ছেন, হাতে গোনা কয়েকটি বিল্ডিং প্ল্যানের ক্ষেত্রে বন দপ্তরের তরফে পুনরায় সবকিছু খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যেই বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হবে।

পুরুষেরও কান্না পায়...

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : পুরুষের যেন কান্না মানা। পুরুষ মানে তাঁর কোনও দুঃখকষ্ট থাকতে পারে না, থাকলেও তার বহিঃপ্রকাশ নৈব নৈব চ। সমাজে এমন অনেক অলিখিত নিয়ম রয়েছে পুরুষদের জন্য, যেখানে একজন পুরুষ নিজেও প্রবলভাবে পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার।

যদিও বাস্তব হল, পুরুষের নিজস্ব দুঃখ আছে, আছে ব্যর্থতা ও বিরহের যন্ত্রণা। পুরুষেরও কান্না পায়, তাঁরও অধিকার আছে নিজস্ব রুচিকে উদযাপনের। আজ, ১৯ নভেম্বর বিশ্ব পুরুষ দিবস। তার আগে এমন কিছু কিশোর, তরুণ কিংবা প্রৌঢ়ের কথা জানা গেল, যাঁদের কেবল লিঙ্গপরিচয় পুরুষ বলে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে 'সমাজ কী বলবে' ভেবে অনেক কথাই মন খুলে বলতে পারেননি, বেদনা চেপে রাখতে রাখতে পরবর্তী সময়ে তাঁরা জটিল মানসিক রোগের শিকার হয়েছেন।

কথা হচ্ছিল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের চিকিৎসক উত্তম মজুমদারের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'পুরুষ মানেই শক্তপোক্ত হতে হবে কিংবা তাঁরা কাঁদতে পারবেন না- সমাজের এই ধারণা পুরুষদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। এই কারণে ছেলেদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে।'

অন্বেষা ক্লিনিকের কাউন্সেলার অর্পিতা বোস বলেন, 'ছেলেদের সমস্যাগুলো শুনলে বোঝা যায়, তাঁরা ভেতর থেকে কতটা একাকিত্ব বোধ করেন।' বর্তমান প্রজন্মের অনেক ছেলে লজ্জা ও ভয় কাটিয়ে নিজেদের মানসিক সমস্যার কথা স্বীকার করছেন এবং পেশাদার কাউন্সেলারদের সাহায্য নিচ্ছেন বলে জানালেন বিশেষজ্ঞরা।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের কাউন্সেলার পিয়ালী ঘোষ পাইড়া বললেন, 'একটি ছেলে আমার কাছে এসেছিল। সে ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়ার টিমে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও প্রেমের টানে কিশোর বয়সে বিয়ে করে ফেলে। পরে সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভেঙে পড়ে। কিশোর বয়সে ভুল পদক্ষেপ নিলে সেই অবসাদ খুব মারাত্মক হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'পুরুষদের আরেকটা সমস্যা মোবাইলে যৌন কনটেন্ট দেখে নিজেকে সামলাতে না পারা। মেয়েদের অবসাদ বাড়ির লোকেরা বুঝতে পেরে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন, কিন্তু ছেলেদের অবসাদ চট করে বোঝা যায় না। তবে লজ্জা কাটিয়ে পুরুষ নিজের দুঃখের কথা বলতে পারলেই তিনি শান্তিতে থাকবেন।'

চুরি কাণ্ডে ধৃত ৪

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বরোয়ারি এলাকায় একটি ওয়ার্কশপ থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরির ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দুজনের বিরুদ্ধে সরাসরি চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, চোরাই সামগ্রী কেনার অভিযোগে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার চার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার থানায় ওয়ার্কশপের মালিকের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে জানানো হয়, গত ৮ নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বরের মধ্যে ওই ওয়ার্কশপ থেকে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী, মোটর, কপার ওয়্যার এবং ইলেক্ট্রিক ওয়্যার-সহ একাধিক জিনিস চুরি হয়েছে।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। তদন্ত চলাকালীন প্রথমে বিশ্বজিৎ দাস এবং জয়ন্ত রায় নামে দুই তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই দুজন চুরির ঘটনায় নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। এরপর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত জয়ন্ত ভোলানাথপাড়ার বাসিন্দা এবং বিশ্বজিৎ ছোট ফাপড়ির বাসিন্দা।

পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে ওই দুই অভিযুক্ত জানায়, চুরি করা সামগ্রী তারা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের লিম্বুবস্তি এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ জাভেদ ও মহম্মদ মঞ্জুরের কাছে বিক্রি করেছিল। এরপর তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মহম্মদ জাভেদ ও মহম্মদ মঞ্জুরকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।



চন্দননগর মডেলে সাজবে মহানন্দার ঘাট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড রোডের আলোকসজ্জা ও সাজসজ্জা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার কেন্দ্রে। জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী এই রাস্তার মনোমুগ্ধকর সাজ নজর কাড়ছে সকলের। সেই সাজের অনুপ্রেরণায় এবার শিলিগুড়ির মহানন্দা নদীর ঘাটগুলিকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা করছে পর্যটন দপ্তর। পার্বতী ঘাট থেকে লালমোহন মৌলিক ঘাট পর্যন্ত নদীর পাড়কে স্থায়ীভাবে সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে দপ্তরের অন্দরে বৈঠক হয়েছে। তৈরি করা হচ্ছে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর)। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।



জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে চন্দননগরের আলোকসজ্জা।

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'পার্বতীঘাট থেকে শুরু করে লালমোহন মৌলিক ঘাট পর্যন্ত শহরের ঘাটগুলিকে স্থায়ীভাবে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দ্রুতই কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

এবার চন্দননগরের বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী স্ট্র্যান্ড রোড। আলো ও কাপড়ের সংমিশ্রণে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা রাস্তা। কোথাও ছোট ছোট তোরণ তৈরি করে তার মধ্যে দিয়ে টুনির আলোয় সাজানো হয়েছে রাস্তার অংশ। কোথাও আবার তোরণের মধ্যে ছোট ছোট ছাতা লাগিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে আলোর সাজ তৈরি করা হয়েছে। তোরণগুলি অবশ্য অস্থায়ী কাঠামো দিয়ে তৈরি।

মহানন্দার ঘাটগুলিতে অবশ্য একই ধরনের সাজ স্থায়ীভাবে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্ট্র্যান্ড রোডের মতো অতটা বড় না হলেও লালমোহন মৌলিক ঘাট সংলগ্ন নদীর পাড় বরাবর সৌন্দর্যায়নের জায়গাটি যথেষ্ট দীর্ঘ। ইতিমধ্যেই শহরবাসীর একাংশের কাছে এই এলাকা পছন্দের জায়গা হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে মানুষ সেখানে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। পর্যটন দপ্তরের ধারণা, গোটা সৌন্দর্যায়নের এলাকাটিকে একই ধাঁচে সাজানো গেলে সন্ধ্যার পর সেই জায়গার আকর্ষণ আরও বাড়বে। শুধু লালমোহন মৌলিক ঘাট নয়, পার্বতীঘাটের দিকেও বিশেষ নজর রয়েছে দপ্তরের। ঘাটটি ইতিমধ্যেই বেশ সাজানো-গোছানো রয়েছে।

পার্বতীঘাটে মাঝেমধ্যেই আসেন ঋষিরাজ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড রোড দেখেছি। আমাদের এখানেও ঘাটগুলি এভাবে সাজানো হলে আমরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি, ভিডিও দিতে পারব।'

চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড রোডের আলোকসজ্জা ও সাজসজ্জার আদলে শিলিগুড়ির মহানন্দার ঘাটগুলিকে সাজানোর পরিকল্পনা করছে পর্যটন দপ্তর। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই বৈঠক হয়েছে এবং ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে।





মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর

ধলতা নিলে কড়া ব্যবস্থা

অরিন্দম বাগ ও নারায়ণ সরকার

মালদা ও পুরাতন মালদা, ১৮ নভেম্বর : ধান কাটার কাজ কোথাও শেষ হয়েছে, আবার কোথাও প্রায় শেষের দিকে। আর সপ্তাহ দুয়েক পর থেকেই জেলায় জেলায় শুরু হবে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান কেনার পালা। তারই মধ্যে বুধবার মালদায় এসে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া ঘোষণা করলেন, এবার থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনার সময় ধলতা নিলেই হবে কড়া পদক্ষেপ। সেইসঙ্গে আসন্ন ধান কেনার মরশুমে ধান ক্রয়কেন্দ্রের আশপাশে মধ্যস্বত্বভোগীদের দেখা মিললেই তাদের ধরে জেলে ভরার হুঁশিয়ারিও দিলেন খাদ্যমন্ত্রী। ঘটনাচক্রে এদিনই ছিল নবান্ন। নবান্নের দিন ধলতা বন্ধের নির্দেশে স্বস্তির ছাপ চাষিদের মুখে।

ধলতা হল ধান কেনাবেচার সময় নির্ধারিত ওজনের অতিরিক্ত ধান কেটে নেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রথার ফলে কৃষকরা তাঁদের প্রাপ্য দাম থেকে বঞ্চিত হন। তা নিয়ে প্রতিবছরই চাষিদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের বিষয়টি উঠে আসে। এদিন মালদায় ধলতামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার ডাক দিয়েছেন অশোক। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'সারা রাজ্যে কোথাও এক কেজিও ধলতা নেওয়া যাবে না। সরকারের তরফে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা, কোনও চাষি এক কেজিও ধলতা দেবেন না। চাষিরা যাতে সঠিকভাবে ধান বিক্রি করতে পারেন, সেদিকে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হবে।'



প্রশাসনিক বৈঠকে অশোক কীর্তনিয়া। বুধবার মালদায়।

> কোনও চাষি এক কেজিও ধলতা দেবেন না। চাষিরা যাতে সঠিকভাবে ধান বিক্রি করতে পারেন, সেদিকে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হবে।
>
> -অশোক কীর্তনিয়া
> খাদ্যমন্ত্রী

মন্ত্রীর এই কড়া বক্তব্যে স্বভাবতই খুশি চাষিরা। যেমন মালদার এক ধানচাষি অর্জুন সরকার বলেন, গত বছরও প্রতি কুইন্টাল ধানে কেউ আড়াই কেজি, কেউ ৩ কেজি করে ধলতা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, 'ধান ভেজা না থাকলেও আমাদের থেকে ধলতা নেওয়া হয়। ধলতা দিতে রাজি না হলে মিল মালিকরা ধান নিতে চান না। সরকার যদি এই ধলতা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারে, তবে আমাদের খুব উপকার হবে।'

আবার উঠছে মন্ত্রীর নির্দেশ মান্য করার কথাও। পুরাতন মালদার ধানচাষি বাসুদেব রাজবংশীর বক্তব্য, 'গত সরকারও ধলতা বন্ধের কথা বলেছিল। কিন্তু সেটা কার্যকর হয়নি। কিষান মান্ডিতে ধান বিক্রি করতে গেলেই সমস্তটা বোঝা যাবে।' তাঁর অভিযোগ, কিষান মান্ডিতে ধান বিক্রি করতে গিয়ে ধলতার পাশাপাশি আলাদা করে আরও ৫০০ টাকা করে নেওয়া হত। প্রদীপ রাজবংশীর মতো অনেকেই আশাবাদী, নতুন সরকারের উদ্যোগে এবার ধলতা প্রথা বন্ধ হতে পারে। মন্ত্রীর এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন জয়দেব সাহার মতো চালকল মালিকরাও।

এদিন ধান কেনায় ফড়েরাজ নিয়েও সরব হয়েছেন অশোক। বলেন, 'এর আগে একজন মিল মালিক আমাকে জানিয়েছিলেন, বিগত সরকারের আমলে মধ্যস্বত্বভোগীরা লুটপাট করে খেয়েছে। আমি জেলা প্রশাসনকে এই সমস্ত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করতে বলেছি। সেই তালিকা পুলিশকে পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছিল। সেটা যাচাই করতে বলা হয়েছে।'

ফড়েরাজ প্রসঙ্গে এক ধানচাষি বলেন, গত বছর পর্যন্ত তাঁর কাছে ধান বিক্রির কার্ড না থাকায় সরাসরি ধান বিক্রি করতে পারেননি। দালালের কাছে ধান বেচেছেন ১৫০০-১৮০০ টাকায়। দালালদের সরিয়ে দিলে কৃষক বাঁচবে বলে মনে করেন তিনি।

এদিন সকাল ১১টা নাগাদ পুরাতন মালদার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত খেজুরিয়া গ্রামে সারপ্রাইজ ভিজিট করেন খাদ্যমন্ত্রী। জেলা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে উপভোক্তাদের র‍্যাশনপ্রাপ্তি, চালের গুণমান ও কার্ড অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ খতিয়ে দেখেন। পার্শ্ববর্তী পাঁচ গ্রামের র‍্যাশন দোকানেও চাল, গমের গুণমান এবং চিনি ও ময়দার ওজন পরীক্ষা করেন। গ্রামবাসীদের অভাব-অভিযোগ শুনে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

এদিকে, ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় এদিন অশোকের সঙ্গে বৈঠক করতে এসে তৃণমূল বিধায়করা এতদিন চুরি করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করেছেন রহিম বক্সীর মতো বিধায়করা।



রাজস্থানে ঐতিহ্যবাহী পুষ্করমেলায় উটের কেরামতি। বুধবার। -এএফপি

অনলাইনেই মিটছে বিমার জট

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : বিমা সংক্রান্ত হয়রানি রুখতে গ্রাহকদের বড় ভরসা হয়ে উঠেছে 'বিমা ওমবাডসম্যান'। সম্প্রতি সংস্থার কলকাতা কেন্দ্র জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং আন্দামানের গ্রাহকদের জন্য তারা গত বছরের তুলনায় চলতি বছর ২২.৯৩ শতাংশ বেশি অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছে। এবছর মোট ৩৬০৪টি অভিযোগ জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৩০৩৪টির দ্রুত সমাধান হয়েছে। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক দিক হল, এবছর অনলাইনে অভিযোগ জানানোর প্রবণতা গত বছরের ২৬.২৭ শতাংশের তুলনায় একলাফে বেড়ে ৫০.৩ শতাংশ হয়েছে। বিনা খরচে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা দাবির অভিযোগ এখানে জানানো যায়। www.cioins.co.in ওয়েবসাইটে বাড়িতে বসেই অনায়াসে অভিযোগ দায়ের এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নেওয়ার সুবিধাও রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ জোনের দায়িত্বে বাপি

জলপাইগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীকে উত্তরবঙ্গ জোনের ইনচার্জ করল দল। বুধবার রাজ্য নেতৃত্বের তরফে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, পাঁচজন রাজ্য সাধারণ সম্পাদককে পাঁচটি জোনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা নিয়ে গঠিত জোনের দায়িত্ব পেয়েছেন বাপি। বাম জমানা থেকেই বুথ স্তরে বিজেপির সংগঠক হিসেবে পরিচিত বাপি। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। বর্তমানে রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পাশাপাশি দলের রাজ্য কোর কমিটির সদস্য তিনি। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর বাপি বলেন, 'আমি দলের একজন কর্মী। দল যখন যেভাবে দায়িত্ব দিয়েছে, সেভাবেই পালন করার চেষ্টা করেছি। আগামী দিনেও দলের দেওয়া দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব।'

বিজেপির বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : দলের পুরোনো কয়েকজন নেতাকে নিয়ে বৈঠক করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু। বুধবার তিনি শিলিগুড়ি শহরে পূর্ত দপ্তরের ভবনে এই বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল। দলীয় সূত্রে খবর, পুরোনো বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে নানা সাংগঠনিক খবর জানতে চান রথীন। দলের অন্দরের খবর, জেলায় বিজেপিতে নতুন-পুরোনো দ্বন্দ্ব বাড়ছে। অরুণ পরে একটি বর্ধিত ওয়ার্ডে গিয়ে সেখানকার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

আগামী বছর সেবক-রংপো ট্রেন চলাচল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : আগামী বছর শেষ হওয়ার আগেই চালু হয়ে যাবে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প। ওই প্রকল্প শেষ হওয়ার আগে পাহাড়ে আরও দুটি প্রকল্পের কাজ শুরু করতে চাইছে রেল। সেই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) আশিস বনসল। বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে রংপো-সারামসা এবং মেল্লি-ডেনটাম প্রকল্প দুটি। নতুন প্রকল্প দুটির ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের প্রতিনিধিদলটি সিকিমের সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বার সঙ্গেও বৈঠক করেছে।

ট্রেনে চেপে পুজোতে সিকিম, এমন স্বপ্ন পর্যটকরা দেখছেন অনেক বছর ধরেই। কিন্তু কিছুতেই সেই স্বপ্নপূরণ হচ্ছে না। 'প্রকল্পের কাজ শেষ হতে আরও কিছুদিন লাগবে', সেবক-রংপো প্রকল্প নিয়ে বারবার এ কথা বলা হয়েছে রেলের তরফে। তবে আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ১০০ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে সম্প্রতি জানিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। মঙ্গলবার সিকিম প্রশাসনকে একই আশ্বাস দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ)। প্রকল্পে কতদূর কাজ হয়েছে, এখন কী কী কাজ হচ্ছে এবং সমস্ত কাজ কবে শেষ হবে, সমস্ত বিষয়ই এদিন রেলের তরফে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী এবং সাংসদকে জানানো হয়েছে। ৪৪.৯৬ কিলোমিটারের প্রকল্পটিতে এখন লাইন পাতা এবং বৈদ্যুতিকরণের কাজ চলছে। প্রথম পর্যায়ের ট্রায়াল রান জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে হবে বলে নির্মাণ সংস্থা ইরকন সূত্রে খবর।

সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পটিকে গ্যাংটক এবং পরবর্তীতে নাথু লা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। ওই কাজ দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে রংপো-সারামসার কাজ শুরু করে দিতে চাইছে রেল। রেলের তরফে ইতিমধ্যে সমীক্ষা এবং জমি জরিপের কাজ শেষ করা হয়েছে। এই প্রকল্পটির কাজের অগ্রগতি সম্পর্কেও একটি রিপোর্ট তুলে ধরা হয় সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপ্রকল্পটির ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের তরফে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রেলকে। প্রকল্পটিতে রেললাইন যাবে রানিপুল হয়ে। এ ছাড়াও রেলের তরফে মেল্লি-ডেনটাম প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও সমীক্ষা এবং জমি জরিপের কাজ শেষ করা হয়েছে। সেই সংক্রান্ত রিপোর্টও রেলের তরফে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পশ্চিম সিকিমের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে।



- আগামী বছর শেষ হওয়ার আগেই চালু হয়ে যাবে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প
- সিকিম পাহাড়ে আরও দুটি নতুন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু করতে চাইছে রেল
- জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের তরফে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিকিমের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে রেল সমস্ত পদক্ষেপ করছে।'

হিম্মত থাকলে আটকাক : দিলীপ

প্রথম পাতার পর

উত্তরপ্রদেশ মডেলে বুলডোজার ব্যবহারে তাঁদের সরকার পিছপা হবে না। বিরোধীরা অবশ্য এধরনের মন্তব্যের বিরোধিতায় সরব। মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'আমরাও খুনি, ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। কিন্তু তার মানে এনকাউন্টার নয়। আইন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে দোষী শাস্তি পাক।'

সিপিএমের সুজন চক্রবর্তীর কথায়, 'বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করে দিতে এটা বিজেপির পরিকল্পিত অবস্থান। মানুষ আইন-আদালতের প্রতি যত আস্থা হারাবে, তত ওদের লাভ।' কেন এমন এনকাউন্টার-প্রিয় হয়ে উঠছে বাংলার বিজেপি সরকার? পঞ্চায়েতমন্ত্রীর যুক্তি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও এনকাউন্টার হয়ে থাকে। তাঁর কথায়, 'যাঁদের কব্জির জোর নেই, তাঁরা করেন (এনকাউন্টার) না। তাঁরা অপরাধীদের সঙ্গে সমঝোতা করেন। আমাদের সরকার তা করবে না।'

বিজেপির এই দাবাং নেতার যুক্তি, 'পুরো সমাজ, রাজনীতির অপরাধীকরণ হয়ে গিয়েছে। সেই অবস্থাকে ঠিকঠাক করতে আইন কাজ করছে, পুলিশ কাজ করছে।' কুণালের পালটা মত, 'সরকার যদি বারবার পুলিশের থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছে বলে এনকাউন্টারের সাফাই দেয়, তাহলে পুলিশ-প্রশাসনের অপদার্থতাই প্রমাণিত হয়।'

দিলীপ রাজনীতিতে ভেসে থাকার জন্য এসব বলছেন বলে মন্তব্য করেন বেলেঘাটার বিধায়ক। তাঁর ভাষায়, 'রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন দিলীপ ঘোষ ছিলেন বিজেপির জনপ্রিয়তম এবং দাবাং নেতা। এখন মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তাঁর দলের অনেক মেজ, ছোটে মন্ত্রীরা মুখ খুলছেন। ফলে হয়তো ওঁর আত্মবিশ্বাসে টান পড়ছে। তাই এসব বলছেন।'

রাজ্যে গত জুলাইয়ে প্রথম এনকাউন্টারের সময় থেকে পুলিশকে সমর্থন করে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বারবার বলছেন, পুলিশকে 'খোলা ছুট' দেওয়া আছে। বন্দুক ও গুলি পুলিশের পকেটে রেখে দেওয়ার জন্য নয়। গুলি চালানোর প্রয়োজন হলে পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসারের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। গোটা সরকার ও শাসকদল যে এনকাউন্টারের সমর্থনে মরিয়া যুক্তি দিচ্ছে, তা এতে স্পষ্ট।

তৃণমূল রাজত্বে বিরোধী থাকাকালীন বাংলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্নে বারবার উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের দৃষ্টান্তকে সামনে আনত বিজেপি। বিপরীতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাকে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট করে ছাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করত বিরোধীরা। পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটে যেভাবে সরকার পরিচালিত হয়, বাংলা সেই পথেই হাঁটবে। সেই মনোভাবেরই প্রতিফলন বিজেপির মন্ত্রীদের কথায়।

সর্বশেষ দিলীপের হুঁশিয়ারি, 'হিন্দু মা-বোনেদের দিকে খারাপ নজরে তাকালে বীরভূমের মতো অবস্থা হবে। ৫ কেন, ৫০০ এনকাউন্টার হলেও কম হবে।' পঞ্চায়েতমন্ত্রীর এই 'হিন্দু মা, বোনেদের দিকে খারাপ নজরে তাকানোর...' মন্তব্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ইঙ্গিত দেখছেন অনেকে।

গাড়ি দেখলেই চাঁদার 'জুলুম'

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড়ের অদূরে চারচাকার মালবোঝাই গাড়ির চালকদের কাছ থেকে চাঁদার জন্য জুলুমবাজির অভিযোগ উঠল একদল তরুণের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনাটি নিয়ে গাড়ির চালক একটি ভিডিও (উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি) করে সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করেছেন। ভিডিওটিতে চালকের সঙ্গে ওই তরুণদের বাদানুবাদ হতে দেখা গিয়েছে। এমনকি ভিডিওতে আরও দেখা গিয়েছে, ঘটনা চলাকালীন তাঁদের মধ্যে একজন পালটা মোবাইল ফোন বের করে ভিডিও করতে শুরু করেন।

ভিডিওতে চালককে বলতে শোনা যায়, 'মোটা টাকা চাঁদার জন্য এমন জুলুমবাজি কোথাও হয় না। চাঁদা না দিলে গাড়িতে মাল লোড করতে দেওয়া হবে না, এই জিনিস বরদাস্ত করা যায় না।' গোটা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর অবশ্য ওই তরুণরা রাস্তা ছেড়ে সরে যান। এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, রাস্তা আটকে সারা বছরই নানা কারণে চাঁদা তোলা হয়। পুজো কিংবা খেলা-কোনও কিছুতেই বাদ যায় না। যদিও এদিন এলাকায় গিয়ে চাঁদার জন্য সেভাবে রাস্তা আটকাতে কাউকে দেখা যায়নি। এলাকার এক পানের দোকানদার বলেন, 'বাণেশ্বর মোড় এলাকায় অনেক গোডাউন রয়েছে। বাইরে থেকে গাড়ি এলেই চালকদের থেকে টাকা তোলা হয়। প্রতিটি গাড়ি থেকে অন্তত ২০০ থেকে ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। পুলিশের বিষয়টি দেখা উচিত।'

বিষয়টি নিয়ে ভক্তিনগর থানার এক কর্তা জানান, অভিযোগ পেলে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

রেলগেট বন্ধ আপাতত স্থগিত

প্রথম পাতার পর

নির্মাণের কাজ শেষ হলে সেখানকার রেলগেটটিও বন্ধ করা হবে বলে জানিয়েছেন রেলকর্তারা।

মহাবীরস্থানের রেলগেট বন্ধের তোড়জোড় শুরু হতেই প্রতিবাদে সরব হয় সিপিএম। প্রতিবাদ সভা, অবস্থান ও স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনে নামে তারা। সিপিএমের দাবি, রেলগেট দুটি বন্ধ হলে শহর কার্যত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রভাব পড়বে। ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ হওয়ার পর মহাবীরস্থানের রেলগেট বন্ধের বিষয়টি কার্যত নিশ্চিত হতেই শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জেলা শাসককে রেলকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেন। সম্প্রতি শিলিগুড়ি সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রীও রেল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'রেল নিয়ে কিছু বিষয় আছে। সেটা সাংসদ রাজু বিস্টকে বলেছি। উনি এই এলাকার সিনিয়ার সাংসদ।'

সূত্রের খবর, এরপরই জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা রেল আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই রেলগেট বন্ধের উদ্যোগ আপাতত স্থগিত রেখে বিকল্প ব্যবস্থা করার কথা জানানো হয়েছে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে আপাতত স্বস্তি শহরবাসীর। তবে খরচ বাঁচাতে রেল কর্তৃপক্ষ পরবর্তী সময়ে কী পদক্ষেপ করে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'আমরা রেলকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তবে ঘটনাচক্রে কিছুটা সমন্বয়ের অভাব ছিল। তার জন্য শহরের মানুষকে কিছু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।' তিনি বলেন, 'শহরের বিধায়ক হিসেবে প্রথম দিন থেকেই নীরবে কাজ করে চলেছি। বড় বিবৃতি দেওয়ার পরিবর্তে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে রেলমন্ত্রীকেও চিঠি লিখেছিলাম। উন্নয়নের প্রশ্নে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মানুষের জন্য যেটা ভালো, তার জন্য সর্বদা চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্ব না জেনে বক্তব্য পেশ করেছে, তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' তাঁর কথায়, 'যাঁরা না জেনে মন্তব্য করেন, তাঁরা এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন যে, যে শহরে আমি বড় হয়ে উঠেছি, সেই শহরের সুবিধা-অসুবিধা বোঝার মতো নিশ্চয়ই আমার সামর্থ রয়েছে।'

কাঁটায় বিদ্ধ পদ্ম

প্রথম পাতার পর

সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এক নেতার আত্মীয়ের নাম জড়ালেও গেরুয়া শিবিরকে পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। নিয়ন্ত্রিত বাজার সংলগ্ন কয়েকটি ওয়ার্ডেও সংঘের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ ও বিজেপির জেলা স্তরের কয়েকজন নেতার নাম তোলাবাজিতে জড়িয়েছে। জেলা নেতৃত্বের কাছে অভিযোগও গিয়েছে। তারপরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। শহরের মহাবীর স্থান, নয়াবাজার এলাকায় এক মন্ত্রীর নাম করে দলের এক পুরোনো নেতা, সংঘের একটি শাখা সংগঠনের এক নেতা এবং আরও কয়েকজন যুব নেতার বিরুদ্ধেও মোটা অঙ্কের তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। খোদ মন্ত্রীই তা জানতেন না বলে দাবি। এসব প্রকাশ্যে আসার আগেই দলের অন্দরে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ১১, ১২, ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে নানা কাজ করে দেওয়ার কথা বলে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। জেলা বিজেপির নেতাদের অনেকেই এসব জানেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি দলীয় নেতৃত্বকে।

তোলাবাজি নিয়ে কঠোর পদক্ষেপের অবস্থানের কথা বলছেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী। শিলিগুড়িতে ফেব্রুয়ারিতে পুরভোট হতে পারে। তার আগে এমন অভিযোগ যে ভোটের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে, তা স্বীকার করছেন নেতাদের অনেকে। বিজেপির পুরোনো এক নেতা বলেন, তোলাবাজির ঘটনায় যাঁদের সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তাঁরাই যদি সেই ঘটনায় যুক্ত থাকেন, তাহলে সঠিক ব্যবস্থা বাতুলতা মাত্র। পুরভোটে দলকে তা ভোগাতে পারে।

ফের খুলছে

প্রথম পাতার পর

পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখনই তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা সবাই তৃণমূল-আশ্রিত। খগেন ও শংকর ওই জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সময় রাস্তায় হামলার মুখে পড়েন। কাটা পাথরের আঘাতে সাংসদ মারাত্মক জখম হন। শংকরের ওপরও হামলা হয়। খগেনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এবং পরে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় ২০ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৬ অক্টোবর তিনি মালদার বাড়িতে ফেরেন। পরে বিজেপির তরফে কয়েকজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগপত্রে নাম থাকা কয়েকজন সহ নাম ছিল না এমন কয়েকজনকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জেল হেপাজতে থাকার পর ওই ধৃতরা জামিনও পান।

বুধবারের অনুষ্ঠানে সাংসদ নিজেও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

বিপদে উত্তরবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ, নিয়মিত নজরদারি এবং আগাম সতর্কতা জোরদার করতেই এই তালিকা তৈরি করেছে ভুটান সরকার। সমীক্ষায় জানানো হয়েছে, ভুটানে বর্তমানে ৬৭৩টি হিমবাহ রয়েছে। ২০১৮ সালের সমীক্ষায় এই সংখ্যা ছিল ৭০০। হিমবাহের মোট আয়তনও ৬২৯.৫৫ থেকে কমে ৫৭১.৮৬ বর্গকিলোমিটার হয়েছে। অর্থাৎ, বরফের ভাণ্ডার কমছে, অথচ তা গলে জল জমে হ্রদের সংখ্যা বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উত্তরবঙ্গের বিপদের প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফো ছু ও মো ছু অববাহিকা। এই দুই নদী ভুটানের পুনাখায় মিলিত হয়ে পুনা সাং ছু তৈরি করেছে। পরে সেই নদী সংকোশ নামে ভারতে প্রবেশ করেছে। ফলে এই অববাহিকার হিমবাহ হ্রদে বড় বিপর্যয় ঘটলে তার জলপ্রবাহের অভিঘাত পড়তে পারে আলিপুরদুয়ারের সংকোশ নদীসংলগ্ন এলাকায়। বিশেষ করে কুমারগ্রাম ও সংকোশ সংলগ্ন জনপদ, কৃষিজমি এবং নদীর ওপর থাকা সেতুগুলি নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে। নদী গবেষক রঞ্জন রায়ের কথা, 'ভুটানে যেভাবে হিমবাহ কমছে তাতে যে কোনও সময় বড় বিপদ হতে পারে। নীচে থাকা উত্তরবঙ্গকে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। নদী তীরবর্তী এলাকায় বিপজ্জনক নির্মাণে রাশ টানাও অত্যন্ত জরুরি।'

২০২৪ সালে 'ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস অ্যান্ড আর্থ সিস্টেম সায়েন্সেস' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণায় ভুটানের থোরথোরমি হ্রদ ভাঙার সম্ভাব্য পরিণতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষকদের মডেল অনুযায়ী, বাঁধ ভাঙলে চার ঘণ্টার মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ৩৬০ ঘনমিটার জল বেরিয়ে আসতে পারে। তাতে ভুটানের পুনাখা ও ওয়াংদু ফোদরাং এলাকায় ১,২৭৭টি বাড়ি এবং ২৪৫ হেক্টর কৃষিজমি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই পরিমাণ জল পুনা সাং ছু হয়ে সংকোশের দিকে নামলে ভারতীয় অংশেও নদীর জলস্তর দ্রুত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও গবেষণাটি উত্তরবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতির কোনও নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান দেয়নি।

২৯ অক্টোবরের শিনতাফু বিপর্যয় এই আশঙ্কাকে বাস্তবের মাটিতে নিয়ে এসেছে। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর অধীন ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারের উপগ্রহ বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, বিপর্যয়ের আগে শিনতাফু হ্রদের আয়তন ছিল ২৫.৩০ হেক্টর। ১ নভেম্বর তা কমে দাঁড়ায় ৬.৬০ হেক্টরে। অর্থাৎ, প্রায় ৭৪ শতাংশ জলভাগ কমেছে। ভুটানের মূল্যায়ন অনুযায়ী, দুটি হ্রদ থেকে প্রায় ৬১ লক্ষ ঘনমিটার জল বেরিয়ে এসেছিল। সেই জল মো ছু দিয়ে পুনাখায় পৌঁছে পুনা সাং ছু এবং পরে সংকোশ নদীতে প্রবাহিত হয়েছে। যার দরুণ আলিপুরদুয়ার ও নিম্ন অসমে সতর্কতা জারি এবং নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে, চামখার ছু অববাহিকার তিনটি সম্ভাব্য বিপজ্জনক হ্রদ ভাঙলে তার জল মানস নদী ব্যবস্থায় পৌঁছাতে পারে। তার প্রভাব মূলত অসমের দিকে পড়ার আশঙ্কা। ভুটানের এই ১৭টি হ্রদের কোনওটিকে সরাসরি তোর্ষা, রায়ডাক বা জলঢাকা নদীর বিপদের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। ফলে উত্তরবঙ্গের সব নদীকেই একই বিপদের আওতায় ফেলা ঠিক হবে না। তবে ভুটানের হিমবাহ ও নদী ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তনের উপর নজর রাখা অত্যন্ত জর

লক্ষ্য বদলা ও বদল

সবুজের সমারোহে আজ শুরু টেস্ট সিরিজ

ওয়েলিংটন, ১৮ নভেম্বর : বিস্তর প্রতিবন্ধকতা!

সাম্প্রতিক অতীতে লাল বলের ক্রিকেটে খেলা শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়া এমন কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছে কি? জবাবে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের নাজেহাল অবস্থা হতে বাধ্য।

প্রথম সমস্যা, ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের সবুজ বাইশ গজ। যেখানে আউটফিল্ড ও পিচকে আলাদাভাবে চেনাই যাচ্ছে না। দ্বিতীয় সমস্যা, ওয়েলিংটনে সারাদিন ধরে চলা প্রবল হাওয়ার দাপট। হাওয়ার দাপটে বলের নড়াচড়া আরও তীব্র হয়। তৃতীয় সমস্যা, অনভিজ্ঞতা। পরিসংখ্যান ও ইতিহাস বলছে, টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটারদের মধ্যে একমাত্র ঋষভ পন্থ বাদে কারোরই নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নেই। চতুর্থ সমস্যা, ম্যাট হেনরি। চোটের কারণে কিউয়ি জোরে বোলার একদিনের সিরিজে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছিলেন। আর সেই ম্যাচে ছয় উইকেট নিয়ে একাই টিম ইন্ডিয়াকে চূর্ণ করেছিলেন। হেনরি বৃহস্পতিবার বেসিন রিজার্ভের মাঠে ফের 'ঘাতক' হিসেবে হাজির হতে চলেছেন।

সাদা বলের সিরিজ অতীত। আগামীকাল থেকে ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের মাঠে শুরু হতে চলেছে লাল বলের যুদ্ধ। শুধু কি যুদ্ধ? নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু? কে জানে। আইসিসি-র টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে আপাতত শীর্ষস্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। শুভমান গিলের ভারতের অবস্থান চারে। এখানেই শেষ নয়। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার জন্য জিততেই হবে পরিস্থিতি। টম ল্যাথামের নিউজিল্যান্ডকে তাদের ঘরের মাঠে হারাতে পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার লাইফলাইন পাবেন শুভমানরা। হেরে গেলে ফাইনালের পথ নিশ্চিতভাবেই কঠিন হবে। তথ্য ও পরিসংখ্যানের এমন নানা কচকচির পাশে রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে অদৃশ্যভাবে হাজির থাকা একটা শব্দ, 'বদলা'।

বছর কয়েক আগে কিউয়িরা ভারত সফরে হাজির হয়ে রোহিত শর্মার ভারতকে হোয়াইটওয়াশ করেছিল। তিন টেস্টের সিরিজের সব ম্যাচ জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। হিটম্যান লাল বলের ক্রিকেটে অতীত হয়ে গেলেও ব্যর্থতার সেই যন্ত্রণা এখনও প্রবলভাবে রয়েছে শুভমানদের সংসারে। নিউজিল্যান্ডের ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়া কি 'বদলে' গিয়ে 'বদলা' নিতে পারবে? ক্রিকেট দুনিয়ায় প্রবলভাবে চলা এই আলোচনার মাঝেই বুধবার বেসিন রিজার্ভের মাঠে চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব সেরে ফেলল টিম ইন্ডিয়া। আর অনুশীলন দেখে যদি ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করতে হয়, তাহলে অধিনায়ক শুভমানের কথাই ঠিক। চার পেসারে ওয়েলিংটন অভিযানে নামছে টিম ইন্ডিয়া। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ নিশ্চিতভাবেই প্রথম একাদশে থাকছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ পেসার হিসেবে অংশুল কম্বোজ, আকাশ দীপ, গুরনুর ব্রার ও নীতীশকুমার রেড্ডির লড়াই জমে উঠেছে। রাতের দিকের খবর, নীতীশ ও অংশুলের খেলার সম্ভাবনা প্রবল। তুলনায় ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডার অনেকটাই স্পষ্ট। লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল ইনিংস ওপেন করবেন। তিন নম্বরে দেবদত্ত পাডিক্কাল। চার নম্বরে অধিনায়ক শুভমান। পাঁচে ঋষভ। ছয়ে ধ্রুব জুরেল। সাতে অলরাউন্ডার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজার খেলা নিশ্চিত।

ছয় বছর আগে শেষবার যখন নিউজিল্যান্ড সফরে এসেছিল টিম ইন্ডিয়া, প্রথম টেস্ট ছিল বেসিন রিজার্ভের মাঠেই। প্রথম ইনিংসে ১৬৫ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯১ রানে অলআউট হয়ে দশ উইকেটে ম্যাচ হেরেছিল বিরাট কোহলির ভারত। শুভমানের ভারত 'বদলে' গিয়ে ছবিটা বদলাতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার। এদিকে, বে ওভালে শেষ একদিনের ম্যাচের আসরে মন্থর ওভার রেটের কারণে ভারতীয় দলের ৩৫ শতাংশ ম্যাচ ফি কাটা গিয়েছে।



ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসনদের চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি হচ্ছেন শুভমান গিল। বুধবার ওয়েলিংটনে।

ওয়েলিংটন ডায়ারি

- জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ প্রথম একাদশে থাকছেন।
- তৃতীয় ও চতুর্থ পেসার হিসেবে নীতীশ কুমার রেড্ডি ও অংশুল কম্বোজের খেলার সম্ভাবনা প্রবল।
- ছয় বছর আগে টিম ইন্ডিয়া বেসিন রিজার্ভে প্রথম ইনিংসে ১৬৫ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯১ রানে অলআউট হয়ে দশ উইকেটে ম্যাচ হেরেছিল।



চেনা দায়। কোনটা মাঠ, কোনটা পিচ- মিলেমিশে একাকার। ওয়েলিংটনের সবুজে ঘেরা বাইশ গজ নিয়েই চলছে চর্চা।

পেস-অস্ত্রই হাতিয়ার নিউজিল্যান্ডের

সবুজ পিচ নিয়ে ভাবতে নারাজ মর্নি

ওয়েলিংটন, ১৮ নভেম্বর : কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দরজা এখনও খোলা ভারতীয় দলের জন্য। ৫১.৫২ শতাংশ জয়ের গড় নিয়ে তালিকায় চার নম্বরে গৌতম গম্ভীরের দল। অনেকটা এগিয়ে প্রথম তিনে নিউজিল্যান্ড (৭২.২২ শতাংশ), দক্ষিণ আফ্রিকা (৭১.৪৩ শতাংশ) ও অস্ট্রেলিয়া (৬৯.২৩ শতাংশ)। শুভমান গিলরা বাকি সাতটি টেস্ট জিতলে ৭০.৩৭ শতাংশে পৌঁছোবেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫টি ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২টি টেস্ট বাকি রয়েছে ভারতের। এরমধ্যে ৬টি জয় এবং ১টিতে হার মানেও ভারত আটকে যাবে ৬৪.৮১ শতাংশে। এককথায় প্রতিটি টেস্টেই জিততে হবে পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার যে তাগিদ নিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ তালিকায় শীর্ষে থাকা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া।

ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজে নামার আগের দিন বোলিং কোচ মর্নি মরকেলের গলায়ও আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া। দলের খেলোয়াড়দের জন্য সাফল্যের রেসিপিও বাতলে দিলেন। মরকেলের সাফ কথা, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে 'কমফোর্ট জোন' থেকে বেরিয়ে নতুনভাবে নিজেদের মেলে ধরা প্রয়োজন। বুধবারের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ফাইনালে উঠতে গেলে নিজেদের কিছুটা ধাক্কা দিতে হবে। চেনা গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে ছাপিয়ে যেতে হবে।'



উইকেটকিপিং অনুশীলনে ঋষভ পন্থ। স্লিপ ফিল্ডিংয়ের ফাঁকে আলোচনায় শুভমান গিল ও লোকেশ রাহুল। বুধবার ওয়েলিংটনে।

টেস্টের প্রথম সেশনেই রিংটোন সেট করার ওপরও জোর দিচ্ছেন। মরকেলের যুক্তি, পরিস্থিতি যদি দাবি করে, তাহলে বোলারদের বাড়তি ধকল সামলাতে হবে। শুধু প্রতিপক্ষ ব্যাটার নয়, বেসিন রিজার্ভের সবুজ পিচে ঝোড়ো হাওয়ার মোকাবিলাও করতে হবে। তবে এসব ফ্যাক্টরকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নন। এই নিয়ে সতর্ক করছেন দলকেও। মরকেলের দাবি, আবহাওয়া, পিচ নিয়ে ভেবে ফোকাস গুলিয়ে ফেললে সমস্যা বাড়বে। লাইন-লেংথের মতো বেসিক বিষয়গুলিতে জোর দিতে হবে।

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, অংশুল কম্বোজ, গুরনুর ব্রারদের নিয়ে গড়া পেস ব্রিগেডের ওপর আস্থাও রাখলেন। মরকেলের কথায় 'প্রথম একাদশে বোলিং ব্রিগেডের চেহারা যাই হোক না কেন, ২০টি উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা আছে আমাদের। বোলারদের দক্ষতা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সিরিজের আগে বুমরাহ প্রস্তুতি নিয়ে কথা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, টানা দুইদিন নেটে ব্যাটারদের বল করেছে লম্বা স্পেলে। আর ম্যাচের আগের দিন সাধারণত পেসারদের বিশ্রাম দেওয়া হয় তরতাজা রাখতে।'

ইতিবাচক মানসিকতার মধ্যে মরকেলের একটাই অসন্তোষ— সিরিজ মাত্র দুই টেস্টের। বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে মাত্র দুই টেস্টের সিরিজ আমার পছন্দ নয়। লাল বলের ক্রিকেট আরও বেশি করে হওয়ার পক্ষে আমি। তবে এখন এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। চোখ আপাতত আগামী কয়েকদিন ভালো ক্রিকেট উপহার দেওয়া।'

এদিকে সবুজ, বাউন্সি পিচে ভারতীয় ব্যাটারদের পরীক্ষা নিতে পেস-সর্বস্ব বোলিং আক্রমণকে হাতিয়ার করছে নিউজিল্যান্ড। ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, নাথান স্মিথের সঙ্গে জ্যাকব ডাফি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক টম ল্যাথাম কার্যত যে বোলিং লাইনআপের কথা জানিয়েও দিয়েছেন। ভারতের উদ্দেশ্যে ঘুরিয়ে পেস অস্ত্রকে হাতিয়ার করার হুংকার ছেড়ে আরও বলেছেন, 'আমরা তিনজন ফাস্ট বোলার এবং একজন পেস-অলরাউন্ডার খেলাব। একসঙ্গে একঝাঁক দক্ষ পেসার পাওয়াও ভাগ্যের। আর প্রত্যেকেই এই মুহূর্তে সুস্থ এবং ছন্দে রয়েছে।'



ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলাকে ভরসা দিলেন অভিষেক পোড়েল। বুধবার।

অভিষেক-অভিমন্যু জুটিতে ঝাড়খণ্ড দখল বাংলার

ঝাড়খণ্ড-১৪৮/৭
বাংলা-১৪৯/৩
(বাংলা ৭ উইকেটে জয়ী)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : সকালের শিশির নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। সমস্যা তৈরি হয়নি।

অতিরিক্ত স্পিনার খেলানোর পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনা কার্যকর করার প্রয়োজন হয়নি।

কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে প্রথম ম্যাচে হারের পর থেকেই দারুণ ছন্দে বাংলা দল। বুধবার চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র তিন নম্বর ম্যাচে সেই গিয়ে চাপে পড়েছিল গতবারের মুস্তাক আলি চ্যাম্পিয়ন ঝাড়খণ্ড। নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৪৮/৭ স্কোরে থেমে যান শিখর মোহন (৪২) বিরাট সিংরা (৪৫)। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অভিমন্যু-অভিষেকের দাপটে অনায়াসে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা।

সকাল নয়টায় খেলা শুরু হলে পিচে জোরে বোলারদের জন্য সহায়তা থাকবেই। আজ সেই সাহায্য কাজে লাগিয়ে মহম্মদ সামি (২৩/০), মুকেশ কুমার (৩৬/২), সায়ন ঘোষ (২৩/২), ঋষভ চৌধুরীরা (৩১/২) দুর্দান্ত বোলিং করলেন। বাংলার বোলারদের পিচ থেকে সাহায্য পাওয়ার কথা টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জয়ের পর স্বীকার কের নিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ মুম্বই থেকে বলছিলেন, 'আমাদের বোলাররা দারুণ বোলিং করেছে। পিচ থেকে সাহায্য ছিল ঠিকই। কিন্তু তারপরও নির্দিষ্ট লাইনে শৃঙ্খলার বোলিংয়ের মাধ্যমে ঋষভ-সায়ন-মুকেশরা সেরাটা দিয়েছে।' সকালের ম্যাচ হওয়ায় টস জেতাও বাংলার পক্ষে গিয়েছে। সঙ্গে দলের ব্যাটারদের দুর্দান্ত ছন্দ তো রয়েছেই। কোচ লক্ষ্মীরতনের পর্যবেক্ষণ, 'দল হিসেবে দারুণ একটা ম্যাচ খেললাম আমরা। দলের জয়ে ব্যাটার-বোলার সবারই অবদান রয়েছে। এই ছন্দ বাকি ম্যাচেও ধরে রাখতে হবে।' উল্লেখ্য, শুক্রবার মিজোরামের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ বাংলার।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

আগাগোড়া দাপুটে ক্রিকেট খেলে শেষবারের চ্যাম্পিয়ন ঝাড়খণ্ডকে ৮ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিল বাংলা। দলের জয়ে বড় ভূমিকা নিলেন অভিষেক পোড়েল (৩৪ বলে ৪৯) ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৪৮ বলে অপরাজিত ৬১)। মূলত অভিষেক-অভিমন্যুর ব্যাট হাতে দাপটের পাশে ৯২ রানের পার্টনারশিপ ম্যাচে ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। টসে জিতে ঝাড়খণ্ডকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু। মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের খোলা মাঠে সকালের শিশির সামলাতে

৭ নম্বর হলুদ জার্সিও অবসরে

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পর এবার চেন্নাই সুপার কিংস।

একই পথে হেঁটে মহেন্দ্র সিং ধোনির ৭ নম্বর হলুদ জার্সিকে 'অবসরে' পাঠাচ্ছে আইপিএলের সফলতম ফ্র্যাঞ্চাইজি। গতকাল মাহির অবসরের পর আবেগে ভেসেছিল ক্রিকেট মহল। সেই জের বজায় রেখে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সুপার কিংসের প্রিয় 'থালা'-র জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত। আগামী দিনে চেন্নাইয়ের কোনও খেলোয়াড়কে ৭ নম্বর জার্সি পরে খেলতে দেখা যাবে না।

আবেগতারিত মাহির জাতীয় দলের একঝাঁক প্রাক্তন সতীর্থ। স্মৃতিচারণা করে শচীন তেন্ডুলকার বলেছেন, 'আমার এখনও মনে

গর্বিত স্বাক্ষী, মাহি-আবেগে ভাসলেন রোহিতও

আছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাহির ব্যাটিং দেখে সৌরভকে বলেছিলাম, ছেলেটার পাওয়ার হিটিং স্পেশাল। যা মাহি বারবার প্রমাণ করেছে। ধোনির সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করতে পারা আনন্দের ছিল। আমি সবসময় বিশ্বাস করতাম, তোমার মধ্যে স্পেশাল কিছু আছে।' রোহিত শর্মা যেমন লিখেছেন, মাহির সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত, সময়, চিরকালীন স্মৃতি হয়ে থাকবে। আইপিএলের বাইশ গজে 'এল ক্লাসিকো' মুম্বই-চেন্নাই দ্বৈরথে পরস্পরকে তীব্র লড়াই-ও ছুড়ে দিয়েছেন। দুইজনেই পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। এদিন প্রিয় সতীর্থ, প্রতিপক্ষের বিদায় তাই আরও বেশি করে ছুঁয়ে গিয়েছে। রোহিত লিখেছেন, 'অসাধারণ আইপিএল কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন, ধোনিভাই। মাঠে প্রচুর মজা করেছি। বছরের পর বছর ধরে জমে রয়েছে প্রচুর স্মৃতি। যা চিরদিন থেকে যাবে।'

ব্যতিক্রম নন জসপ্রীত বুমরাহও। আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের শুরু। তার প্রাক্কালে ভারতীয় দলে নিজের প্রথম অধিনায়ককে নিয়ে বুমরাহ লিখেছেন, 'আমার প্রিয় ক্রিকেটার ও একজন অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। অসংখ্য স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করছে। এরজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লার কথায়, আইপিএলের উন্নতি ও সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিলেন ধোনি।

ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন মুখ বৈভব সূর্যবংশী অবশ্য কথা নয়, ছবিতে প্রিয় ধোনির প্রতি ভালোবাসা, আবেগ তুলে ধরেছেন। যে ছবিতে একফ্রেমে ধোনির সঙ্গে রয়েছেন তিনি। মাহিকে কিছু বলতে দেখা যাচ্ছে, যা বাধ্য ছাত্রের মতো শুনছে 'বেবি বস'। আইপিএলে দীর্ঘদিনের সতীর্থ সুরেশ রায়না লিখেছেন, 'কিছু কিছু জুটি ক্রিকেটের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়। কিছু যুগলবন্দির কোনও সীমা নেই। তেমনই কিছু কিংবদন্তির সত্যিকারের অবসর হয় না কখনও।'

বাকি দুনিয়ার মতো আবেগতারিত মাহি-ঘরনি স্বাক্ষী। স্বামীকে নিয়ে গর্বের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ভক্তদের। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে স্বাক্ষী লিখেছেন, 'ভালো নতুন কিছু শুরুর জন্য কিছু কিছু অধ্যায়ে ইতি টানতে হয়। বছরের পর বছর পর যারা মাহিকে সমর্থন করেছেন, ওর ওপর আস্থা রেখেছেন, তাঁদের হয়তো আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি না, তাঁদের হৃদয়ের অন্তরতম স্থান থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'



অবসরের পরদিনই ভক্তদের সঙ্গে কেক কাটলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

দুরন্ত পাজ, সেভেন স্টার আর্জেন্টিনা

কর্ডোবা, ১৮ নভেম্বর : কী অদ্ভুত মিল। জাপানের বিরুদ্ধে লজ্জাজনক হারের পর মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরকে সাত গোল দিয়েছিল ব্রাজিল। আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে গত ম্যাচে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল আর্জেন্টিনাকেও। বুধবার লিওনেল স্কালোনি ব্রিগেডও ঘরের মাঠে কোস্টারিকাকে ৭ গোলের মালা পরাল। এই গোলবন্যার শুরুটা ৮ মিনিটে করেন নিকো পাজ। ৩৮ মিনিটে তিনি দ্বিতীয়বার স্কোরশিটে নাম তোলেন। একাধিক রিপোর্টের মতে, মরিসিও



গোলের পর সতীর্থের সঙ্গে উল্লাস আর্জেন্টিনার নিকো পাজের।

পচেত্তিনো কোচ হয়ে আসার পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ভাবনায় রয়েছেন ২২ বছরের পাজ। তাঁর এদিনের পারফরমেন্স পচেত্তিনোকে স্বস্তি দেবে। শুধু নিকো নয়, হুলিয়ান আলভারেজ ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুওনোও জোড়া গোল করেন। আর্জেন্টিনার অন্য গোলটি অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের।

এদিকে, আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের পরও লিওনেল মেসির সঙ্গে আর্জেন্টিনার সম্পর্কের সুতোটা যে সহজে ছেঁড়ার নয়, তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। সম্প্রতি তাঁর সহকারী ওয়াল্টার স্যামুয়েল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। আর এই সুযোগেই মজার ছলে হলেও আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসিকে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন স্কালোনি।

স্কাই ২৫, জয়ের হ্যাটট্রিক মুম্বইয়ের

মুম্বই-২০৭ গোয়া-১৮৯ (মুম্বই ১৮ রানে জয়ী)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : শুরুটা দারুণ করেছিলেন। শেষ দুই ম্যাচের মতো আজও বড় রানের মঞ্চ তৈরিও করে ফেলেছিলেন মুম্বই অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

গোয়ার শুভম তোরির বলে বাড়তি আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে ১২ বলে ২৫ রানে থেমে গেল স্কাইয়ের ইনিংস। তার মধ্যেই তিনটি ছক্কা ও একটি বাউন্ডারি মেরে সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে হাজির শ'খানেক ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে তখন 'দিল মাঙ্গে মোর' আবহ তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি। সূর্যকুমার বড় রান না পেলেও ২০৭ রানের বড় স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল মুম্বই। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে গোয়া একসময় ম্যাচ জয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিল। শেষবেলার বল হাতে চমক দিলেন মুম্বইয়ের অলরাউন্ডার সাইরাজ পাতিল (২১ বলে ৪০ ও ২৭/৩)। সাইরাজের অলরাউন্ড দক্ষতার জন্যই ১৮ রানে গোয়াকে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে ফেলল মুম্বই। দলকে জেতানোর পর সাইরাজ জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের আইপিএলের লক্ষ্যে দিন কয়েক আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছিলেন তিনি। আইপিএলের আঙিনায় সুযোগ আসবে কিনা, তিনি জানেন না। কিন্তু ডাক পেলে সেরাটা দিতে তিনি তৈরি।



অলরাউন্ড পারফরমেন্স মুম্বইয়ের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন সাইরাজ পাতিল। বুধবার।

ডাকেটের শতরান, সিরিজ হার অস্ট্রেলিয়ার

হোবার্ট, ১৮ নভেম্বর : দুঃসময় পিছু ছাড়ছে না অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের। বাড়তে থাকা স্যান্ডপেপারগেট বিতর্কের মাঝেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের কাছে ওডিআই সিরিজ হারল তারা। বুধবার হোবার্টে ৯৭ রানে অজিদের দুরমুশ করে ১-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিল ইংল্যান্ড। সৌজন্যে ওপেনার বেন ডাকেটের ১৩৩ রানের ইনিংস এবং পরে পেসার সনি বেকারের (৪৫/৪) আগুনে বোলিং। প্রথম ম্যাচ হেরেও টানা দুটি ম্যাচ জিতল হ্যারি ব্রুক বাহিনী।

হোবার্টের ফ্ল্যাট পিচে শুরুতেই ঝড় তোলেন টম ব্যান্টন (৪৪)-ডাকেট। ১৫ ওভারে ১ উইকেটে ইংল্যান্ড ১১২ রান তুলে ফেলে। এরপর ম্যাট রেনশর (৫১/৩) স্পিনে ম্যাচে ফেরে অজিরা। পরে উইল জ্যাকসের ৪৮ বলে ৫৯ রানের ইনিংসে ইংল্যান্ড ৩২৮ রানে অল আউট হয়।

রান তাড়ায় নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া। সুইং কাজে লাগিয়ে প্রথম ২ ওভারেই দুই অজি ওপেনারকে ফেরান বেকার ও গাস অ্যাটকিনসন (৪৪/১)। শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। অ্যালেক্স ক্যারি এবং রেনশ (৫৫) চতুর্থ উইকেটে ৭৪ রান যোগ করেছিলেন। ক্যারি ফিরে যাওয়ার পর ২৬.১ ওভারে ১১৫/৫ হয়ে যায় অজিরা। শেষপর্যন্ত তারা ৪৫.৫ ওভারে ২৩১ রানে গুটিয়ে যায়।

আইপিএলে নতুন শট দেখাতে চান অঙ্গকৃশ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : জন্ম দিল্লিতে। বড় হয়েছেন মুম্বইয়ে। খেলেনও মুম্বইয়ের হয়ে।

আইপিএলের সুবাদে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে বছর কয়েক আগে তাঁর সম্পর্ক শুরু। সেই সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে এখন আরও মজবুত হয়েছে।

২০২৭ সালের আইপিএলের লক্ষ্যে গতকালই সব ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের তরফে রিটেনশন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকে ধরে রেখেছে। নাইট কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ অঙ্গকৃশ। এখন থেকেই ২০২৭ সালের আইপিএল ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন তিনি। মুম্বইয়ের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ খেলতে অঙ্গকৃশ এখন কলকাতায়। হায়দরাবাদ, গুজরাট, গোয়া- চলতি মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার আসরে এখনও বড় রান নেই অঙ্গকৃশের ব্যাটে। কিন্তু তারপরও আগামীর সাফল্যের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।

গোয়ার বিরুদ্ধে আজ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মুম্বইয়ের জয়ের হ্যাটট্রিকের পর অঙ্গকৃশ শোনালেন তাঁর স্বপ্নের কথা। বলছিলেন, 'সাদা বলের ক্রিকেটে, আগামী আইপিএলের লক্ষ্যে এখন থেকেই নানা পরিকল্পনা ঘুরছে মাথায়। সময়ের সঙ্গে সেই পরিকল্পনা বাস্তব করতে চাই।' মুম্বইয়ের পর কলকাতা অঙ্গকৃশের সেকেন্ড হোম। সেই সেকেন্ড হোমে সফল হওয়ার ব্যাপারে প্রবল আত্মবিশ্বাসী অঙ্গকৃশ। বুধবার বিকেলে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে দাঁড়িয়ে অঙ্গকৃশ স্বীকার করে নিয়েছেন, ২০২৭ সালের আইপিএলে নাইটদের জার্সিতে তাঁকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। আর সেই দায়িত্বের জন্য তিনি তৈরি। লক্ষ্যপূরণে 'স্কুপের' মতো শট খেলার প্রস্তুতি নিয়ে চলেছেন তিনি। অঙ্গকৃশের কথায়, 'কেকেআর রিটেইন করায় আমি খুশি, গর্বিতও। শেষ কয়েক বছর ধরেই কেকেআরের সংসারে রয়েছি। ফলে ভালোই জানি দল আমার থেকে কী চায়। নাইটদের জার্সিতে সেরাটা দেওয়ার জন্য আমি তৈরি।'



মুস্তাক আলি ট্রফির মাঝেই আগামী বছরের আইপিএল নিয়ে ভাবছেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী।

২০২৪ সালের আর খেতাব জেতা হয়নি কেকেআরের। ২০২৭ সালে কি চার নম্বর ট্রফি আসতে পারে নাইটদের সংসারে? জবাবে অঙ্গকৃশ বলছেন, 'সফল হওয়ার মতো বিস্তর ক্রিকেটার রয়েছে আমাদের দলে। দল হিসেবে মাঠে সেরাটা দিয়ে সফল হতে হবে আমাদের। ব্যক্তিগতভাবে আমি নতুন কিছু শট নিয়ে হাজির হব আইপিএলের আসরে।'

লম্বা লাফ অর্শদীপের

দুবাই, ১৮ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ড সিরিজের সাফল্যের সুবাদে আইসিসি-র ওডিআই বোলিং র‍্যাংকিংয়ে লম্বা লাফ অর্শদীপ সিংয়ের। ১২ ধাপ এগিয়ে ১৯তম স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। দল হারলেও সফল কিউয়ি পেসার ম্যাট হেনরি (১৫ ধাপ এগিয়ে ১২ নম্বরে)। ব্যাটিং বিভাগে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ইংল্যান্ডের টম ব্যান্টনের। এক লাফে ৪৭তম স্থান থেকে কেরিয়ারের সর্বোচ্চ ১৩ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। দুই ধাপ উন্নতি ঘটিয়ে সেরা দশে ফের জো রুট (৯)। ওডিআই ব্যাটিং ও বোলিং বিভাগে শীর্ষে শুভমান গিল ও রশিদ খান। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা যথাক্রমে ৩ ও ৫ নম্বরে।

মিথ্যা কথা বলছেন কামিন্স!

দাবি ব্যানক্রফটের

মেলবোর্ন, ১৮ নভেম্বর : দলের সবাই সবকিছু জানত।

প্যাট কামিন্সও তার বাইরে নয়। 'আমি কিছু জানি না' বলে বর্তমান অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক কামিন্সের যে দাবিকে নস্যাৎ করে চলতি স্যান্ডপেপার বিতর্কে বোমা ফাটালেন ক্যামেরন ব্যানক্রফট। ২০১৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কেপটাউন টেস্টে বল বিকৃতির ঘটনায় তিন অভিযুক্তর অন্যতম ব্যানক্রফট। দলে নবাগত ব্যানক্রফটের ওপরই 'দায়িত্ব' পড়েছিল স্যান্ডপেপার দিয়ে বলের পালিশ তোলার। ক্যামেরার যে দৃশ্য ধরা পড়ার পর ৯ মাস নিবাসিত হন।

পুরোনো যে কেলেঙ্কারি নতুন করে উসকে দিয়েছে উসমান খোয়াজার সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনী। খোয়াজা দাবি করেন, তিনজন (স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার ও ব্যানক্রফট) শাস্তি পেলেও, ঘটনাটি জানত দলের সবাই। অথচ, সেইসময় তদন্ত কমিটি বাকি ক্রিকেটারদের মতামত নেওয়ার রাস্তায় হাঁটেনি। খোয়াজার যে দাবির পরই রীতিমতো তুলকালাম অজি ক্রিকেট মহলে।

মুখ বাঁচাতে 'ফোরাম' তৈরির ভাবনা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার

বর্তমান ও প্রাক্তন মিনিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের দেশ। ওয়ার্নার খোয়াজার দাবিকে সমর্থন করে আগুনে ঘি ঢালেন। এরপরই পালটা দাবি কামিন্সের- তাঁদের অন্ধকারে রেখেই সবকিছু হয়েছিল। ২০২০ সালে যৌথ বিবৃতিতে (কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়োন) যে কথা বলেছিলেন (আমরা জানি না), সেই অবস্থানেই স্থির থাকছেন।

এদিন সেই কামিন্সকেও কাঠগড়ায় তুলে রীতিমতো বিস্ফোরক ব্যানক্রফটের। দাবি করেছেন, 'সবাই জানত। বল নিয়ে আমার কাজের (স্যান্ডপেপার দিয়ে ঘষা) ফলে ওরা উপকৃত হচ্ছে কিনা, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল মার্শদের থেকে জানতে চেয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওরা বাড়তি রিভার্স সুইং পাচ্ছে কিনা। নাকি আরও বেশি করে স্যান্ডপেপার ব্যবহার করব।'

ব্যানক্রফটের দাবি, তিনি হয়তো মুখ খুলতেনই না। কিন্তু কামিন্স সবকিছু অস্বীকার করার পরই সিদ্ধান্ত বদলান। এদিন বলেন, 'আমার এই প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ কামিন্সের সাংবাদিক সম্মেলন। ওর বক্তব্য আমাকে প্রতারিত, ক্ষুব্ধ এবং একইসঙ্গে একাকিত্ব অনুভব করিয়েছে। আমি যা দেখেছি, অনুভব করেছি এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে গিয়েছি, তার সঙ্গে একেবারেই মেলে না কামিন্সের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য।'

এরপর নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। নতুন করে তদন্তের পুরোনো অবস্থান না বদলালেও স্যান্ডপেপার বিতর্কে একটি ফোরাম গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা, যেখানে ওই দলের সবাই তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে বলা হয়েছে, 'ক্যামেরন ব্যানক্রফটের বক্তব্যকে আমরা সম্মান করি। এই নিয়ে বিবেচনার জন্য কিছুটা সময় লাগবে। ২০১৮ সালের ঘটনার একাধিক দিক রয়েছে। তাই একটি ফোরাম তৈরির সিদ্ধান্ত। যেখানে প্রত্যেকের নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরবে।'

> সবাই জানত। বল নিয়ে আমার কাজের (স্যান্ডপেপার দিয়ে ঘষা) ফলে ওরা উপকৃত হচ্ছে কিনা, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল মার্শদের থেকে জানতে চেয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওরা বাড়তি রিভার্স সুইং পাচ্ছে কিনা। নাকি আরও বেশি করে স্যান্ডপেপার ব্যবহার করব।
> -ক্যামেরন ব্যানক্রফট

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার যে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন হেডকোচ ড্যারেন লেম্যান ও উসমান খোয়াজা। এক সাক্ষাৎকারে লেম্যান বলেছেন, 'আমার লুকোনোর কিছু নেই। অবশ্যই যাব। আগে যারা সুযোগ পায়নি, তারা এই ফোরামে বলতে পারবে। ছবিটা অনেক বেশি পরিষ্কার হবে।' খোয়াজা অপরদিকে বলেছেন, 'এই পদক্ষেপ অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। আমি প্রথম থেকেই সবকিছু বলার জন্য প্রস্তুত। সাধারণ মানুষও সত্যিটা জানতে চায়। সাপোর্ট স্টাফ, ক্রিকেটাররা সবাই মুখ না খুললে যে সত্যটা সামনে আসবে না।'

আদর্শ সুনীলের ফোন উদ্বুদ্ধ করে সুহেলকে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : মঙ্গলবার রাত থেকে ইন্টারনেটে ভাইরাল একটা ছবি। জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে তরুণ কাশ্মীরি সুহেল আহমেদ বাটের সারা ঢাকা স্টেডিয়ামজুড়ে পাগলের মতো দৌড়োদৌড়ির করার ছবিটা দেখে আবেগাপ্লুত হননি এমন ভারতীয় কি আদৌ আছেন?

যত্ন নিয়ে, ভালোবেসে পিঠে হাত রাখলে নিজেকে ছাপিয়ে যেতে পারে দুর্বল থেকে দুর্বলতম মানুষও। আর তিনি তো একজন ফুটবলার। প্রতিদিন দলে নিজের জায়গা করে নিতে লড়তে হয় তাঁকে। কাশ্মীরের মতো প্রান্তিক রাজ্য থেকে উঠে আসার লড়াইটাই বা কম কি! তাই সুনীল ছেত্রীর ফোনটা যে তাঁকে বাড়তি তাতিয়ে তুলবে, এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে! সাফ কাপ শুরু হওয়ার পর পরই দেশের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার বলে দেন, 'আমি তো সুহেলের খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে আছি।' হয়তো নিজের ছায়া দেখে ফেলেছেন এই কাশ্মীরির মধ্যে। মোহনবাগান থেকে তো শুরু তাঁরও। সেখান বিশাল পথ অতিক্রম করে সুনীল আজ দেশের কিংবদন্তি। সাফ ফাইনালের আগে তাই নিজেই দায়িত্ব নেন তাঁর নবতম পদাঙ্ক অনুসরণকারীকে তাতিয়ে তোলার। ম্যাচের পর নিজেই সেই কথা টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে বলতে গিয়ে আবেগে গলা বুজে আসে সুহেলের, 'গতকাল রাতে সুনীলভাই ফোন করেছিলেন আমাকে। বলেন, সেমিফাইনালে গোলের সুযোগ নষ্ট করেছিস তো কী হয়েছে! ওসব ভুলে যা। স্ট্রাইকাররা গোলের সুযোগ নষ্ট যেমন করে তেমনি গোলও করে। আর ওঁর মতো কিংবদন্তি আর আদর্শের কাছ থেকে ফোন পাওয়ার পর তো মনে বাড়তি সাহস আসবেই। সুনীলভাইকে নিরাশ করতে চাইনি।' সেমিফাইনালে তাঁর গোলের সুযোগ নষ্টের ফলে যাতে সুহেল হতাশ না হয়ে পড়েন সম্ভবত সেই কারণেই ফোনটা করেন সুনীল। পাকিস্তান ১০ জন হয়ে যাওয়ার এক মিনিটের মধ্যে গোলশোধ করেন সুহেল। তিনি অবশ্য বলছেন, 'ওরা ১০ জন না হলেও আমরা জিততাম। বিরতির সময়েই আমরা নিজেরাই নিজেদের বলেছিলাম, আমরা পারবই ওদের হারাতে। শুধু কোচের পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। সেটাই করি দ্বিতীয়ার্ধে।' সাফের সর্বাধিক গোলদাতাই শুধু নয়, সেরা ফুটবলারও হন সুহেল। তাঁর এই পারফরমেন্স যদি কাশ্মীরের ফুটবল চিত্রটা বদলায়, তাহলে বেশি খুশি হবেন সুহেল। বলেছেন, 'আমাদের ওখানে (কাশ্মীরে) ফুটবলে এখনও সেভাবে কোনও উন্নতি হয়নি। আমাকেই তো ১১-১২ বছর বয়স থেকে বাইরে থাকতে হয়েছে। তবে আজ আমার পারফরমেন্স যদি ওখানকার তরুণদের আরও ফুটবলমুখী করে তাহলে সেটাই হবে আমার সেরা পুরস্কার।'

> আমাদের ওখানে (কাশ্মীরে) ফুটবলে এখনও সেভাবে কোনও উন্নতি হয়নি। আমাকেই তো ১১-১২ বছর বয়স থেকে বাইরে থাকতে হয়েছে। তবে আজ আমার পারফরমেন্স যদি ওখানকার তরুণদের আরও ফুটবলমুখী করে তাহলে সেটাই হবে আমার সেরা পুরস্কার।
> -সুহেল আহমেদ বাট

তবে এখনই কাজ শেষ হয়ে যায়নি বলে মনে করেন তিনি। মোহনবাগানের প্রথম একাদশে নিয়মিত নন। এই মরশুমে তো খুব কমই সুযোগ পেয়েছেন। নিজের জায়গাটা পাকা করতে চান বলে জানালেন, 'ক্লাব দলে নিয়মিত খেলতে হলে আমাকে আরও লড়তে হবে, আরও পরিশ্রম করতে হবে। সেটাই এখন করতে চাই। এই চ্যাম্পিয়নশিপটা আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।' গ্যালারির বাংলাদেশি সমর্থকদের থেকে নানারকমের কটু মন্তব্য উড়ে এসেছে। সুহেল হেলায় উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'ওসব নিয়ে ভাবি না। আমরা নিজেদের কাজ করার ব্যাপারে মনসংযোগ করেছিলাম।' বাংলাদেশের দর্শক যাই করুন না কেন, পাকিস্তান দলের সঙ্গে কিন্তু ভারতীয়দের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোও নজর কেড়েছে আমজনতার। ক্রিকেটে যাই হোক না কেন, দুই দলের অধিনায়ক যেমন ম্যাচের শুরুতে হাত মেলান তেমনি ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও একে অপরকে গার্ড অফ অনার দেওয়ার মধ্যেও সৌজন্য ছিল চোখে পড়ার মতো। পরে নৌশাদ মুসা বলেছেন, 'ক্রিকেট আর ফুটবল আলাদা। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা আছে বলেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সময়ে আমরা একে অপরকে গার্ড অফ অনার দিয়েছি।' পাকিস্তান ফুটবলাররাও হারের জন্য কোনও অজুহাত না দিয়ে ভারতকে অভিনন্দন জানান।



সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তেরঙা গায়ে সুহেল আহমেদ বাট।



সন্দীপ মাড্ডি কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর আদিবাসী রীতি মেনে তাঁর পা ধুইয়ে দিচ্ছেন মা সরলা মাড্ডি। বুধবার।

বলছেন ফাইনালের অন্যতম নায়ক সন্দীপ

'আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি'

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : ফুটবলের সঙ্গে সন্দীপ মাড্ডির যোগটা পারিবারিক।

বাবা সুন্দর মাড্ডি খেলেছেন রেল ফুটবল দলে। কাকা সাগরাম মাড্ডি মোহনবাগানের জার্সিতে খেলেছেন। ভাই মদন মাড্ডি বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ী দলের অন্যতম সদস্য। এই মরশুমের শুরুতে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের হাত ধরে ইন্টার কাশী থেকে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন কল্যাণীর সন্দীপ। মঙ্গলবার তাঁর মুকুটেও জুড়েছে নতুন একটি পালক। বর্তমানে ভারতের সাফ জয়ী দলের সদস্য তিনি। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে জয়সূচক গোলটিও তাঁরই করা।

বুধবার বিকেলে কলকাতা বিমানবন্দরে বীরের মর্যাদায় বরণ করে নেওয়া হয় সন্দীপদের। ঢাকঢোল নিয়ে সুদূর কল্যাণী থেকে ছুটে এসেছিলেন সন্দীপের ছোটবেলার বন্ধু থেকে প্রাক্তন সতীর্থ, পরিবার, পরিজনরা। ছিলেন সন্দীপের মা-বাবাও। বিমানবন্দরে ভারতীয় দলকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ-র সচিব অনির্বাণ দত্ত। কল্যাণীতে সন্দীপের বাড়িতেও উৎসবের মেজাজ। মঙ্গলবার ম্যাচের পর মাঠে দাঁড়িয়েই সন্দীপ বলেছিলেন, 'ফাইনালের মঞ্চে দেশের হয়ে গোল করাটা আলাদা অনুভূতি! গোলের আগে মনে হচ্ছিল, ওটাই শেষ সুযোগ। পাকিস্তান সেই সময় ১০ জনেও খুব ভালো খেলছিল। আর আমার মাথায় ঘুরছিল, যেভাবেই হোক গোল করতেই হবে।' বুধ-বিকেলে বিমানবন্দরে পা রাখার পরও একইরকম উচ্ছ্বাস সন্দীপের গলায়। বলছিলেন, 'পিছিয়ে পড়েও আমরা যেভাবে ম্যাচে ফিরেছি তা দলের সবার কৃতিত্ব। শক্তির নিরিখে হয়তো পাকিস্তান আমাদের থেকে একটু হলেও এগিয়েছিল। খেলা দেখেই তা বোঝা গিয়েছে। তবে আমরাও নিজেদের প্রমাণ করেছি।' গোলের পর জার্সি খুলে সন্দীপের সেলিব্রেশন ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। সন্দীপও বলছিলেন, 'ওই মুহূর্তে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি।'

ছাত্রের প্রশংসায় কোচ হাবাস

সন্দীপকে ঘিরে যখন কল্যাণীতে উৎসবের মেজাজ, অন্যদিকে তখন এসসি দিল্লি ম্যাচের মহড়ায় ব্যস্ত তাঁর ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। অনুশীলন শেষে ছাত্র সন্দীপকে প্রশংসায় ভরালেন হাবাসও। তিনি বলেছেন, 'সন্দীপকে ইন্টার কাশী থেকে আমিই ইস্টবেঙ্গলে নিয়ে এসেছিলাম। প্রথম থেকেই দেখে মনে হয়েছিল, ওর মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে।' হাবাস আরও বলেছেন, 'সন্দীপের শারীরিক সক্ষমতা দারুণ। পেশাদারি মানসিকতা রয়েছে। পরিশ্রম করতে পারে ছেলেটা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আরও উন্নত করছে। সাফ ফাইনালে ওকে গোল করতে দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি। সন্দীপের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে।'

ফিরছেন এডমুন্ড, স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮নভেম্বর: একে নেই আনোয়ার আলি। চিন্তা বাড়িয়েছিল এডমুন্ড লালরিনডিকার চোটও। তবে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্যাচের আগে স্বস্তি ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। শুক্রবারের ম্যাচেই হয়তো মাঠে ফিরবেন এডমুন্ড। জাতীয় শিবির থেকে ফিরে বুধবার লাল-হলুদ অনুশীলনে যোগ দিলেন জয় গুপ্তা ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে সন্দীপ মাড্ডি দেশে ফিরেছেন এদিনই। তিনি হয়তো বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। ডেভিড বা সন্দীপ দিল্লি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের পরিকল্পনায় না থাকলেও জয়কে রেখেই রণকৌশল সাজাচ্ছেন তিনি। বলা ভালো তা করতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছেন। আনোয়ারের অনুপস্থিতি এমনিই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে লাল-হলুদ শিবিরের জন্য। আরও এক ডিফেন্ডারকে না পেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। হাতে বিকল্প কম থাকায় দিল্লি ম্যাচে রক্ষণে দিয়েগো জিভুলিচ, লালচুংনুঙ্গার সঙ্গে দুই সাইডব্যাক হিসেবে শুরু করতে পারেন জয় ও হার্দিক ভাট। মাঝমাঠে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। ডান প্রান্তেও যথারীতি বিপিন সিং শুরু করবেন। ফিরছেন এডমুন্ড। দিন দুয়েক হল অনুশীলন শুরু করেছেন তিনি। বুধবার মূল দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করতে দেখা গেল তাঁকে। এডমুন্ডকে রেখেই দিল্লি ম্যাচের পরিকল্পনা করছেন হাবাস। সিঙ্গল স্ট্রাইকার হিসেবে এই ম্যাচেও আকে আনাউদ লোবাকেই খেলানোর জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

নাটকীয় জয়ে শেষ আটে হাল্যান্ডরা

নতুন '৭'-এর গোলে স্বস্তি পর্তুগাল শিবিরে

কার্ডিফ ও কোপেনহেগেন, ১৮ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অবসরের পর থেকেই যেন অদৃশ্য চাপ তাড়া করে বেড়াচ্ছিল পর্তুগালকে। ঘরের মাঠে ডেনমার্কের কাছে চার গোল হজম অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছিল। তবে সব বিতর্ক পিছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল জর্জে জেসুসের দল। উয়েফা নেশনস লিগে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওয়েলসকে ৩-২ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকেই শেষ আটে জায়গা নিশ্চিত করল পর্তুগাল। এই জয়ে পর্তুগিজ সমর্থকদের বড় প্রাপ্তি দলের নতুন 'নম্বর সেভেন' কার্লোস ফোর্বসের গোল।

কার্ডিফের মাঠে ১১ মিনিটে জাল কাঁপান পর্তুগাল অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সমতা ফেরান ডেভিড ব্রুকস। ৪০ মিনিটের মাথায় তাদের ২-১ গোলে এগিয়ে দেন সোরবা থমাস। হাল ছাড়েনি পর্তুগাল। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই পেদ্রো নেটো পর্তুগালকে সমতায় ফেরান। তবে ম্যাচের মোড় ঘুরল ফোর্বস মাঠে নামার পর। ৭০ মিনিটে ওয়েলস রক্ষণের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিজের প্রথম গোলটি করেন পর্তুগালের নতুন সাত নম্বর জার্সিধারী। ফোর্বসের এই গোলই শেষপর্যন্ত ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয়।

গ্রুপের অপর ম্যাচে ২-০ পিছিয়ে পড়েও ডেনমার্ককে ৩-২ গোলে হারাল নরওয়ে। ফলে



গোলের পর পর্তুগালের কার্লোস ফোর্বস।

নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালেও জায়গা করে নিল তারা। ম্যাচের মিনিট পনেরোর মধ্যে দুই গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ডেনমার্ক। ৩৭ মিনিটে প্রথম গোল শোধ করেন হাল্যান্ড। দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক আক্রমণে ড্যানিশ রক্ষণকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় নরওয়ে। ম্যাচ শেষ হওয়ার ছয় মিনিট আগে নরওয়েকে সমতায় ফেরান মার্টিন ওডেগার্ড। সংযুক্তি সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে বক্সের ভেতর ড্যানিশ ডিফেন্ডার জোয়াকিম অ্যান্ডারসেনের হাতে বল লাগলে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। স্পট কিক থেকে জয়সূচক গোল হাল্যান্ডের।

সতেরো বছরেই ইতিহাস বিকল্পের

কলকাতা ও ইন্দোর, ১৮ নভেম্বর : ১৬ বছর ৩ মাস বয়সে গত বছর বিজয় হাজারে ট্রফিতে শতরান করেছিলেন। বুধবার ইতিহাসে নাম তুললেন ছত্তিশগড়ের বিকল্প তিওয়ারি। ১৭ বছর ৫৫ দিন বয়সে কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হিসেবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে শতরানের নজির গড়লেন তিনি। বিকল্পের (৫৬ বলে ১১৯) বিধ্বংসী ইনিংসে ওডিশাকে ৫১ রানে হারাল ছত্তিশগড়। চলতি মরশুমে প্রথমবার মুস্তাক আলি ট্রফি খেলছেন বিকল্প। কেরিয়ারের শুরুতেই রাজ্য দলের

দিল্লিকে হারিয়ে অঘটন বিহারের

অধিনায়কত্বের পেয়েছেন তিনি। তবে নেতৃত্ব উপভোগ করছেন বিকল্প। নেতৃত্বের অভিষেকে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে বিকল্প ১৭ বলে ৫০ রান করেন। গত ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে অবশ্য খাতা খুলতে পারেননি। সেই আক্ষেপ এদিন মিটিয়ে নিলেন বিকল্প। ১৯ বলে অর্ধশতরানে পৌঁছানোর পর ৪৪ বলে টি২০ কেরিয়ারের প্রথম শতরান সেরে ফেলেন তিনি। বৈভব সূর্যবংশীর পর দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম হিসেবে বিকল্প টি২০-তে শতরান করে ফেলেন। বিকল্পের তাণ্ডবে ৪ উইকেটে ২২৮ রান তোলে ছত্তিশগড়। জবাবে ওডিশা ১৭৭/৮ স্কোরে আটকে যায়।

অন্যদিকে, শক্তিশালী দিল্লিকে ২ উইকেটে হারিয়ে অঘটন ঘটাল বৈভবহীন বিহার। যশ ধুল (৫৯ বলে ১২৫) ও তেজস্বী দাহিয়ার (২৫ বলে ৫১) সৌজন্যে দিল্লি ৫ উইকেটে ২২৪ রান তুলেছিল। রানতাড়ায় নেমে আয়ুষ লোহারুকা (২২ বলে ৫০) ও বিপিন সৌরভ (১৯ বলে ৪৯) বিহারকে ট্র্যাকে রেখেছিলেন। শেষদিকে রঘুবেন্দ্র প্রতাপ সিং (১৫ বলে ২৫), মায়াঙ্ক কুমারদের (১৩ বলে অপরাজিত ২৪) কার্যকরী ইনিংসে ১ বল হাতে রেখে বিহার ২২৭/৮ স্কোরে পৌঁছে যায়।



ওডিশার বিরুদ্ধে ৪৪ বলে শতরান করলেন বিকল্প তিওয়ারি।

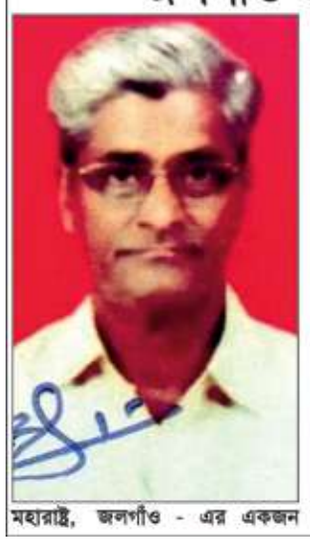
রাজীব গান্ধি ফুটবল শুরু ২১ নভেম্বর

বাগডোগরা, ১৮ নভেম্বর : পাইওনিয়ার ফুটবল মাঠে রাজীব গান্ধি উইনার্স ট্রফি, গীতারানি সাহা রানার্স এবং সন্ধ্যা দাস ফেয়ার প্লে ট্রফি রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবল ২১ নভেম্বর শুরু হবে। ফুটবল কমিটির সভাপতি নওরাজ লিম্বু জানিয়েছেন, উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে মাটিগাড়া পরিমলনগর স্পোর্টিং ক্লাব এবং নর্থ বেঙ্গল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ফাইনাল ৬ ডিসেম্বর।

৭ নম্বর হলুদ জার্সিও অবসরে
-খবর এগারোর পাতায়

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
জলগাঁও-এর এক বাসিন্দা



বাসিন্দা শারদ আত্মারাম চৌধুরী - কে 16.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84A 72758 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দ্বারা চালু করা ডিয়ার লটারির টিকিট আমাকে কোটিপতি বানিয়ে জাদুকরী সহায়তা করেছে। কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে অর্থনৈতিক উন্নতি লাভের চেষ্টা করার জন্য এটি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি আদর্শ প্ল্যাটফর্ম হবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

মহারাষ্ট্র, জলগাঁও - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সঞ্জিতকুমার দাস, সমীরকুমার চক্রবর্তী ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বুধবার ওয়াইএমএ ৪-১ গোলে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন বাওরিংদাও বোদো। ওয়াইএমএ-র বাকি গোল দুইটি সুজিত সিং ও সুময় সোমের। ম্যাচের সেরা হয়ে নিমাইচন্দ্র রায় ট্রফি পেয়েছেন সুজিত। নেতাজির গোলস্কোরার বিক্রম সরকার।



ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সুজিত সিং।



পুরস্কার হাতে অকশন ব্রিজে সফল প্রতিযোগীরা। বুধবার।

চ্যাম্পিয়ন অভিজিৎ-মৃগাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন অভিজিৎ দত্ত-মৃগাঙ্ক রায়। ফাইনালে তারা ৫৮৩ পয়েন্টে বিরাজ দে-অভিজিৎ হালদারকে হারিয়েছেন। তৃতীয় হয়েছেন পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলি-তাপস কর। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে তারা ৩৫০ পয়েন্টে সঞ্জয় দে-শ্যামল বাগচির বিরুদ্ধে জয় পান। পুরস্কার তুলে দেন ভুবন রায়, শুভঙ্কর রায়, সুরঞ্জন চৌধুরী, সুভাষ পাল, রথীন দে, বিকাশ চৌধুরী প্রমুখ।

